কাব্য-গ্রন্থ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাব্য-গ্রন্থ।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম খণ্ড।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীমোহিত চন্দ্র সেন এম্, এ,
সম্পাদক।

প্রকাশক—এস্, সি, মজুমদার।
২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
মজুমদার লাইব্রেরী।

কলিকাতা—৩/৪ গৌরমোহন মুখার্জ্জির ষ্ট্রীট,
মেট্‌কাফ্ প্রেসে মুদ্রিত।
১৩১০ সন।

কাব্য-গ্রন্থ।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম খণ্ড।

কাব্য-গ্রন্থ।

২য় ভাগ, ১ম খণ্ডের সূচী।

নারী।

কল্পনা।

লীলা।

কৌতুক।

নারী।

সাঙ্গ হয়েছে রণ !

অনেক যুঝিয়া অনেক খুজিয়া

শেষ হল আয়োজন।

তুমি এস, এস নারি,

আন তব হেমঝারি !

ধুয়ে-মুছে দাও ধূলির চিহ্ন,

জোড়া দিয়ে দাও ভগ্ন-ছিন্ন,

সুন্দর কর, সার্থক কর

পুঞ্জিত আয়োজন !

এস সুন্দরি নারি

শিরে লয়ে হেমঝারি।

হাটে আর নাই কেহ।

শেষ করে' খেলা ছেড়ে' এনু মেলা

গ্রামে গড়িলাম গেহ।

তুমি এস, এস নারি,

আন গো তীর্থবারি !

স্নিগ্ধ-হসিত বদন-ইন্দু,

সিঁথায় আঁকিয়া সিঁদুর-বিন্দু

মঙ্গল কর, সার্থক কর

শূন্য এ মোর গেহ।

এস কল্যাণি নারি

বহিয়া তীর্থবারি !

বেলা কত যায় বেড়ে'।
কেহ নাহি চাহে খর-রবি-দাহে
পরবাসী পথিকেরে।
তুমি এস, এস নারি,
আন তব সুধাবারি।
বাজাও তোমার নিষ্কলঙ্ক
শত-চাঁদে-গড়া শোভন শঙ্খ,
বরণ করিয়া সার্থক কর'
পরবাসী পথিকেরে।
আনন্দময়ি নারি,
আন তব সুধাবারি।

স্রোতে যে ভাসিল ভেলা।
এবারের মত দিন হল গত
এল বিদায়ের বেলা।
তুমি এস, এস নারি,
আন গো অশ্রুবারি।
তোমার সজল কাতরদৃষ্টি
পথে করে' দিক্ করুণাবৃষ্টি,
ব্যাকুল বাহুর পরশে ধন্য
হোক্ বিদায়ের বেলা।
অয়ি বিষাদিনি নারি,
আন গো অশ্রুবারি।

আধার নিশীথরাতি।

গৃহ নির্জ্জন, শূন্য শয়ন,

জ্বলিছে পূজার বাতি!

তুমি এস, এস নারি,

আন তর্পণবারি!

অবারিত করি' ব্যথিত বক্ষ

খোল হৃদয়ের গোপন-কক্ষ,

এলো-কেশপাশে শুভ্র-বসনে

জ্বালাও পূজার বাতি!

এস তাপসিনি নারি,

আন তর্পণবারি!

নারী।

উর্ব্বশী।

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসি,
হে নন্দনবাসিনী উর্ব্বশি!
গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি,
তুমি কোনো গৃহপ্রান্তে নাহি জ্বাল সন্ধ্যাদীপখানি;
দ্বিধায় জড়িত পদে, কম্প্রবক্ষে নম্র নেত্রপাতে
স্মিতহাস্যে নাহি চল সলজ্জিত বাসর শয্যাতে
স্তব্ধ অর্দ্ধরাতে।
উষার উদয় সম অনবগুণ্ঠিতা
তুমি অকুণ্ঠিতা।

বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি
কবে তুমি ফুটিলে উর্ব্বশি!
আদিম বসন্তপ্রাতে উঠেছিলে মন্থিত সাগরে,
ডানহাতে সুধাপাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে;

তরঙ্গিত মহাসিন্ধু মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত
পড়ে ছিল পদপ্রান্তে, উচ্ছ্বসিত ফণা লক্ষ শত
করি অবনত।
কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্রবন্দিতা,
তুমি অনিন্দিতা।

কোনোকালে ছিলে না কি মুকুলিকা বালিকা-বয়সী
হে অনন্তযৌবনা উর্ব্বশি!
আঁধার পাথারতলে কার ঘরে বসিয়া একেলা
মাণিক মুকুতা লয়ে করেছিলে শৈশবের খেলা,
মণিদীপ-দীপ্তকক্ষে সমুদ্রের কল্লোল-সঙ্গীতে
অকলঙ্ক হাস্যমুখে প্রবাল-পালঙ্কে ঘুমাইতে
কার অঙ্কটিতে?
যখনি জাগিলে বিশ্বে যৌবনে গঠিতা
পূর্ণ প্রস্ফুটিতা।

যুগ যুগান্তর হতে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী
হে অপূর্ব্ব শোভনা উর্ব্বশি!
মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল,
তোমারি কটাক্ষপাতে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল,

তোমার মদির-গন্ধ অন্ধবায়ু বহে চারিভিতে,
মধুমত্ত ভৃঙ্গসম মুগ্ধ কবি ফিরে লুব্ধ চিতে
উদ্দাম সঙ্গীতে।
নূপুর গুঞ্জরি যাও আকুল-অঞ্চলা
বিদ্যুৎ-চঞ্চলা।

সুরসভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি
হে বিলোল-হিল্লোল উর্ব্বশি!
ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধুমাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি ওঠে ধরার অঞ্চল,
তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা,
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা,
নাচে রক্তধারা।
দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে
অয়ি অসম্বৃতে!

স্বর্গের উদয়াচলে মূর্ত্তিমতী তুমি হে উষসী,
হে ভুবনমোহিনী উর্ব্বশি!
জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা,
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা,

মুক্তবেণী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ব-বাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার
অতি লঘুভার।
অখিল মানসস্বর্গে অনন্ত রঙ্গিণী,
হে স্বপ্ন সঙ্গিনি।

তোমরা এবং আমরা।

তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও
কুলুকুলুকল নদীর স্রোতের মত।
আমরা তীরেতে দাঁড়ায়ে চাহিয়া থাকি,
মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত।
আপনা আপনি কানাকানি কর সুখে,
কৌতুকছটা উছলিছে চোখে মুখে,
কমল চরণ পড়িছে ধরণী মাঝে,
কনক নূপুর রিনিকি ঝিনিকি বাজে।

অঙ্গে অঙ্গ বাঁধিছ রঙ্গপাশে,
বাহুতে বাহুতে জড়িত ললিত লতা,
ইঙ্গিতরসে ধ্বনিয়া উঠিছে হাসি,
নয়নে নয়নে বহিছে গোপন কথা।

আঁখি নত করি একেলা গাঁথিছ ফুল,
মুকুর লইয়া যতনে বাঁধিছ চুল।
গোপন হৃদয়ে আপনি করিছ খেলা,
কি কথা ভাবিছ, কেমনে কাটিছে বেলা!

চকিত পলকে অলক উড়িয়া পড়ে,
ঈষৎ হেলিয়া আঁচল মেলিয়া যাও—
নিমেষ ফেলিতে আঁখি না মেলিতে, ত্বরা
নয়নের আড়ে না জানি কাহারে চাও!
যৌবনরাশি টুটিতে লুটিতে চায়,
বসনে শাসনে বাঁধিয়া রেখেছ তায়।
তবু শতবার শতধা হইয়া ফুটে,
চলিতে ফিরিতে ঝলকি চলকি উঠে!

আমরা মূর্খ কহিতে জানিনে কথা,
কি কথা বলিতে কি কথা বলিয়া ফেলি!
অসময়ে গিয়ে লয়ে আপনার মন
পদতলে দিয়ে চেয়ে থাকি আঁখি মেলি'!
তোমরা দেখিয়া চুপিচুপি কথা কও,
সখীতে সখীতে হাসিয়া অধীর হও,

বসন-আঁচল বুকেতে টানিয়া লয়ে
হেসে চলে যাও আশার অতীত হয়ে।

আমরা বৃহৎ অবোধ ঝড়ের মত
আপন আবেগে ছুটিয়া চলিয়া আসি।
বিপুল আঁধারে অসীম আকাশ ছেয়ে
টুটিবারে চাহি আপন হৃদয়রাশি।
তোমরা বিজুলি হাসিতে হাসিতে চাও,
আঁধার ছেদিয়া মরম বিঁধিয়া দাও,
গগনের গায়ে আগুনের রেখা আঁকি
চকিত চরণে চলে যাও দিয়ে ফাঁকি।

অযতনে বিধি গড়েছে মোদের দেহ,
নয়ন অধর দেয়নি ভাষায় ভরে,
মোহন মধুর মন্ত্র জানিনে মোরা,
আপনা প্রকাশ করিব কেমন করে' ?
তোমরা কোথায় আমরা কোথায় আছি!
কোনো সুলগনে হব না কি কাছাকাছি!
তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাবে,
আমরা দাঁড়ায়ে রহিব এমনি ভাবে!

সোনার বাঁধন।

বন্দী হয়ে আছ তুমি সুমধুর স্নেহে,
অয়ি গৃহলক্ষ্মি, এই করুণ-ক্রন্দন
এই দুঃখ দৈন্যে ভরা মানবের গেহে;
তাই দুটি বাহু পরে সুন্দর বন্ধন
সোনার কঙ্কণ দুটি বহিতেছ দেহে
শুভ চিহ্ন, নিখিলের নয়ন-নন্দন।
পুরুষের দুই বাহু কিণাঙ্ক-কঠিন
সংসার সংগ্রামে, সদা বন্ধনবিহীন;
যুদ্ধ দ্বন্দ্ব যত কিছু নিদারুণ কাজে
বহ্নিবাণ বজ্রসম সর্ব্বত্র স্বাধীন।
তুমি বদ্ধ স্নেহ প্রেম করুণার মাঝে,—
শুধু শুভকর্ম্ম, শুধু সেবা নিশিদিন।
তোমার বাহুতে তাই কে দিয়াছে টানি
দুইটি সোনার গণ্ডী, কাঁকণ দু'খানি!

বিজয়িনী।

অচ্ছোদ সরসী নীরে রমণী যে দিন
নামিলা স্নানের তরে, বসন্ত নবীন
সেদিন ফিরিতেছিল ভুবন ব্যাপিয়া
প্রথম প্রেমের মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া
ক্ষণে ক্ষণে শিহরি শিহরি! সমীরণ
প্রলাপ বকিতেছিল প্রচ্ছায় সঘন
পল্লবশয়নতলে, মধ্যাহ্নের জ্যোতি
মূর্চ্ছিত বনের কোলে; কপোত-দম্পতি
বসি শান্ত অকম্পিত চম্পকের ডালে
ঘন চঞ্চু-চুম্বনের অবসর কালে
নিভৃতে করিতেছিল বিহ্বল কূজন।

তীরে শ্বেত শিলাতলে সুনীল বসন
লুঠাইছে একপ্রান্তে স্খলিত-গৌরব
অনাদৃত,—শ্রীঅঙ্গের উত্তপ্ত সৌরভ
এখনো জড়িত তাহে,—আয়ু-পরিশেষ
মূর্চ্ছান্বিত দেহে যেন জীবনের লেশ,—
লুটায় মেখলাখানি ত্যজি কটিদেশ
মৌন অপমানে;—নূপুর রয়েছে পড়ি;

বক্ষের নিচোল বাস যায় গড়াগড়ি
ত্যজিয়া যুগল স্বর্গ কঠিন পাষাণে।
কনক দর্পণ খানি চাহে শূন্যপানে
কার মুখ স্মরি! স্বর্ণপাত্রে সুসজ্জিত
চন্দন কুঙ্কুমপঙ্ক, লুণ্ঠিত লজ্জিত
দুটি রক্ত শতদল, অম্লান সুন্দর
শ্বেত করবীর মালা,—ধৌত শুক্লাম্বর
লঘু স্বচ্ছ, পূর্ণিমার আকাশের মত।

পরিপূর্ণ নীল নীর স্থির অনাহত—
কূলে কূলে প্রসারিত বিহ্বল গভীর
বুকভরা আলিঙ্গন রাশি! সরসীর
প্রান্তদেশে, বকুলের ঘনচ্ছায়াতলে
শ্বেত শিলাপটে, আবক্ষ ডুবায়ে জলে
বসিয়া সুন্দরী,—সকম্পিত ছায়াখানি
প্রসারিয়া স্বচ্ছনীরে—বক্ষে লয়ে টানি
সযত্নপালিত শুভ্র রাজহংসীটিরে
করিছে সোহাগ,—নগ্ন বাহুপাশে ঘিরে
সুকোমল ডানা দুটি, লম্ব গ্রীবা তার
রাখি স্কন্ধ পরে, কহিতেছে বারম্বার

স্নেহের প্রলাপ বাণী—কোমল কপোল
বুলাইছে হংসপৃষ্ঠে পরশ-বিভোল।

চৌদিকে উঠিতেছিল মধুর রাগিণী
জলে স্থলে নভস্তলে, সুন্দর কাহিনী
কে যেন রচিতেছিল ছায়া-রৌদ্রকরে
অরণ্যের সুপ্তি আর পাতার মর্ম্মরে
বসন্ত দিনের কত স্পন্দনে কম্পনে
নিঃশ্বাসে উচ্ছ্বাসে ভাষে আভাসে গুঞ্জনে
চমকে ঝলকে। যেন আকাশ-বীণার
রবি-রশ্মি-তন্ত্রীগুলি সুরবালিকার
চম্পক-অঙ্গুলি-ঘাতে সঙ্গীত ঝঙ্কারে
কাঁদিয়া উঠিতেছিল—মৌন স্তব্ধতারে
বেদনায় পীড়িয়া মূর্চ্ছিয়া। তরুতলে
স্খলিয়া পড়িতেছিল নিঃশব্দে বিরলে
বিবশ বকুলগুলি ; কোকিল কেবলি
অশ্রান্ত গাহিতেছিল,—বিফল কাকলী
কাঁদিয়া ফিরিতেছিল বনান্তর ঘুরে
উদাসীন প্রতিধ্বনি ; ছায়ায় অদূরে
সরোবর প্রান্তদেশে ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী

কলনৃত্যে বাজাইয়া মাণিক্য কিঙ্কিণী
কল্লোলে মিশিতেছিল ;—তৃণাঙ্কিত তীরে
জল-কলকলস্বরে মধ্যাহ্ন সমীরে
সারস ঘুমায়েছিল দীর্ঘ গ্রীবাখানি
ভঙ্গীভরে বাঁকাইয়া পৃষ্ঠে লয়ে টানি
ধূসর ডানার মাঝে ; রাজহংসদল
আকাশে বলাকা বাঁধি সত্বর-চঞ্চল
ত্যজি কোন্ দূর নদী-সৈকত-বিহার
উড়িয়া চলিতেছিল গলিত-নীহার
কৈলাসের পানে। বহু বনগন্ধ বহে'
অকস্মাৎ শ্রান্ত বায়ু উত্তপ্ত আগ্রহে
লুটায়ে পড়িতেছিল সুদীর্ঘ নিশ্বাসে
মুগ্ধ সরসীর বক্ষে স্নিগ্ধ বাহুপাশে।

মদন, বসন্তসখা, ব্যগ্র কৌতূহলে
লুকায়ে বসিয়াছিল বকুলের তলে
পুষ্পাসনে, হেলায় হেলিয়া তরুপরে,
প্রসারিয়া পদযুগ নব তৃণস্তরে।
পীত উত্তরীয়-প্রান্ত লুণ্ঠিত ভূতলে,
গ্রন্থিত মালতী-মালা কুঞ্চিত-কুন্তলে,

গৌর কণ্ঠতটে,—সহাস্য কটাক্ষ করি
কৌতুকে হেরিতেছিল মোহিনী সুন্দর
তরুণীর স্নানলীলা—অধীর চঞ্চল
উৎসুক অঙ্গুলি তাব, নির্ম্মল কোমল
বক্ষস্থল লক্ষ্য করি লয়ে পুষ্পশর
প্রতীক্ষা করিতেছিল নিজ অবসর।
গুঞ্জরি ফিরিতেছিল লক্ষ মধুকর
ফুলে ফুলে ; ছায়াতলে সুপ্ত হরিণীরে
ক্ষণে ক্ষণে লেহন কবিতেছিল ধীরে
বিমুগ্ধ-নয়ন মৃগ ; বসন্ত পরশে
পূর্ণ ছিল বনচ্ছায়া আলসে লালসে।

জলপ্রান্তে ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ কম্পন রাখিয়া,
সজল চরণচিহ্ন আঁকিয়া আঁকিয়া
সোপানে সোপানে, তীরে উঠিলা রূপসী ;
মুক্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি গেল খসি’।
অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল
লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল
বন্দী হয়ে আছে—তারি শিখরে শিখরে
পড়িল মধ্যাহ্ন রৌদ্র—ললাটে অধরে

উরুপরে কটিতটে স্তনাগ্রচূড়ায়
বাহুযুগে,—সিক্ত দেহে রেখায় রেখায়
ঝলকে ঝলকে। ঘিরি তার চারিপাশ
নিখিল বাতাস আর অনন্ত আকাশ
যেন এক ঠাঁই এসে আগ্রহে সন্নত
সর্ব্বাঙ্গ চুম্বিল তার,—সেবকের মত
সিক্ত তনু মুছি নিল আতপ্ত অঞ্চলে
সযতনে,—ছায়াখানি রক্ত পদতলে
চ্যুত বসনের মত রহিল পড়িয়া ;—
অরণ্য রহিল স্তব্ধ, বিস্ময়ে মরিয়া !

ত্যজিয়া বকুলমূল মৃদুমন্দ হাসি'
উঠিল অনঙ্গদেব।

সম্মুখেতে আসি
থমকিয়া দাঁড়াল সহসা। মুখপানে
চাহিল নিমেষহীন নিশ্চল নয়ানে
ক্ষণকাল তরে। পরক্ষণে ভূমিপরে
জানু পাতি' বসি', নির্ব্বাক্ বিস্ময়ভরে
নতশিরে, পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার

তূণ শূন্য করি'। নিরস্ত্র মদনপানে
চাহিলা সুন্দরী শান্ত প্রসন্ন বয়ানে।

নারীর দান।

একদা প্রাতে কুঞ্জতলে
অন্ধবালিকা
পত্রপুটে আনিয়া দিল
পুষ্পমালিকা।
কণ্ঠে পরি অশ্রুজল
ভরিল নয়নে;
বক্ষে লয়ে চুমিনু তার
স্নিগ্ধ বয়নে।
কহিনু তারে "অন্ধকারে
দাঁড়ায়ে রমণী
কি ধন তুমি করিছ দান
না জান আপনি!
পুষ্পসম অন্ধ তুমি
অন্ধ বালিকা,
দেখনি নিজে মোহন কি যে
তোমার মালিকা!"

বধূ।

“বেলা যে পড়ে’ এল জল্‌কে চল্‌!”—
পুরাণো সেই সুরে   কে যেন ডাকে দূরে,
কোথা সে ছায়া সখি, কোথা সে জল!
কোথা সে বাঁধা ঘাট, অশথ-তল!
ছিলাম আনমনে   একেলা গৃহকোণে,
কে যেন ডাকিল রে “জল্‌কে চল!”

কলসী লয়ে কাঁখে পথ সে বাঁকা,
বামেতে মাঠ শুধু   সদাই করে ধূধূ,
ডাহিনে বাঁশবন হেলায়ে শাখা।
দিঘির কালো জলে   সাঁঝের আলো ঝলে,
দু’ধারে ঘন বন ছায়ায় ঢাকা।
গভীর থির নীরে   ভাসিয়া যাই ধীরে,
কোকিল গাহে তীরে অমিয়-মাখা।
আসিতে পথে ফিরে,   আঁধার তরুশিরে
সহসা দেখি শশি আকাশে আঁকা!

অশথ উঠিয়াছে প্রাচীর টুটি,
সেথানে ছুটিতাম সকালে উঠি।

শরতে ধরাতল শিশিরে ঝলমল,
করবী থোলো থোলো রয়েছে ফুটি।
প্রাচীর বেয়ে বেয়ে সবুজে ফেলে ছেয়ে
বেগুনী ফুলে ভরা লতিকা দুটি।
ফাটলে দিয়ে আঁখি আড়ালে বসে থাকি,
আঁচল পদতলে পড়েছে লুটি।

মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে
সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে।
এধারে পুরাতন শ্যামল তালবন
সঘন সারি দিয়ে দাঁড়ায় ঘেঁসে।
বাঁধের জলরেখা ঝলসে, যায় দেখা,
জটলা করে তীরে রাখাল এসে।
চলেছে পথখানি কোথায় নাহি জানি,
কে জানে কত শত নূতন দেশে।

হায় রে রাজধানী পাষাণ-কায়া!
বিরাট মুঠিতলে চাপিছে দৃঢ়বলে,
ব্যাকুল বালিকারে নাহিক মায়া!
কোথা সে খোলা মাঠ, উদার পথ ঘাট,
পাখীর গান কই, বনের ছায়া!

কে যেন চারিদিকে দাঁড়িয়ে আছে ;
খুলিতে নারি মন শুনিবে পাছে !
হেথায় বৃথা কাঁদা, দেয়ালে পেয়ে বাধা
কাঁদন ফিরে আসে আপন কাছে।

আমার আঁখি জল কেহ না বোঝে।
অবাক্ হয়ে সবে কারণ খোঁজে !
"কিছুতে নাহি তোষ, এওত বড় দোষ !
গ্রাম্য বালিকার স্বভাব ওযে !
স্বজন প্রতিবেশী এত যে মেশামেশি,
ও কেন কোণে বসে নয়ন বোজে ?"

কেহ বা দেখে মুখ কেহ বা দেহ ;
কেহ বা ভাল বলে বলে না কেহ।
ফুলের মালাগাছি বিকাতে আসিয়াছি,
পরখ করে সবে, করে না স্নেহ।

কোথায় আছ তুমি কোথায় মাগো !
কেমনে ভুলে তুই আছিস্ হাঁগো !
উঠিলে নব শশী, ছাদের পরে বসি
আর কি রূপকথা বলিবি না গো !

হৃদয়-বেদনায় শূন্য বিছানায়
বুঝি মা আঁখিজলে রজনী জাগো!
কুসুম তুলি লয়ে, প্রভাতে শিবালয়ে
প্রবাসী তনয়ার কুশল মাগো।

হেথাও ওঠে চাঁদ ছাদের পারে,
প্রবেশ মাগে আলো ঘরের দ্বারে।
আমারে খুঁজিতে সে ফিরিছে দেশে দেশে,
যেন সে ভালবেসে চাহে আমারে!
নিমেষ তরে তাই আপনা ভুলি'
ব্যাকুল ছুটে যাই দুয়ার খুলি'।
অমনি চারিধারে নয়ন উঁকি মারে,
শাসন ছুটে আসে ঝটিকা তুলি'।

দেবে না ভালবাসা, দেবে না আলো।
সদাই মনে হয় আঁধার ছায়াময়
দীঘির সেই জল শীতল কালো,
তাহারি কোলে গিয়ে মরণ ভাল!
ডাক্‌লো ডাক্ তোরা, বল্‌লো বল্—
"বেলা যে পড়ে এল, জল্‌কে চল্!"
কবে পড়িবে বেলা, ফুরাবে সব খেলা,

নিবাবে সব জ্বালা শীতল জল,
জানিস্ যদি কেহ আমায় বল্!

ব্যক্ত প্রেম।

কেন তবে কেড়ে নিলে লাজ আবরণ?
হৃদয়ের দ্বার হেনে বাহিরে আনিলে টেনে,
শেষে কি পথের মাঝে করিবে বর্জ্জন?

আপন অন্তরে আমি ছিলাম আপনি,
সংসারের শত কাজে ছিলাম সবার মাঝে,
সকলে যেমন ছিল আমিও তেমনি।

লুকান প্রাণের প্রেম পবিত্র সে কত,
আঁধার হৃদয় তলে মাণিকের মত জ্বলে,
আলোতে দেখায় কালো কলঙ্কের মত!

ভাঙ্গিয়া দেখিলে ছিছি নারীর হৃদয়!
লাজে ভয়ে থরথর ভালবাসা সকাতর
তার লুকাবার ঠাঁই কাড়িলে নিদয়!

সবাই যেমন ছিল, আছে অবিকল ;
সেই তারা কাঁদে হাসে কাজ করে, ভালবাসে,
করে পূজা, জ্বালে দীপ, তুলে আনে জল।

কেহ উঁকি মারে নাই তাহাদের প্রাণে,
ভাঙিয়া দেখেনি কেহ হৃদয়-গোপন-গেহ,
আপন মরম তারা আপনি না জানে।

আমি আজ ছিন্ন ফুল রাজপথে পড়ি,'
পল্লবের সুচিকণ ছায়াস্নিগ্ধ আবরণ
তেয়াগি' ধূলায় হায় যাই গড়াগড়ি।

নিতান্ত ব্যথার ব্যথী ভালবাসা দিয়ে
সযতনে চিরকাল রচি' দিবে অন্তরাল
নগ্ন করেছিনু প্রাণ সেই আশা নিয়ে।

মুখ ফিরাতেছ, সখা, আজ কি বলিয়া!
ভুল করে এসেছিলে? ভুলে ভাল বেসেছিলে?
ভুল ভেঙে গেছে তাই যেতেছ চলিয়া?

তুমি ত ফিরিয়া যাবে আজ বই কাল,
আমার যে ফিরিবার পথ রাখ নাই আর,
ধূলিসাৎ করেছ যে প্রাণের আড়াল।

এ কি নিদারুণ ভুল! নিখিল নিলয়ে
এত শত প্রাণ ফেলে ভুল করে' কেন এলে
অভাগিনী রমণীর গোপন হৃদয়ে!

ভেবে দেখ আনিয়াছ মোরে কোন্ খানে!
শতলক্ষ আঁখিভরা কৌতুক-কঠিন ধরা
চেয়ে রবে অনাবৃত কলঙ্কের পানে!

ভালবাসা তাও যদি ফিরে নেবে শেষে,
কেন লজ্জা কেড়ে নিলে, একাকিনী ছেড়ে দিলে
বিশাল ভবের মাঝে বিবসনা-বেশে!

লজ্জিতা।

আমার হৃদয় প্রাণ সকলি করেছি দান,
কেবল সরমখানি রেখেছি!
চাহিয়া নিজের পানে নিশিদিন সাবধানে
সযতনে আপনারে ঢেকেছি।
হে বঁধু, এ স্বচ্ছ বাস করে মোরে পরিহাস,
সতত রাখিতে নারি ধরিয়া,
চাহিয়া আঁখির কোণে তুমি হাস মনে মনে
আমি তাই লাজে যাই মরিয়া!

দক্ষিণ পবন ভরে অঞ্চল উড়িয়া পড়ে,
কখন্ যে, নাহি পারি লখিতে,
পুলক-ব্যাকুল হিয়া অঙ্গে উঠে বিকশিয়া,
আবার চেতনা হয় চকিতে!

বদ্ধ গৃহে করি বাস রুদ্ধ যবে হয় শ্বাস,
আধেক বসনবন্ধ খুলিয়া
বসি গিয়া বাতায়নে সুখসন্ধ্যা-সমীরণে
ক্ষণতরে আপনারে ভুলিয়া;
পূর্ণচন্দ্র-কররাশি মূর্চ্ছাতুর পড়ে আসি
এই নব যৌবনের মুকুলে,
অঙ্গ মোর ভালবেসে ঢেকে দেয় মৃদু হেসে
আপনার লাবণ্যের দুকূলে;
মুখে বক্ষে কেশপাশে ফিরে বায়ু খেলা-আশে,
কুসুমের গন্ধ ভাসে গগনে,
হেন কালে তুমি এলে মনে হয় স্বপ্ন বলে'
কিছু আর নাহি থাকে স্মরণে!

থাক্ বঁধু, দাও ছেড়ে, ও টুকু নিয়ো না কেড়ে,
এ সরম দাও মোরে রাখিতে,

সকলের অবশেষ এই টুকু লাজলেশ,
আপনারে আধ খানি ঢাকিতে!
ছলছল দুনয়ান করিয়ো না অভিমান,
আমিও যে কত নিশি কেঁদেছি,
বুঝাতে পারিনে যেন সব দিয়ে তবু কেন
সবটুকু লাজ দিয়ে বেঁধেছি,
কেন যে তোমার কাছে একটু গোপন আছে,
একটু রয়েছি মুখ হেলায়ে!
এ নহে গো অবিশ্বাস, নহে সখা, পরিহাস,
নহে নহে ছলনার খেলা এ!

বসন্ত-নিশীথে বঁধু লহ গন্ধ, লহ মধু,
সোহাগে মুখের পানে তাকিয়ো!
দিয়ো দোল আশে পাশে, কোয়ো কথা মৃদু ভাষে,
শুধু এর বৃন্তটুকু রাখিয়ো!
সে টুকুতে ভর করি' এমন মাধুরী ধরি'
তোমা পানে আছি আমি ফুটিয়া,
এমন মোহন ভঙ্গে আমার সকল অঙ্গে
নবীন লাবণ্য যায় লুটিয়া,

এমন সকল বেলা পবনে চঞ্চল খেলা,
বসন্ত-কুসুম-মেলা দু'ধারি!
শুন বঁধু, শুন তবে, সকলি তোমার হবে,
কেবল সরম থাক্ আমারি!

গুপ্ত প্রেম।

তবে পরাণে ভালবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধি হে!
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া,
পূজিব তারে গিয়া কি দিয়ে!

মনে গোপনে থাকে প্রেম, যায় না দেখা,
কুসুম দেয় তাই দেবতায়।
দাঁড়ায়ে থাকি দ্বারে, চাহিয়া দেখি তারে,
কি বলে' আপনারে দিব তা'য়!

ভাল বাসিলে ভাল যারে দেখিতে হয়
সে যেন পারে ভাল বাসিতে।

মধুর হাসি তার দিক্ সে উপহার
মাধুরী ফুটে যার হাসিতে!

যত গোপনে ভালবাসি পরাণ ভরি'
পরাণ ভরি' উঠে শোভাতে।
যেমন কালো মেঘে অরুণ আলো লেগে
মাধুরী উঠে জেগে প্রভাতে।

আমি সে শোভা কাহারে ত দেখাতে নারি,
এ পোড়া দেহ সবে দেখে' যায়।
প্রেম যে চুপে চুপে ফুটিতে চাহে রূপে,
মনেরি কালোকূপে থেকে' যায়।

দেখ, বনের ভালবাসা আঁধারে বসি'
কুসুমে আপনারে বিকাশে'।
তারকা নিজ হিয়া তুলিছে উজলিয়া
আপন আলো দিয়া লিখা সে।

ভবে প্রেমের আঁখি প্রেম কাড়িতে চাহে
মোহন রূপ তাই ধরিছে।
আমি যে আপনায় ফুটাতে পারি নাই
পরাণ কেঁদে তাই মরিছে!

আমি রূপসী নহি, তবু আমারো মনে
প্রেমের রূপ সেত সুমধুর।
ধন সে যতনের শয়ন স্বপনের
করে সে জীবনের তমোদুর।

আমি আমার অপমান সহিতে পারি
প্রেমের সহে না ত অপমান।
অমরাবতী ত্যেজে হৃদয়ে এসেছে যে,
প্রিয়েরো চেয়ে সে যে মহীয়ান্।

পাছে কুরূপ কভু তারে দেখিতে হয়
কুরূপ দেহ মাঝে উদিয়া,
প্রাণের একধারে দেহের পরপারে
তাই ত রাখি তারে রুধিয়া।

তাই সেজনা কাছে এলে পালাই দূরে,
আপন মনআশা দলে' যাই,
পাছে সে মোরে দেখে' থমকি' বলে "এ কে!"
ছ' হাতে মুখ ঢেকে চলে যাই।

পাছে নয়নে বচনে সে বুঝিতে পারে
আমার জীবনের কাহিনী,
পাছে সে মনে ভানে "এও কি প্রেম জানে!
আমি ত এর পানে চাহিনি!"

তবে পরাণে ভালবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধি হে!
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া
পূজিব তারে গিয়া কি দিয়ে!

মানসী।

শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী!
পুরুষ গড়িছে তোরে সৌন্দর্য্য সঞ্চারি'
আপন অন্তর হতে। বসি কবিগণ
সোনার উপমাসূত্রে বুনিছে বসন।
সঁপিয়া তোমার পরে নূতন মহিমা
অমর করিছে শিল্পী তোমার প্রতিমা।
কত বর্ণ কত গন্ধ ভূষণ কত না,
সিন্ধু হতে মুক্তা আসে খণি হতে সোনা,

বসন্তের বন হতে আসে পুষ্পভার,
চরণ রাঙাতে কীট দেয় প্রাণ তার।
লজ্জা দিয়ে, সজ্জা দিয়ে, দিয়ে আবরণ,
তোমারে দুর্লভ করি' করেছে গোপন।
পড়েছে তোমার পরে প্রদীপ্ত বাসনা,
অর্দ্ধেক মানবী তুমি অর্দ্ধেক কল্পনা।

নারী।

তুমি এ মনের সৃষ্টি তাই মনোমাঝে
এমন সহজে তব প্রতিমা বিরাজে।
যখন তোমারে হেরি জগতের তীরে
মনে হয় মন হতে এসেছ বাহিরে।
যখন তোমারে দেখি মনোমাঝখানে
মনে হয় জন্ম জন্ম আছ এ পরাণে!
মানসী রূপিণী তুমি তাই দিশে দিশে
সকল সৌন্দর্য্যসাথে যাও মিলে মিশে।
চন্দ্রে তব মুখ-শোভা, মুখে চন্দ্রোদয়,
নিখিলের সাথে তব নিত্য বিনিময়।

মনের অনন্ত তৃষ্ণা মরে বিশ্ব ঘুরি',
মিশায় তোমার সাথে নিখিল মাধুরী।
তার পরে মনগড়া দেবতারে, মন
ইহকাল পরকাল করে সমর্পণ।

প্রিয়া।

শতবার ধিক্ আজি আমারে, সুন্দরী,
তোমারে হেরিতে চাহি এত ক্ষুদ্র করি।
তোমার মহিমা জ্যোতি তব মূর্ত্তি হতে
আমার অন্তরে পড়ি ছড়ায় জগতে।
যখন তোমার পরে পড়েনি নয়ন
জগৎ-লক্ষ্মীর দেখা পাইনি তখন।
স্বর্গের অঞ্জন তুমি মাখাইলে চোখে,
তুমি মোরে রেখে গেছ অনন্ত এ লোকে।
এ নীল আকাশ এত লাগিত কি ভালো,
যদি না পড়িত মনে তব মুখ আলো?
অপরূপ মায়াবলে তব হাসি গান
বিশ্বমাঝে লভিয়াছে শত শত প্রাণ।

তুমি এলে আগে আগে দীপ লয়ে করে,
তব পাছে পাছে বিশ্ব পশিল অন্তরে।

ধ্যান।

যত ভালবাসি, যত হেরি বড় করে'
তত, প্রিয়তমে, আমি সত্য হেরি তোরে।
যত অল্প করি তোরে, তত অল্প জানি,
কখনো হারায়ে ফেলি, কভু মনে আনি।
আজি এ বসন্ত দিনে বিকশিতমন
হেরিতেছি আমি এক অপূর্ব্ব স্বপন ;—
যেন এ জগৎ নাহি, কিছু নাহি আর,
যেন শুধু আছে এক মহা পারাবার।
নাহি দিন নাহি রাত্রি নাহি দণ্ড পল,
প্রলয়ের জলরাশি স্তব্ধ অচঞ্চল।
যেন তারি মাঝখানে পূর্ণ বিকাশিয়া
একমাত্র পদ্ম তুমি রয়েছ ভাসিয়া।
নিত্যকাল মহাপ্রেমে বসি' বিশ্বভূপ
তোমামাঝে হেরিছেন আত্মপ্রতিরূপ।

পতিতা।

ধন্য তোমারে হে রাজমন্ত্রী,
চরণপদ্মে নমস্কার!
লও ফিরে তব স্বর্ণমুদ্রা,
লও ফিরে তব পুরস্কার!
ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিরে ভুলাতে
পাঠাইলে বনে যে কয়জনা
সাজায়ে যতনে ভূষণে রতনে,—
আমি তারি এক বারাঙ্গনা।
দেবতা ঘুমালে আমাদের দিন,
দেবতা জাগিলে মোদের রাতি,
ধরার নরক-সিংহদুয়ারে
জ্বালাই আমরা সন্ধ্যাবাতি।
তুমি অমাত্য রাজ-সভাসদ
তোমার ব্যবসা ঘৃণ্যতর,
সিংহাসনের আড়ালে বসিয়া
মানুষের ফাঁদে মানুষ ধর!
আমি কি তোমার গুপ্ত অস্ত্র?
হৃদয় বলিয়া কিছু কি নেই?

ছেড়েছি ধরম, তা বলে ধরম
ছেড়েছে কি মোরে একেবারেই !
নাহিক করম, লজ্জা সরম,
জানিনে জনমে সতীর প্রথা,
তা বলে নারীর নারীত্বটুকু
ভুলে যাওয়া, সে কি কথার কথা !
সে যে তপোবন, স্বচ্ছ পবন,
অদূরে সুনীল শৈলমালা,
কলগান করে পুণ্য তটিনী,
সে কি নগরীর নাট্যশালা !
মনে হল সেথা অন্তর গ্লানি
বুকের বাহিরে বাহিরি' আসে !—
ওগো বনভূমি মোরে ঢাক তুমি
নবনির্ম্মল শ্যামল বাসে !
অয়ি উজ্জ্বল উদার আকাশ
লজ্জিত জনে করুণা করে
তোমার সহজ অমলতাখানি
শতপাকে ঘেরি পরাও মোরে !
স্থান আমাদের রুদ্ধ নিলয়ে
প্রদীপের পীত আলোক জ্বালা',

যেথায় ব্যাকুল বদ্ধ বাতাস
ফেলে নিশ্বাস হুতাশ-ঢালা'।
রতন নিকরে কিরণ ঠিকরে,
মুকুতা ঝলকে অলকপাশে,
মদির-শীকর-সিক্ত আকাশ
ঘন হয়ে যেন ঘেরিয়া আসে!
মোরা গাঁথা মালা প্রমোদ-রাতের,
গেলে প্রভাতের পুষ্পবনে
লাজে ম্লান হয়ে মরে ঝরে যাই,
মিশাবারে চাই মাটির সনে!
তবু তবু ওগো কুসুম-ভগিনী
এবার বুঝিতে পেরেছি মনে
ছিল ঢাকা সেই বনের গন্ধ
অগোচরে কোন্ প্রাণের কোণে!

সে দিন নদীর নিকষে অরুণ
আঁকিল প্রথম সোনার লেখা;
স্নানের লাগিয়া তরুণ তাপস
নদীতীরে ধীরে দিলেন দেখা।

পিঙ্গল জটা ঝলিছে ললাটে
পূর্ব্ব অচলে উষার মত,
তনু দেহ খানি জ্যোতির লতিকা
জড়িত স্নিগ্ধ তড়িৎ শত!
মনে হল মোর নব-জনমের
উদয়শৈল উজল করি'
শিশির-ধৌত পরম প্রভাত
উদিল নবীন জীবন ভরি'!
তরুণীরা মিলি তরণী বাহিয়া
পঞ্চমস্বরে ধরিল গান,
ঋষির কুমার মোহিত চকিত
মৃগশিশুসম পাতিল কান!
সহসা সকলে ঝাঁপ দিয়া জলে
মুনি-বালকেরে ফেলিয়া ফাঁদে
ভুজে ভুজে বাঁধি ঘিরিয়া ঘিরিয়া
নৃত্য করিল বিবিধ ছাঁদে।
নূপুরে নূপুরে দ্রুত তালে তালে
নদী জলতলে বাজিল শিলা,
ভগবান ভানু রক্ত-নয়নে
হেরিলা নিলাজ নিঠুর লীলা।

প্রথমে চকিত দেবশিশু সম
চাহিলা কুমার কৌতূহলে,—
কোথা হতে যেন অজানা আলোক
পড়িল তাঁহার পথের তলে!
দেখিতে দেখিতে ভক্তি-কিরণ
দীপ্তি সঁপিল শুভ্র ভালে,—
দেবতার কোন্ নূতন প্রকাশ
হেরিলেন আজি প্রভাতকালে!
বিমল বিশাল বিস্মিত চোখে
দুটি শুকতারা উঠিল ফুটি',
বন্দনা-গান রচিলা কুমার
যোড় করি কর-কমল দুটি!
করুণ কিশোর কোকিল কণ্ঠে
সুধার উৎস পড়িল টুটে,
স্থির তপোবন শান্তি মগন
পাতায় পাতায় শিহরি উঠে!
যে গাথা গাহিলা সে কখনো আর
হয় নি রচিত নারীর তরে,
সে শুধু শুনেছে নির্ম্মলা উষা
নির্জ্জন গিরিশিখর পরে!

সে শুধু শুনেছে নীরব সন্ধ্যা
নীল নির্ব্বাক্ সিন্ধুতলে,
শুনে গলে যায় আর্দ্র হৃদয়
শিশির শীতল অশ্রুজলে!

হাসিয়া উঠিল পিশাচীর দল
অঞ্চলতল অধরে চাপি'।
ঈষৎ ত্রাসের তড়িৎ-চমক
ঋষির নয়নে উঠিল কাঁপি!
ব্যথিত চিত্তে ত্বরিত চরণে
করযোড়ে পাশে দাঁড়ানু আসি,
কহিনু "হে মোর প্রভু তপোধন
চরণে আগত অধম দাসী।"
তীরে লয়ে তাঁরে, সিক্ত অঙ্গ
মুছানু আপন পট্টবাসে।
জানু পাতি বসি যুগল চরণ
মুছিয়া লইনু এ কেশপাশে!
তার পরে মুখ তুলিয়া চাহিনু
ঊর্দ্ধমুখীন ফুলের মত,—

তাপস কুমার চাহিলা, আমার
মুখপানে করি বদন নত।
প্রথম রমণী-দরশ-মুগ্ধ
সে দুটি সরল নয়ন হেরি'
হৃদয়ে আমার নারীর মহিমা
বাজায়ে উঠিল বিজয়ভেরী।
ধন্যরে আমি, ধন্য বিধাতা
সৃজেছ আমারে রমণী করি!
তাঁব দেহময় উঠে মোর জয়,
উঠে জয় তাঁর নয়ন ভরি।
জননীর স্নেহ রমণীর দয়া
কুমারীর নব নীরব প্রীতি
আমার হৃদয় বীণার তন্ত্রে
বাজায়ে তুলিল মিলিত গীতি!

কহিলা কুমার চাহি মোর মুখে—
"কোন্ দেব আজি আনিলে দিবা!
তোমাব পরশ অমৃত-সরস,
তোমার নয়নে দিব্যবিভা!"

হেসোনা মন্ত্রী হেসো না হেসো না,
ব্যথায় বিঁধোনা ছুরির ধার,
ধূলিলুণ্ঠিতা অবমানিতারে
অবমান তুমি কোরো না আর!
মধুবাতে কত মুগ্ধহৃদয়
স্বর্গ মেনেছে এ দেহখানি,—
তখন শুনেছি বহু চাটুকথা,
শুনিনি এমন সত্যবাণী!
সত্য কথা এ, কহিনু আবার,
স্পর্দ্ধা আমার কভু এ নহে,—
ঋষির নয়ন মিথ্যা হেরে না,
ঋষির রসনা মিছে না কহে।
বৃদ্ধ, বিষয় বিষ-জর্জ্জর,
হেরিছ বিশ্ব দ্বিধার ভাবে,
নগরীর ধূলি লেগেছে নয়নে,
আমারে কি তুমি দেখিতে পাবে?
আমিও দেবতা, ঋষির আঁখিতে
এনেছি বহিয়া নূতন দিবা,
অমৃত সরস আমার পরশ,
আমার নয়নে দিব্য বিভা!

আমি শুধু নহি সেবার রমণী
　　মিটাতে তোমার লালসা-ক্ষুধা !
তুমি যদি দিতে পূজার অর্ঘ্য
　　আমি সঁপিতাম স্বর্গসুধা !
দেবতারে মোর কেহ ত চাহেনি,
　　নিয়ে গেল সবে মাটির ঢেলা,
দূর দুর্গম মনোবনবাসে
　　পাঠাইল তাঁরে করিয়া হেলা !
সেইখানে এল আমার তাপস,
　　সেই পথহীন বিজন গেহ,—
স্তব্ধ নীরব গহন গভীর
　　যেথা কোন দিন আসেনি কেহ !
সাধকবিহীন একক দেবতা
　　ঘুমাতেছিলেন সাগরকূলে,—
ঋষির বালক পুলকে তাঁহারে
　　পূজিলা প্রথম পূজার ফুলে !
আনন্দে মোর দেবতা জাগিল,
　　জাগে আনন্দ ভকত-প্রাণে,—
এ বারতা মোর দেবতা তাপস
　　দোঁহে ছাড়া আর কেহ না জানে !

কহিলা কুমার চাহি মোর মুখে
"আনন্দময়ী মূরতি তুমি,
ফুটে আনন্দ বাহুতে তোমার,
ছুটে আনন্দ চরণ চুমি' !"
শুনি সে বচন, হেরি সে নয়ন,
দুই চোখে মোর ঝরিল বারি।
নিমেষে ধৌত নির্ম্মল রূপে
বাহিরিয়া এল কুমারী নারী।
বহুদিন মোর প্রমোদ-নিশীথে
যত শত দীপ জ্বলিয়াছিল—
দূর হতে দূরে,—এক নিঃশ্বাসে
কে যেন সকলি নিবায়ে দিল !
প্রভাত-অরুণ ভা'য়ের মতন
সঁপি' দিল কর আমার কেশে,
আপনার করি নিল পলকেই
মোরে তপোবন-পবন এসে।
মিথ্যা তোমার জটিল বুদ্ধি,
বৃদ্ধ, তোমার হাসিরে ধিক্ !
চিত্ত তাহার আপনার কথা
আপন মর্ম্মে ফিরায়ে নিক্ !

তোমার পামরী পাপিনীর দল
তারাও অমনি হাসিল হাসি,—
আবেশে বিলাসে ছলনার পাশে
চারিদিক্ হতে ঘেরিল আসি!
বসনাঞ্চল লুটায় ভূতলে,
বেণী খসি পড়ে কবরী টুটি',
ফুল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারিল কুমারে
লীলায়িত করি হস্ত দুটি।
হে মোর অমল কিশোর তাপস
কোথায় তোমারে আড়ালে রাখি!
আমার কাতর অন্তর দিয়ে
ঢাকিবারে চাই তোমার আঁখি!
হে মোর প্রভাত, তোমারে ঘেরিয়া
পারিতাম যদি দিতাম টানি'
উষার রক্ত মেঘের মতন
আমার দীপ্ত সরমখানি!
ও আহুতি তুমি নিয়োনা নিয়োনা
হে মোর অনল, তপের নিধি,
আমি হয়ে ছাই তোমারে লুকাই
এমন ক্ষমতা দিল না বিধি!

ধিক্ রমণীরে ধিক্ শতবার,
হতলাজ বিধি তোমারে ধিক্ !
রমণীজাতির ধিক্কার গানে
ধ্বনিয়া উঠিল সকল দিক্ !
ব্যাকুল সরমে অসহ ব্যথায়
লুটায়ে ছিন্নলতিকাসমা
কহিনু তাপসে—"পুণ্যচরিত,
পাতকিনীদের করিয়ো ক্ষমা !
আমারে ক্ষমিয়ো, আমারে ক্ষমিয়ো,
আমারে ক্ষমিয়ো করুণানিধি !"
হরিণীর মত ছুটে চলে এনু
সরমের শর মর্ম্মে বিধি !
কাঁদিয়া কহিনু কাতরকণ্ঠে
"আমারে ক্ষমিয়ো পুণ্যরাশি !"
চপলভঙ্গে লুটায়ে রঙ্গে
পিশাচীরা পিছে উঠিল হাসি !
ফেলি দিল ফুল মাথায় আমার
তপোবন-তরু করুণা মানি,
দূর হতে কানে বাজিতে লাগিল
বাঁশির মতন মধুর বাণী,—

"আনন্দময়ী মুরতি তোমার,
কোন্ দেব তুমি আনিলে দিবা!
অমৃতসরস তোমার পরশ,
তোমার নয়নে দিব্য বিভা!"
দেবতারে তুমি দেখেছ, তোমার
সরল নয়ন করেনি ভুল।
দাও মোর মাথে, নিয়ে যাই সাথে
তোমার হাতের পূজার ফুল!
তোমার পূজার গন্ধ আমার
মনোমন্দির ভরিয়া রবে—
সেথায় দুয়ার রুধিনু এবার,
যতদিন বেঁচে রহিব ভবে!
মন্ত্রী, আবার সেই বাঁকা হাসি!
না হয় দেবতা আমাতে নাই—
মাটি দিয়ে তবু গড়েত প্রতিমা,
সাধকেরা পূজা করে ত তাই!
একদিন তার পূজা হয়ে গেলে
চিরদিন তার বিসর্জ্জন,
খেলার পুতলি করিয়া তাহারে
আর কি পূজিবে পৌরজন?

পূজা যদি মোর হয়ে থাকে শেষ
হয়ে গেছে শেষ আমার খেলা।
দেবতার লীলা করি সমাপন
জলে ঝাঁপ দিবে মাটির ঢেলা!
হাস হাস তুমি হে রাজমন্ত্রী
লয়ে আপনার অহঙ্কার—
ফিরে লও তব স্বর্ণমুদ্রা
ফিরে লও তব পুরস্কার!
বহু কথা বৃথা বলেছি তোমায়
তা লাগি হৃদয় ব্যথিছে মোরে!
অধম নারীর একটি বচন
রেখো হে প্রাজ্ঞ স্মরণ করে,
বুদ্ধির বলে সকলি বুঝেছ,
দুয়েকটি বাকি রয়েছে তবু,
দৈবে যাহারে সহসা বুঝায়
সে ছাড়া সে কেহ বোঝে না কভু!

গৃহলক্ষ্মী।

যদি ইচ্ছা কর তবে কটাক্ষে, হে নারী,
কবির বিচিত্র গান নিতে পার কাড়ি'
আপন চরণপ্রান্তে; তুমি মুগ্ধ চিতে
মগ্ন আছ আপনার গৃহের সঙ্গীতে!
স্তবে তব নাহি কান, তাই স্তব করি,
তাই আমি ভক্ত তব! অনিন্দ্যসুন্দরী,
ভুবন তোমারে পূজে, জেনেও জাননা;
ভক্তদাসীসম তুমি কর আরাধনা
খ্যাতিহীন প্রিয়জনে! রাজমহিমারে
যে কর-পরশে তব পার করিবারে
দ্বিগুণ মহিমান্বিত, সে সুন্দর করে
ধূলি ঝাঁট দাও তুমি আপনার ঘরে!
সেই ত মহিমা তব, সেই ত গরিমা,
সকল মাধুর্য্য চেয়ে তারি মধুরিমা!

কল্যাণী।

বিরল তোমার ভবনখানি
   পুষ্পকানন মাঝে,
হে কল্যাণী নিত্য আছ
   আপন গৃহকাজে!
বাইরে তোমার আম্রশাখে
স্নিগ্ধরবে কোকিল ডাকে,
ঘরে শিশুর কলধ্বনি
   আকুল হর্ষভরে।
      সর্ব্বশেষের গানটি আমার
         আছে তোমার তরে!

প্রভাত আসে তোমার দ্বারে,
   পূজার সাজি ভরি;
সন্ধ্যা আসে সন্ধ্যারতির
   বরণডালা ধরি।
সদা তোমার ঘরের মাঝে
নীরব একটা শঙ্খ বাজে,

কাঁকণ দুটীর মঙ্গল গীত
উঠে মধুর স্বরে।
সর্ব্বশেষের গানটি আমার
আছে তোমার তরে!

রূপসীরা তোমার পায়ে
রাখে পূজার থালা,
বিদুষীরা তোমার গলায়
পরায় বরমালা।
ভালে তোমার আছে লেখা
পুণ্যধামের রশ্মিরেখা,
সুধাস্নিগ্ধ হৃদয়খানি
হাসে চোখের পরে।
সর্ব্বশেষের গানটী আমার
আছে তোমার তরে!

তোমার নাহি শীতবসন্ত
জরা কি যৌবন।
সর্ব্বঋতু সর্ব্বকালে
তোমার সিংহাসন!

নিভেনাক প্রদীপ তব,
পুষ্প তোমার নিত্যনব,
অচলা শ্রী তোমায় ঘেরি
চির বিরাজ করে।
সর্ব্বশেষের গানটী আমার
আছে তোমার তরে!

নদীর মত এসেছিলে
গিরিশিখর হতে
নদীর মত সাগরপানে
চল অবাধ স্রোতে।
একটী গৃহে পড়চে লেখা
সেই প্রবাহের গভীর রেখা,
দীপ্ত শিরে পুণ্যশীতল
তীর্থ সলিল ঝরে!
সর্ব্বশেষের গানটী আমার
আছে তোমার তরে।

তোমার শান্তি পান্থজনে
ডাকে গৃহের পানে!

তোমার প্রীতি ছিন্ন জীবন
গেঁথে গেঁথে আনে।
আমার কাব্যকুঞ্জবনে
কত অধীর সমীরণে
কত যে ফুল, কত আকুল
মুকুল খসে' পড়ে!
সর্ব্বশেষের শ্রেষ্ঠ যে গান
আছে তোমার তরে!

কল্পনা।

মোর কিছু ধন আছে সংসারে,
বাকি সব ধন স্বপনে,
নিভৃত স্বপনে!
ওগো কোথা মোর আশার অতীত,
ওগো কোথা তুমি পরশ-চকিত,
কোথা গো স্বপনবিহারী!
তুমি এস এস গভীর গোপনে,
এস গো নিবিড় নীরব চরণে,
বসনে প্রদীপ নিবারি,
এস'গো গোপনে!
মোর কিছু ধন আছে সংসারে
বাকি সব আছে স্বপনে
নিভৃত স্বপনে!

রাজপথ দিয়ে আসিয়োনা তুমি,
পথ ভরিয়াছে আলোকে,
প্রখর আলোকে!
সবার অজানা, হে মোর বিদেশী,
তোমারে না যেন দেখে প্রতিবেশী,
হে মোর স্বপনবিহারী!
তোমারে চিনিব প্রাণের পুলকে,
চিনিব সজল আঁখির পলকে,
চিনিব বিরলে নেহারি'
পরম পুলকে।
এস প্রদোষের ছায়াতল দিয়ে,
এসোনা পথের আলোকে
প্রখর আলোকে!

কল্পনা।

স্বপ্ন।

স্তব্ধ বাদুড়ের মত জড়ায়ে অযুত শাখা
দলে দলে অন্ধকার ঘুমায় মুদিয়া পাখা।
আকাশের পানে চেয়ে জাগিয়া রয়েছি বসি,
মাঝে মাঝে দুয়েকটি তারা পড়িতেছে খসি।

আজি এই রজনীতে অচেতন চারিধার।
এই আবরণ ঘোর ভেদ করি মন মোর,
স্বপনের রাজ্যমাঝে দাঁড়া দেখি একবার।
কি যে যায় কি যে আসে, চারি দিকে আশেপাশে;
কেহ কাঁদে কেহ হাসে, কেহ থাকে কেহ যায়,
মিশিতেছে, ফুটিতেছে, গড়িতেছে, টুটিতেছে,
অবিশ্রাম লুকাচুরি—আঁখি না সন্ধান পায়!
কত আলো কত ছায়া, কত আশা, কত মায়া,

কত ভয়, কত শোক, কত কি যে কোলাহল,
কত পশু কত পাখী, কত মানুষের দল!

আমি যদি হইতাম স্বপন বাসনাময়!
কত বেশ ধরিতাম কত দেশ ভ্রমিতাম,
বেড়াতাম সাঁতারিয়া ঘুমের সাগরময়!
নীরব চন্দ্রমা তারা, নীরব আকাশ ধরা,
প্রাণে প্রাণে রচিতাম কত আশা কত ভয়!

ওরে স্বপ্ন, আমি যদি স্বপন হতেম হায়,
যাইতাম তার প্রাণে, যে মোরে ফিরে না চায়!
প্রাণে তার ভ্রমিতাম, প্রাণে তার গাহিতাম,
প্রাণে তার খেলাতেম অবিরাম নিশি নিশি!
যেমনি প্রভাত হত আলোকে যেতাম মিশি!
দিবসে আমার কাছে কভু সে খোলে না প্রাণ,
শোনে না আমার কথা, বোঝে না আমার গান,
মায়ামন্ত্রে প্রাণ তার গোপনে দিতাম খুলি,
বুঝায়ে দিতেম তারে এই মোর গান গুলি!
পর দিন দিবসেতে যাইতাম কাছে তার,
তা'হলে কি মুখপানে চাহিত না একবার?

মধ্যাহ্নে।

হের ওই বাড়িতেছে বেলা,
বসে' আমি রয়েছি একেলা।
ওই হোথা যায় দেখা, সুদূরে বনের রেখা
মিশেছে আকাশ নীলিমায়।
দিক্ হ'তে দিগন্তরে মাঠ শুধু ধুধু করে,
বায়ু কোথা বহে' চলে যায়!
সুদূর মাঠের পারে গ্রামখানি এক ধারে
গাছ দিয়ে ছায়া দিয়ে ঘেরা,
বনের মাথার পর বুলাইয়া ছায়াকর
ভেসে চলে কোথায় মেঘেরা!
মধুর উদাস প্রাণে চাই চারিদিক্ পানে,
স্তব্ধ সব ছবির মতন,
সব যেন চারিধারে অবশ আলস ভারে
স্বর্ণময় মায়ায় মগন!
শুধু অতি মৃদুস্বরে গুন্ গুন্ গান করে
যেন সব ঘুমন্ত ভ্রমর,
যেন মধু খেতে খেতে ঘুমিয়েছে কুসুমেতে
মরিয়া এসেছে কণ্ঠস্বর!

আনমনে ধীরি ধীরি বেড়াতেছি ফিরি ফিরি,
ঘুমঘোর ছায়ায় ছায়ায়,
কোথা যাব কোথা যাই সে কথা যে মনে নাই,
ভুলে আছি মধুর মায়ায়!

বুঝি রে এমনি বেলা ছায়ায় করিত খেলা
তপোবনে ঋষি-বালিকারা,
পরিয়া বাকল বাস, মুখেতে বিমল হাস
বনে বনে বেড়াইত তারা।
হরিণ-শিশুরা এসে কাছেতে বসিত ঘেঁসে
মালিনী বহিত পদতলে,
দু'চারি সখীতে মেলি কথা কয় হাসি খেলি
তরুতলে বসি কুতূহলে।
কারো কোলে কারো মাথা, সরল প্রাণের কথা
নিরালায় কহে প্রাণ খুলি,
লুকিয়ে গাছের আড়ে সাধ যায় শুনিবারে
কি কথা কহিছে মেয়ে গুলি!
ওই দূর বনচ্ছায়া ও যে কি, জানে রে মায়া,
ও যেন রে রেখেছে লুকায়ে

সেই স্নিগ্ধ তপোবন চিরফুল্ল তরুগণ,
হরিণশাবক তরু-ছায়ে!
হোথায় মালিনী নদী বহে যেন নিরবধি,
ঋষিকন্যা কুটীরের মাঝে,
কভু বসি' তরুতলে স্নেহে তারে ভাই বলে,
ফুলটি ঝরিলে ব্যথা বাজে।
কত ছবি মনে আসে, পরাণের আশে পাশে
কল্পনা কত যে করে খেলা,
বাতাস লাগায়ে গায়ে বসিয়া তরুর ছায়ে
কেমনে কাটিয়া যায় বেলা।

পোড়ো বাড়ি।

চারিদিকে কেহ নাই, একা ভাঙা বাড়ি
সন্ধেবেলা ছাদে বসে' ডাকিতেছে কাক,
নিবিড় আঁধার, মুখ বাড়ায়ে র'য়েছে
যেথা আছে ভাঙা ভাঙা প্রাচীরের ফাঁক!
পড়েছে সন্ধ্যার ছায়া অশথের গাছে,
থেকে থেকে শাখা তার উঠিছে নড়িয়া,

ভগ্ন শুষ্ক দীর্ঘ শীর্ণ দেবদারু তরু
হেলিয়া ভিত্তির পরে রয়েছে পড়িয়া!
আকাশেতে উঠিয়াছে আধখানি চাঁদ,
তাকায় চাঁদের পানে গৃহের আঁধার,
প্রাঙ্গনে করিয়া মেলা ঊর্দ্ধমুখ হ'য়ে
চন্দ্রালোকে শৃগালেরা করিছে চীৎকার!

শুধাইরে, ওই তোর ঘোর স্তব্ধ ঘরে
কখনো কি হয়েছিল বিবাহ উৎসব?
কোনো রজনীতে কি রে ফুল্ল দীপালোকে
উঠেছিল প্রমোদের নৃত্যগীত রব?
হোথায় কি প্রতিদিন সন্ধ্যা হ'য়ে এলে
তরুণীরা সন্ধ্যাদীপ জ্বালাইয়া দিত?
মায়ের কোলেতে শুয়ে চাঁদেরে দেখিয়া
শিশুটি তুলিয়া হাত ধরিতে চাহিত?
বালকেরা বেড়াত কি কোলাহল করি?
আঙিনায় খেলিত কি কোন ভাই বোন্?
মিলে মিশে স্নেহে প্রেমে আনন্দে উল্লাসে
প্রতি দিবসের কাজ হ'ত সমাপন?
কোন্ ঘরে কে ছিল রে! সে কি মনে আছে?

কোথায় হাসিত বধূ সরমের হাস,
বিরহিণী কোন্ ঘরে কোন্ বাতায়নে
রজনীতে একা বসে ফেলিত নিশ্বাস ?
যে দিন শিয়রে তোর অশথের গাছ
নিশীথের বাতাসেতে করে মর্ মর,
ভাঙা জানালার কাছে পশে অতি ধীরে
জাহ্নবীর তরঙ্গের দূর কলস্বর—
সে রাত্রে কি তাদের আবার পড়ে মনে
সেই সব ছেলেদের সেই কচি মুখ,
কত স্নেহময়ী মাতা, তরুণ তরুণী,
কত নিমেষের কত ক্ষুদ্র সুখ দুখ ?
মনে পড়ে সেই সব হাসি আর গান,
মনে পড়ে—কোথা তারা, কোথা অবসান !

——

উপকথা।

মেঘের আড়ালে বেলা কখন্ যে যায়,
বৃষ্টি পড়ে সারাদিন থামিতে না চায়।

আর্দ্র-পাখা পাখীগুলি   গীতগান গেছে ভুলি,
নিস্তব্ধে ভিজিছে তরুলতা।
বসিয়া আঁধার ঘরে   বরষার ঝরঝরে
মনে পড়ে কত উপকথা!
কভু মনে লয় হেন   এ সব কাহিনী যেন
সত্য ছিল নবীন জগতে।
উড়ন্ত মেঘের মত   ঘটনা ঘটিত কত,
সংসার উড়িত মনোরথে।
রাজপুত্র অবহেলে   কোন্ দেশে যেত চলে,
কত নদী কত সিন্ধু পার!
সরোবর ঘাট আলা   মণি হাতে নাগবালা
বসিয়া বাঁধিত কেশ ভার।
সিন্ধুতীরে কতদূরে   কোন্ রাক্ষসের পুরে
ঘুমাইত রাজার ঝিয়ারি।
হাসি তার মণিকণা   কেহ তাহা দেখিত না,
মুকুতা ঢালিত অশ্রুবারি।
সাত ভাই একত্তরে   চাঁপা হয়ে ফুটিত রে
এক বোন ফুটিত পারুল।
সম্ভব কি অসম্ভব   একত্রে আছিল সব
দুটি ভাই সত্য আর ভুল।

বিশ্ব নাহি ছিল বাঁধা　　না ছিল কঠিন বাধা
নাহি ছিল বিধির বিধান,
হাসি কান্না লঘুকায়া　　শরতের আলো ছায়া
কেবল সে ছুঁয়ে যেত প্রাণ।
আজি ফুরায়েছে বেলা,　জগতের ছেলেখেলা,
গেছে আলো-আঁধারের দিন।
আর ত নাইরে ছুটি　　মেঘরাজ্য গেছে টুটি,
পদে পদে নিয়ম-অধীন।
মধ্যাহ্নে রবির দাপে　বাহিরে কে রবে তাপে
আলয় গড়িতে সবে চায়।
যবে হায় প্রাণপণ　　করে তাহা সমাপন
খেলারই মতন ভেঙে যায়!

১৪০০ শাল।

আজি হতে শত বর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি
কৌতূহল ভরে
আজি হতে শতবর্ষ পরে!

আজি নব বসন্তের প্রভাতের আনন্দের
লেশমাত্র ভাগ--
আজিকার কোনো ফুল, বিহঙ্গের কোনো গান,
আজিকার কোনো রক্তরাগ—
অনুরাগে সিক্ত করি পারিব না পাঠাইতে
তোমাদের করে
আজি হতে শতবর্ষ পরে !
তবু তুমি একবার খুলিয়া দক্ষিণ দ্বার
বসি' বাতায়নে
সুদূর দিগন্তে চাহি কল্পনায় অবগাহি'
ভেবে দেখো মনে --
এক দিন শতবর্ষ আগে
চঞ্চল পুলকরাশি কোন্ স্বর্গ হতে ভাসি'
নিখিলের মর্ম্মে আসি লাগে,—
নবীন ফাল্গুন দিন সকল বন্ধনহীন
উন্মত্ত অধীর—
উড়ায়ে চঞ্চল পাখা পুষ্পরেণুগন্ধমাখা
দক্ষিণ সমীর,—
সহসা আসিয়া ত্বরা রাঙায়ে দিয়েছে ধরা
যৌবনের রাগে

তোমাদের শতবর্ষ আগে!
সে দিন উতলা প্রাণে, হৃদয় মগন গানে
কবি এক জাগে,—
কত কথা, পুষ্পপ্রায় বিকশি' তুলিতে চায়
কত অনুরাগে
একদিন শতবর্ষ আগে!

আজি হত শত বর্ষ পরে
এখন্ করিছে গান সে কোন্ নূতন কবি
তোমাদের ঘরে?
আজিকার বসন্তের আনন্দ অভিবাদন
পাঠায়ে দিলাম তাঁর করে!
আমার বসন্তগান তোমার বসন্ত দিনে
ধ্বনিত হউক্ ক্ষণতরে
হৃদয়-স্পন্দনে তব, ভ্রমর-গুঞ্জনে নব,
পল্লব-মর্ম্মরে
আজি হতে শতবর্ষ পরে।

———

আকাঙ্ক্ষা।

আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে
কি জানি পরাণ কি যে চায়!
ওই শেফালির শাখে কি বলিয়া ডাকে
বিহগ বিহগী কি যে গায়!
আজি মধুর বাতাসে হৃদয় উদাসে
রহে না আবাসে মন হায়!
কোন্ কুসুমের আশে, কোন্ ফুল বাসে
সুনীল আকাশে মন ধায়!

আজি কে যেন গো নাই এ প্রভাতে তাই
জীবন বিফল হয় গো!
তাই চারিদিকে চায় মন কেঁদে গায়
"এ নহে, এ নহে, নয় গো!"
কোন্ স্বপনের দেশে আছে এলোকেশে,
কোন্ ছায়াময়ী অমরায়!
আজি কোন্ উপবনে বিরহবেদনে
আমারি কারণে কেঁদে যায়!

আমি যদি গাঁথি গান অথির পরাণ
সে গান শুনাব কারে আর!

আমি　　যদি গাঁথি মালা লয়ে ফুলডালা
　　　　কাহারে পরাব ফুলহার!
আমি　　আমার এ প্রাণ যদি করি দান
　　　　দিব প্রাণ তবে কার পায়!
সদা　　ভয় হয় মনে পাছে অযতনে
　　　　মনে মনে কেহ ব্যথা পায়!

নিশীথ-স্বপ্ন।

কাল রাতে দেখিনু স্বপন;—
দেবতা-আশিষ সম　　শিয়রে সে বসি মম
মুখে রাখি করুণ নয়ন
কোমল অঙ্গুলি শিরে　　বুলাইছে ধীরে ধীরে
সুধামাখা প্রিয় পরশন—
কাল রাতে হেরিনু স্বপন!
হেরি সেই মুখপানে　　বেদনা ভরিল প্রাণে
দুই চক্ষু জলে ছলছলি'—
বুকভরা অভিমান　　আলোড়িয়া মর্ম্মস্থান
কণ্ঠে যেন উঠিল উছলি।

সে শুধু আকুল চোখে নীরবে গভীর শোকে
শুধাইল—"কি হয়েছে তোর ?"
কি বলিতে গিয়ে প্রাণ ফেটে হল শতখান
তখনি ভাঙিল ঘুমঘোর।

মানস প্রতিমা।

ইমন কল্যাণ।

তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর,
আমার সাধের সাধনা,
মম শূন্য গগন-বিহারী !
আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা ;—
তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম অসীম গগন-বিহারী !

মম হৃদয়-রক্ত-রঞ্জনে, তব
চরণ দিয়েছি রাঙিয়া,
অয়ি সন্ধ্যা-স্বপন-বিহারী !

তব অধর এঁকেচি সুধা বিষে মিশে
মম সুখ দুখ ভাঙিয়া ;
তুমি আমারি যে তুমি আমারি,
মম বিজন-জীবন-বিহারী !

মম মোহের স্বপন-অঞ্জন তব
নয়নে দিয়েছি পরায়ে
অয়ি মুগ্ধ নয়ন-বিহারী।
মম সঙ্গীত তব অঙ্গে অঙ্গে
দিয়েছি জড়ায়ে জড়ায়ে।
তুমি আমারি যে, তুমি আমারি,
মম জীবন-মরণ-বিহারী !

ভরা ভাদরে।

নদী ভরা কূলে কূলে, ক্ষেতে ভরা ধান।
আমি ভাবিতেছি বসে কি গাহিব গান !
কেতকী জলের ধারে ফুটিয়াছে ঝোপে ঝাড়ে,
নিরাকুল ফুলভারে বকুল বাগান।
কানায় কানায় পূর্ণ আমার পরাণ।

ঝিলিমিলি করে পাতা, ঝিকিমিকি আলো
আমি ভাবিতেছি কার আঁখি দুটি কালো!
কদম্বগাছের সার; চিকন পল্লবে তার
গন্ধে ভরা অন্ধকার হয়েছে ঘোরালো।
কারে বলিবারে চাহি কারে বাসি ভালো!

অম্লান-উজ্জ্বল দিন, বৃষ্টি অবসান।
আমি ভাবিতেছি আজি কি করিব দান!
মেঘখণ্ড থরে থরে উদাস বাতাসভরে
নানা ঠাঁই ঘুরে' মরে হতাশ সমান।
সাধ যায় আপনারে করি শত খান্!

দিবস অবশ যেন হয়েছে আলসে।
আমি ভাবি আর কেহ কি ভাবিছে বসে'!
তরুশাখে হেলাফেলা কামিনী ফুলের মেলা,
থেকে থেকে সারাবেলা পড়ে খসে' খসে'।
কি বাঁশি বাজিছে সদা প্রভাতে প্রদোষে!

পাখীর প্রমোদগানে পূর্ণ বনস্থল।
আমি ভাবিতেছি চোখে কেন আসে জল।
দোয়েল দুলায়ে শাখা গাহিছে অমৃতমাখা,

নিভৃত পাতায় ঢাকা কপোত যুগল।
আমারে সকলে মিলে করেছে বিকল!

চিত্রপট।

মায়ায় রয়েছে বাঁধা প্রদোষ আঁধার,
চিত্রপটে সন্ধ্যাতারা অস্ত নাহি যায়!
এলাইয়া ছড়াইয়া গুচ্ছ কেশভার
বাহুতে মাথাটী রেখে রমণী ঘুমায়।
চারিদিকে পৃথিবীতে চির জাগরণ
কে ওরে পাড়ালে ঘুম তারি মাঝখানে!
কোথা হ'তে আহরিয়া নীরব গুঞ্জন
চিরদিন রেখে গেছে ওরি কাণে কাণে।
ছবির আড়ালে কোথা অনন্ত নির্ঝর
নীরব ঝর্ঝর গানে পড়িছে ঝরিয়া।
চিরদিন কাননের নীরব মর্ম্মর।
লজ্জা চিরদিন আছে দাঁড়ায়ে সমুখে,
যেমনি ভাঙিবে ঘুম মরমে মরিয়া
বুকের বসনখানি তুলে দিবে বুকে।

প্রস্তরমূর্ত্তি।

হে নির্ব্বাক্ অচঞ্চল পাষাণ-সুন্দরী,
দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি কত বর্ষ ধরি'
অনম্বরা অনাসক্তা চির একাকিনী
আপন সৌন্দর্য্য ধ্যানে দিবস যামিনী
তপস্যা-মগনা। সংসারের কোলাহল
তোমারে আঘাত করে নিয়ত নিষ্ফল,—
জন্ম মৃত্যু দুঃখ সুখ অস্ত অভ্যুদয়
তরঙ্গিত চারিদিকে চরাচরময়,
তুমি উদাসিনী! মহাকাল পদতলে
মুগ্ধনেত্রে ঊর্দ্ধমুখে রাত্রিদিন বলে
"কথা কও, কথা কও, কথা কও প্রিয়ে,
কথা কও, মৌন বধূ, রয়েছি চাহিয়ে!"
তুমি চির বাক্যহীনা, তব মহাবাণী
পাষাণে আবদ্ধ, ওগো সুন্দরী পাষাণী!

সম্বরণ।

আজকে আমার বেড়া-দেওয়া বাগানে,
বাতাসটি বয় মনের-কথা-জাগানে!

আজকে কেবল বউকথাকও ডাকে
কৃষ্ণচূড়ার পুষ্প-পাগল শাখে,
আমি আছি তরুর তলায় পা মেলি,
সাম্‌নে অশোক টগর চাঁপা চামেলি।
আজকে আমার বেড়া-দেওয়া বাগানে
বাতাসটি বয় মনের-কথা-জাগানে।

এম্‌নিতর বাতাস-বওয়া সকালে
নিজেরে মন হাজারো বার ঠকালে!
নিজেরে হায় চিত্ত-উদাস গানে
উড়িয়ে দিলে অজানিতের পানে,
চিরদিন যা ছিল নিজের দখলে
দিয়ে দিলে পথের পান্থ সকলে!
আজ্‌কে আমার বেড়া-দেওয়া বাগানে
বাতাসটি বয় মনের-কথা-জাগানে!

ভেবেছি তাই আজ্‌কে কিছুই গাবনা,
গানের সঙ্গে গলিয়ে প্রাণের ভাবনা।
আপ্‌না ভুলে ওরে ভাবোন্মাদ,
দিস্‌নে ভেঙে তোর বেদনা-বাঁধ,

মনেব সঙ্গে মনের কথা গাঁথা সে!
গাবনা গান আজ্‌কে দখিন বাতাসে!
আজকে আমার বেড়া-দেওয়া-বাগানে
বাতাসটি বয় মনের-কথা-জাগানে!

নষ্ট স্বপ্ন।

কালকে রাতে মেঘের গরজনে,
রিমিঝিমি বাদল বরিষণে,
ভাব্‌তেছিলাম একা একা—
স্বপ্ন যদি যায়বে দেখা
আসে যেন তাহার মূর্ত্তি ধরে'
বাদ্‌লা রাতে আধেক ঘুমঘোরে!

মাঠে মাঠে বাতাস ফিরে মাতি।
বৃথা স্বপ্নে কাট্‌ল সারারাতি।
হায়রে সত্য কঠিন ভারী,
ইচ্ছামত গড়তে নারি;
স্বপ্নে সেও চলে আপন মতে!
আমি চলি আমাব শূন্যপথে!

কাল্‌কে ছিল এমন ঘন রাত,
আকুল ধারে এমন বারিপাত,
মিথ্যা যদি মধুররূপে
আস্‌ত কাছে চুপে চুপে
তাহা হলে কাহার হত ক্ষতি ?
স্বপ্ন যদি ধরত সে মূরতি ?

স্বপ্ন।

দূরে বহুদূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনী পুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদী পারে
মোর পূর্ব্ব জনমের প্রথমা প্রিয়ারে।
মুখে তার লোধ্ররেণু, লীলাপদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরুবক মাথে,
তনু দেহে রক্তাম্বর নীবীবন্ধে বাঁধা,
চরণে নূপুরখানি বাজে আধা আধা।
বসন্তের দিনে
ফিরেছিনু বহুদূরে পথ চিনে চিনে।

মহাকাল মন্দিরের মাঝে
তখন গম্ভীর মন্দ্রে সন্ধ্যারতি বাজে।
জনশূন্য পণ্যবীথি,—ঊর্দ্ধে যায় দেখা
অন্ধকার হর্ম্ম্যপরে সন্ধ্যারশ্মিরেখা।
প্রিয়ার ভবন
বঙ্কিম সঙ্কীর্ণ পথে দুর্গম নির্জ্জন।
দ্বারে আঁকা শঙ্খ চক্র, তারি দুই ধারে
দুটি শিশু নীপতরু পুত্রস্নেহে বাড়ে।
তোরণের শ্বেতস্তম্ভ পরে
সিংহের গম্ভীর মূর্ত্তি বসি দম্ভভরে!

প্রিয়ার কপোতগুলি ফিরে এল ঘরে,
ময়ুর নিদ্রায় মগ্ন স্বর্ণদণ্ড পরে।
হেন কালে হাতে দীপশিখা
ধীরে ধীরে নামি এল মোর মালবিকা।
দেখা দিল দ্বারপ্রান্তে সোপানের পরে
সন্ধ্যার লক্ষ্মীর মত সন্ধ্যাতারা করে।
অঙ্গের কুঙ্কুমগন্ধ কেশ-ধূপবাস
ফেলিল সর্ব্বাঙ্গে মোর উতলা নিঃশ্বাস।
প্রকাশিল অর্দ্ধচ্যুত বসন-অন্তরে

চন্দনের পত্রলেখা বাম পয়োধরে।
দাঁড়াইল প্রতিমার প্রায়
নগর-গুঞ্জনক্ষান্ত নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়।

মোরে হেরি প্রিয়া
ধীরে ধীরে দীপখানি দ্বারে নামাইয়া
আইল সম্মুখে,—মোর হস্তে হস্ত রাখি
নীরবে সুধাল শুধু, সকরুণ আঁখি,
"হে বন্ধু আছত ভাল?"—মুখে তার চাহি
কথা বলিবারে গেনু—কথা আর নাহি!
সে ভাষা ভুলিয়া গেছি,—নাম দোঁহাকার
দুজনে ভাবিনু কত,—মনে নাহি আর!
দুজনে ভাবিনু কত চাহি দোঁহাপানে,
অঝোরে ঝরিল অশ্রু নিস্পন্দ নয়ানে।

দুজনে ভাবিনু কত দ্বারতরুতলে।
নাহি জানি কখন্ কি ছলে
সুকোমল হাতখানি লুকাইল আসি
আমার দক্ষিণ করে,—কুলায়প্রত্যাশী
সন্ধ্যার পাখীর মত; মুখখানি তার

নতবৃন্ত পদ্মসম এ বক্ষে আমার
নমিয়া পড়িল ধীরে ;—ব্যাকুল উদাস
নিঃশব্দে মিলিল আসি নিশ্বাসে নিঃশ্বাস।

রজনীর অন্ধকার
উজ্জয়িনী করি দিল লুপ্ত একাকার।
দীপ দ্বারপাশে
কখন্ নিবিয়া গেল দুরন্ত বাতাসে।
শিপ্রানদীতীরে
আরতি থামিয়া গেল শিবের মন্দিরে।

সেকাল।

আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসের কালে,
দৈবে হতেম দশম রত্ন
নবরত্নের মালে ;
একটী শ্লোকে স্তুতি গেয়ে
রাজার কাছে নিতাম চেয়ে

উজ্জয়িনীর বিজন প্রান্তে
কানন-ঘেরা বাড়ি।
রেবার তটে চাঁপার তলে
সভা বস্‌ত সন্ধ্যা হ'লে,
ক্রীড়া-শৈলে আপন মনে
দিতাম কণ্ঠ ছাড়ি!
জীবনতরী বহে' যেত
মন্দাক্রান্তা তালে,
আমি যদি জন্ম নিতাম
কালিদাসের কালে!

২

চিন্তা দিতেম জলাঞ্জলি,
থাক্‌তনাক ত্বরা,
মৃদুপদে যেতেম, যেন
নাইক মৃত্যু জরা!
ছ'টা ঋতু পূর্ণ করে'
ঘট্‌ত মিলন স্তরে স্তরে,
ছ'টা সর্গে বার্ত্তা তাহার
রৈত কাব্যে গাঁথা!

বিচ্ছেদ(ও) সুদীর্ঘ হত,
অশ্রুজলের নদীর মত
মন্দগতি চলত রচি'
দীর্ঘ করুণ গাথা !

আষাঢ় মাসে মেঘের মতন
মন্থরতায় ভরা
জীবনটাতে থাকৃতনাক
কিছুমাত্র ত্বরা !

৩

অশোক কুঞ্জ উঠ্‌ত ফুটে
প্রিয়ার পদাঘাতে ,
বকুল হ'ত ফুল্ল, প্রিয়ার
মুখের মদিরাতে।

প্রিয়সখীর নামগুলি সব
ছন্দ ভরি' করিত রব,
রেবার কূলে কলহংসের
কলধ্বনির মত।

কোনো নামটি মন্দালিকা
কোনো নামটি চিত্রলিখা,
মঞ্জুলিকা মঞ্জরিণী
ঝঙ্কারিত কত!

আস্‌ত তারা কুঞ্জবনে
চৈত্র জ্যোৎস্না-রাতে,
অশোক শাখা উঠ্‌ত ফুটে
প্রিয়ার পদাঘাতে।

৪

কুরবকের পরত চূড়া
কালো কেশের মাঝে,
লীলা কমল রৈত হাতে
কি জানি কোন্ কাজে!

অলক সাজ্‌ত কুন্দফুলে,
শিরীষ পর্‌ত কর্ণমূলে,
মেথলাতে দুলিয়ে দিত
নব নীপের মালা।

ধারাযন্ত্রে স্নানের শেষে
ধূপের ধূম্র দিত কেশে,
লোধ্রফুলের শুভ্র রেণু
মাখ্‌ত মুখে বালা।

কালাগুরুর গুরু গন্ধ
লেগে থাকৃত সাজে,
কুরবকের পরত মালা
কালো কেশের মাঝে।

৫

কুঙ্কুমেরি পত্রলেখায়
বক্ষ রৈত ঢাকা,
আঁচলখানির প্রান্তটিতে
হংস-মিথুন আঁকা।

বিরহেতে আষাঢ় মাসে
চেয়ে রৈত বঁধুর আশে,
একটি করে পূজার পুষ্পে
দিন গণিত বসে'।

বক্ষে তুলি বীণাখানি
গান গাহিতে ভুল্‌ত বাণী,

রুক্ষ অলক অশ্রুচোখে
পড়্‌ত খসে' খসে'।

মিলন-রাতে বাজ্‌ত পায়ে
নূপুর দুটি বাঁকা;
কুঙ্কুমেরি পত্রলেখায়
বক্ষ রৈত ঢাকা।

৬

প্রিয় নামটি শিখিয়ে দিত
সাধের শারিকারে,
নাচিয়ে নিত ময়ূরটিরে
কঙ্কণ-ঝঙ্কারে।

কপোতটিরে লয়ে বুকে
সোহাগ কর্ত্ত মুখে মুখে,
সারসীরে খাইয়ে দিত
পদ্মকোরক বহি।

অলক নেড়ে দুলিয়ে বেণী
কথা কৈত শৌরসেনী,
বল্‌ত সখীর গলা ধরে'—
হলা পিয় সহি!

জল সেচিত আলবালে
তরুণ সহকারে।
প্রিয় নামটি শিখিয়ে দিত
সাধের শারিকারে।

৭

নবরত্নের সভার মাঝে
রৈতাম একটি টেরে।
দূর হৈতে গড় করিতাম
দিঙনাগাচার্য্যেরে।

আশা করি নামটা হত
ওরি মধ্যে ভদ্রমত,
বিশ্বসেন কি দেবদত্ত
কিম্বা বসুভূতি।

স্রগ্ধরা কি মালিনীতে
বিম্বাধরের স্তুতিগীতে
দিতাম রচি' দুটি চারটি
ছোটখাটো পুঁথি।

ঘরে যেতাম তাড়াতাড়ি
শ্লোক-রচনা সেরে,

নবরত্নের সভার মাঝে
রৈতাম একটি টেরে।

৮

আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসের কালে
বন্দী হতেম না জানি কোন্
মালবিকার জালে!

কোন্ বসন্ত মহোৎসবে
বেণুবীণার কলরবে
মঞ্জরিত কুঞ্জবনের
গোপন অন্তরালে
কোন্ ফাগুনের শুক্ল নিশায়
যৌবনেরি নবীন নেশায়
চকিতে কার দেখা পেতেম
রাজার চিত্রশালে!

ছল করে তার বাধ্‌ত আঁচল
সহকারের ডালে
আমি যদি জন্ম নিতেম
কালিদাসের কালে!

৯

হায়রে কবে কেটে গেছে
কালিদাসের কাল !
পণ্ডিতেরা বিবাদ করে
লয়ে তারিখ শাল।

হারিয়ে গেছে সে সব অব্দ,
ইতিবৃত্ত আছে স্তব্ধ,
গেছে যদি, আপদ গেছে,
মিথ্যা কোলাহল !

হায়রে গেল সঙ্গে তারি
সেদিনের সেই পৌরনারী
নিপুণিকা চতুরিকা
মালবিকার দল।

কোন্ স্বর্গে নিয়ে গেল
বরমাল্যের থাল !
হায়রে কবে কেটে গেছে
কালিদাসের কাল !

১০

যাদের সঙ্গে হয়নি মিলন
সে সব বরাঙ্গনা
বিচ্ছেদেরি দুঃখে আমায়
করচে অন্যমনা।
তবু মনে প্রবোধ আছে—
তেম্‌নি বকুল ফোটে গাছে,
যদিও সে পায়না নারীর
মুখমদের ছিটা।
ফাগুন মাসে অশোক ছায়ে
অলস প্রাণে শিথিল গায়ে
দখিণ হতে বাতাসটুকু
তেমনি লাগে মিঠা!
অনেক দিকেই যায় যে পাওয়া
অনেকটা সান্ত্বনা,
যদিওরে নাইক কোথাও
সে সব বরাঙ্গনা!

১১

এখন যাঁরা বর্ত্তমানে,
আছেন মর্ত্তলোকে,

মন্দ তারা লাগ্‌তনা কেউ
কালিদাসের চোখে!

পরেন বটে জুতা মোজা,
চলেন বটে সোজা সোজা,
বলেন বটে কথাবার্ত্তা
অন্য দেশীর চালে,
তবু দেখ সেই কটাক্ষ
আঁখির কোণে দিচ্চে সাক্ষ্য,
যেমনটি ঠিক দেখা যেত,
কালিদাসের কালে!

মর্‌বনা ভাই নিপুণিকা
চতুরিকার শোকে,
তাঁরা সবাই অন্যনামে
আছেন মর্ত্ত্যলোকে!

১২

আপাতত এই আনন্দে
গর্ব্বে বেড়াই নেচে,
কালিদাস ত নামেই আছেন
আমি আছি বেঁচে।

তাঁহার কালের স্বাদগন্ধ
আমিত পাই মৃদুমন্দ,
আমার কালের কণামাত্র
পান্‌নি মহাকবি।
বিদূষী এই আছেন যিনি
আমার কালের বিনোদিনী
মহাকবির কল্পনাতে
ছিলনা তার ছবি!

প্রিয়ে তোমার তরুণ আঁখির
প্রসাদ যেচে যেচে,
কালিদাসকে হারিয়ে দিয়ে
গর্ব্বে বেড়াই নেচে!

———

লীলা।

তোমারে পাছে সহজে বুঝি
তাই কি এত লীলার ছল,
বাহিরে যবে হাসির ছটা
ভিতরে থাকে আঁখির জল' !
বুঝিগো আমি, বুঝিগো তব
ছলনা !
যে কথা তুমি বলিতে চাও
সে কথা তুমি বল না !

তোমারে পাছে সহজে ধরি
কিছুরি তব কিনারা নাই,
দশের দলে টানিগো পাছে
বিরূপ তুমি, বিমুখ তাই !
বুঝিগো আমি, বুঝিগো তব
ছলনা !
যে পথে তুমি চলিতে চাও
সে পথে তুমি চলনা !

সবার চেয়ে অধিক চাহ
তাই কি তুমি ফিরিয়া যাও ?
হেলার ভরে খেলার মত
ভিক্ষাঝুলি ভাসায়ে দাও ?
বুঝেছি আমি বুঝেছি তব
ছলনা !
সবার যাহে তৃপ্তি হল
তোমার তাহে হল না !

লীলা।

উদ্বোধন।

শুধু অকারণ পুলকে
ক্ষণিকের গান গা'রে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে !
যারা আসে যায়, হাসে আর চায়,
পশ্চাতে যারা ফিরে না তাকায়,
নেচে ছুটে ধায়, কথা না শুধায়,
ফুটে আর টুটে পলকে,
তাহাদের গান গা'রে আজি প্রাণ,
ক্ষণিক দিনের আলোকে !

প্রতি নিমেষের কাহিনী
আজি বসে' বসে' গাঁথিস্‌নে আর,
বাঁধিস্‌নে স্মৃতি-বাহিনী !
যা আসে আসুক্, যা হবার হোক্,

যাহা চলে' যায় মুছে যাক্ শোক,
গেয়ে ধেয়ে যাক্ দ্যুলোক ভূলোক
প্রতি পলকের রাগিণী!
নিমেষে নিমেষ হয়ে যাক্ শেষ
বহি নিমেষের কাহিনী!

ফুরায় যা' দেরে ফুরাতে!
ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট কুসুম
ফিরে' যাস্‌নেক কুড়াতে!
বুঝি নাই যাহা, চাই না বুঝিতে,
জুটিল না যাহা চাই না খুঁজিতে,
পূরিল না যাহা কে রবে যুঝিতে
তারি গহ্বর পূরাতে!
যখন যা পাস্ মিটায়ে নে আশ
ফুরাইলে দিস্ ফুরাতে!

ওরে থাক্, থাক্ কাঁদনি!
দুই হাত দিয়ে ছিঁড়ে' ফেলে' দেরে
নিজ হাতে বাঁধা বাঁধনি!

যে সহজ তোর রয়েছে সমুখে
আদরে তাহারে ডেকে নে রে বুকে,
আজিকার মত যাক্ যাক্ চুকে
যত অসাধ্য-সাধনি !
ক্ষণিক সুখের উৎসব আজি,
ওরে থাক্, থাক্ কাঁদনি !

শুধু অকারণ পুলকে
নদীজলে-পড়া আলোর মতন
ছুটে যা ঝলকে ঝলকে !
ধরণার পরে শিথিল-বাঁধন
ঝলমল প্রাণ করিস্ যাপন,
ছুঁয়ে থেকে দুলে শিশির যেমন
শিরীষ ফুলের অলকে !
মর্ম্মরতানে ভরে' ওঠ্ গানে
শুধু অকারণ পুলকে !

যথাসময়।

ভাগ্য যবে কৃপণ হয়ে আসে.
বিশ্ব যবে নিঃস্ব তিলে তিলে.
মিষ্ট মুখে ভুবন-ভরা হাসি
ওষ্ঠে শেষে ওজনদরে মিলে,
বন্ধুজনে বন্ধ করে প্রাণ,
দীর্ঘদিন সঙ্গীহীন একা,
হঠাৎ পড়ে ঋণ-শোধেরি পালা,
ঋণী জনের না পাওয়া যায় দেখা,
তখন ঘরে বন্ধ হ'রে কবি,
খিলের পরে খিল, লাগাও খিল্ !
কথার সাথে গাঁথ কথার মালা,
মিলের সাথে মিল্, মিলাও মিল্ !
কপাল যদি আবার ফিরে যায়,
প্রভাতকালে হঠাৎ জাগরণে,
শূন্য নদী আবার যদি ভরে
শরৎমেঘে ত্বরিত বরিষণে,
বন্ধু ফিরে বন্দী করে বুকে,

সন্ধি করে অন্ধ অরিদল,

অরুণ ঠোঁটে তরুণ ফোটে হাসি,

কাজল চোখে করুণ আঁখিজল,

তখন খাতা পোড়াও ক্ষ্যাপা কবি,

দিলের সাথে দিল্, লাগাও দিল্!

বাহুর সাথে বাঁধ মৃণাল বাহু,

চোখের সাথে চোখে মিলাও মিল!

মাতাল।

ওরে মাতাল, দুয়ার ভেঙে দিয়ে

পথেই যদি করিস্ মাতামাতি,

থলিঝুলি উজাড় করে' ফেলে'

যা আছে তোর ফুরাস্ রাতারাতি,

অশ্লেষাতে যাত্রা করে' সুরু

পাঁজিপুঁথি করিস্ পরিহাস,

অকারণে অকাজ লয়ে ঘাড়ে

অসময়ে অপথ দিয়ে যাস্,

হালের দড়ি নিজের হাতে কেটে
পালের পরে লাগাস্ ঝোড়ো হাওয়া,
আমিও ভাই তোদের ব্রত লব—
মাতাল হয়ে পাতালপানে ধাওয়া!

পাড়ার যত জ্ঞানীগুণীর সাথে
নষ্ট হল দিনের পরে দিন,
অনেক শিখে' পক্ক হল মাথা,
অনেক দেখে' দৃষ্টি হল ক্ষীণ।
কত কালের কত মন্দ ভাল
বসে' বসে' কেবল জমা করি,
ফেলা-ছড়া ভাঙা-ছেঁড়ার বোঝা
বুকের মাঝে উঠ্‌ছে ভরি-ভরি।
গুঁড়িয়ে সে সব উড়িয়ে ফেলে' দিক্
দিক্-বিদিকে তোদের ঝোড়ো হাওয়া!
বুঝেছি ভাই সুখের মধ্যে সুখ,
মাতাল হয়ে পাতালপানে ধাওয়া!

হোক্‌রে সিধা কুটিল দ্বিধা যত,
নেশায় মোরে করুক্ দিশাহারা,

দানোয় এসে হঠাৎ কেশে ধরে'
　　এক্ দমকে করুক্ লক্ষ্মীছাড়া !
সংসারেতে সংসারী ত ঢের,
　　কাজের হাটে অনেক আছে কেজো,
মেলাই আছে মস্ত বড় লোক,
　　সঙ্গে তাঁদের অনেক সেজো মেজো,
থাকুন্ তাঁরা ভবের কাজে লেগে ;—
　　লাগুক্ মোরে সৃষ্টিছাড়া হাওয়া !
　　　　বুঝেছি ভাই কাজের মধ্যে কাজ
　　　　　　মাতাল হয়ে পাতালপানে ধাওয়া !

শপথ করে' দিলাম ছেড়ে আজই
　　যা আছে মোর বুদ্ধি বিবেচনা,
বিদ্যা যত ফেলবো ঝেড়ে ঝুড়ে
　　ছেড়ে ছুড়ে তত্ত্ব আলোচনা !
স্মৃতির ঝারি উপুড় করে' ফেলে'
　　নয়নবারি শূন্য করি' দিব,
উচ্ছ্বসিত মদের ফেণা দিয়ে
　　অট্টহাসি শোধন করি' নিব !

ভদ্রলোকের তকমা-তাবিজ্ ছিঁড়ে'
উড়িয়ে দেবে মদোন্মত্ত হাওয়া!
শপথ্ ক'রে বিপথ-ব্রত নেব—
মাতাল হয়ে পাতালপানে ধাওয়া!

অপটু।

যতবার আজ গাঁথ্‌নু মালা
পড়ল খসে' খসে'—
কি জানি কার্ দোষে!
তুমি হোথায় চোখের কোণে
দেখ্‌চ বসে' বসে'!
চোখ দুটিরে প্রিয়ে
শুধাও শপথ নিয়ে
আঙুল আমার আকুল হল
কাহার্ দৃষ্টিদোষে?

আজ যে বসে' গান শোনাব
কথাই নাহি জোটে,
কণ্ঠ নাহি ফোটে!

মধুর হাসি খেলে তোমার
চতুর রাঙা ঠোঁটে!
কেন এমন ত্রুটি?
বলুক আঁখি দুটি!
কেন আমার রুদ্ধকণ্ঠে
কথাই নাহি ফোটে!

রেখে দিলাম মাল্য বীণা,
সন্ধ্যা হয়ে আসে!
ছুটি দাও এ দাসে!
সকল কথা বন্ধ করে'
বসি পায়ের পাশে!
নীরব ওষ্ঠ দিয়ে
পারব যে কাজ প্রিয়ে
এমন কোন কর্ম্ম দেহ
অকর্ম্মণ্য দাসে!

ভীরুতা।

গভীর সুরে গভীর কথা
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই!
মনে মনে হাস্‌বি কিনা
বুঝব কেমন করে'?
আপনি হেসে তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই;
ঠাট্টা করে' ওড়াই সখি
নিজের কথাটাই!
হাল্কা তুমি কর পাছে
হাল্কা করি ভাই
আপন ব্যথাটাই!

সত্য কথা সরলভাবে
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই!
অবিশ্বাসে হাস্‌বি কি'না
বুঝব কেমন করে'?

মিথ্যা ছলে তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই ;
উল্টা করে' বলি আমি
সহজ কথাটাই !
ব্যর্থ তুমি কর পাছে
ব্যথ করি ভাই
আপন ব্যথাটাই !

সোহাগভরা প্রাণের কথা
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই !
সোহাগ ফিরে' পাব কিনা
বুঝ্‌ব কেমন ক'রে ?
কঠিন কথা তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই ;
গর্ব্বছলে দীর্ঘ করি
নিজের কথাটাই !
ব্যথা পাছে না পাও তুমি
লুকিয়ে রাখি তাই
নিজের ব্যথাটাই !

ইচ্ছা করে নীরব হয়ে,
রহিব তোর কাছে,
সাহস নাহি পাই।
মুখের পরে বুকের কথা
উথ্‌লে ওঠে পাছে।
অনেক কথা তাই
শুনিয়ে দিয়ে যাই,
কথার আড়ে আড়াল থাকে
মনের কথাটাই।
তোমায় ব্যথা লাগিয়ে শুধু
জাগিয়ে তুলি ভাই
আপন ব্যথাটাই।

ইচ্ছা করি সুদূরে যাই
না আসি তোর কাছে।
সাহস নাহি পাই।
তোমার কাছে ভীরুতা মোর
প্রকাশ হয়রে পাছে।
কেবল এসে তাই
দেখা দিয়েই যাই,

স্পর্দ্ধাতলে গোপন করি
মনের কথাটাই।
নিত্য তব নেত্রপাতে
জ্বালিয়ে রাখি ভাই
আপন ব্যথাটাই।

ক্ষতিপূরণ।

তোমার তরে সবাই মোরে
করচে দোষী
হে প্রেয়সী।

বল্‌চে— কবি তোমার ছবি
আঁকচে গানে,
প্রণয়গীতি গাচ্চে নিতি
তোমার কানে;
নেশায় মেতে ছন্দে গেঁথে
তুচ্ছ কথা
ঢাক্‌চে শেষে বাংলা দেশে
উচ্চ কথা!

তোমার তরে সবাই মোরে
করচে দোষী
হে প্রেয়সী !

২

সে কলঙ্কে নিন্দা-পঙ্কে
তিলক টানি
এলেম্ রাণী !

ফেলুক্ মুছি' হাস্য-শুচি
তোমার লোচন
বিশ্বশুদ্ধ যতেক ক্রুদ্ধ
সমালোচন।
অনুরক্ত তব ভক্ত
নিন্দিতেরে
কর রক্ষে শীতল বক্ষে
বাহুর ঘেরে !

তাই কলঙ্কে নিন্দাপঙ্কে
তিলক টানি
এলেম রাণী !

৩

আমি নাব্‌ব মহাকাব্য
সংরচনে
ছিল মনে,—

ঠেকল কখন্ তোমার কাঁকণ
কিঙ্কিণীতে
কল্পনাটি গেল ফাটি
হাজার গীতে।
মহাকাব্য সেই অভাব্য
দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে
কণায় কণায়!

আমি নাব্‌ব মহাকাব্য
সংরচনে
ছিল মনে।

৪

হায়রে কোথা যুদ্ধকথা
হৈল গত
স্বপ্নমত!

পুরাণ-চিত্র বীর-চরিত্র
অষ্ট সর্গ,
কৈল খণ্ড তোমার চণ্ড
নয়ন-খড়্‌গ !
রৈল মাত্র দিবারাত্র
প্রেমের প্রলাপ,
দিলেম ফেলে ভাবী-কেলে
কীর্ত্তি-কলাপ !

হায়রে কোথা যুদ্ধ কথা
হৈল গত
স্বপ্নমত !

৫

সে সব ক্ষতি-পূরণ প্রতি
দৃষ্টি রাখি !
হরিণ-আঁখি !

লোকের মনে সিংহাসনে
নাইক দাবী,
তোমার মনো-গৃহের কোনো
দাওত চাবী !

মরার পরে চাইনে ওরে
অমর হ'তে !
অমর হব আঁখির তব
সুধার স্রোতে !

খ্যাতির ক্ষতি-পূরণ প্রতি
দৃষ্টি রাখি !
হরিণ-আঁখি !

প্রতিজ্ঞা।

আমি হবনা তাপস, হবনা, হবনা,
যেমনি বলুন যিনি !
আমি হবনা তাপস, নিশ্চয় যদি
না মেলে তপস্বিনী !
আমি করেছি কঠিন পণ
যদি না মিলে বকুল বন.

যদি মনের মতন মন
না পাই জিনি,
তবে হবনা তাপস, হবনা, যদিনা
পাই সে তপস্বিনী !

আমি ত্যজিব না ঘর, হবনা বাহির
উদাসীন সন্ন্যাসী,
যদি ঘরের বাহিরে না হাসে কেহই
ভুবন-ভুলানো হাসি।

যদি না উড়ে নীলাঞ্চল
মধুর বাতাসে বিচঞ্চল,
যদি না বাজে কাঁকণ মল
রিণিক্‌ঝিনি
আমি হবনা তাপস, হবনা, যদিনা
পাইগো তপস্বিনী !

আমি হবনা তাপস, তোমার শপথ,
যদি সে তপের বলে
কোন নূতন ভুবন না পারি গড়িতে
নূতন হৃদয় তলে !

যদি জাগায়ে বীণার তার
কারো টুটিয়া মরম দ্বার,
কোনো নূতন আঁখির ঠার
না লই চিনি!
আমি হবনা তাপস, হবনা, হবনা,
না পেলে তপস্বিনী!

জন্মান্তর।

আমি ছেড়েই দিতে রাজি আছি
সুসভ্যতার আলোক,
আমি চাইনা হতে নববঙ্গে
নবযুগের চালক;
আমি নাইবা গেলেম বিলাত,
নাইবা পেলেম রাজার খিলাৎ,
যদি পরজন্মে পাইরে হতে
ব্রজের রাখাল বালক!
তবে নিবিয়ে দেব নিজের ঘরে
সুসভ্যতার আলোক!

২

যারা নিত্য কেবল ধেনু চরায়
বংশিবটের তলে,
যারা গুঞ্জা ফুলের মালা গেঁথে
পরে পরায় গলে ;
যারা বৃন্দাবনের বনে
সদাই শ্যামের বাঁশি শোনে,
যারা যমুনাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে
শীতল কালো জলে !
যারা নিত্য কেবল ধেনু চরায়
বংশিবটের তলে !

৩

ওরে বিহান্ হল জাগরে ভাই—
ডাকে পরস্পরে !
ওরে ঐযে দধি-মন্থ-ধ্বনি
উঠ্‌ল ঘরে ঘরে !
হের মাঠের পথে ধেনু
চলে উড়িয়ে গো-খুর রেণু,
হের আঙিনাতে ব্রজের বধূ
দুগ্ধ-দোহন করে !

ওরে বিহান্ হল জাগরে ভাই—
ডাকে পরস্পরে !

৪

ওরে শাঙন মেঘের ছায়া পড়ে
কালো তমাল মূলে,
ওরে এপার ওপার আঁধার হল
কালিন্দীরি কূলে !
ঘাটে গোপাঙ্গনা ডরে
কাঁপে খেয়া তরীর পরে,
হের কুঞ্জবনে নাচে ময়ূর
কলাপখানি তুলে !
ওরে শাঙন মেঘের ছায়া পড়ে
কাল তমাল মূলে !

৫

মোরা নব-নবীন ফাগুন রাতে
নীল নদীর তীরে
কোথা যাব চলি অশোকবনে
শিখিপুচ্ছ শিরে !

যবে দোলার ফুল-রশি
দিবে নীপশাখায় কসি'
যবে দখিন বায়ে বাঁশির ধ্বনি
উঠ্‌বে আকাশ ঘিরে,
মোরা রাখাল মিলে করব মেলা
নীল নদীর তীরে!

৬

আমি হবনা ভাই নববঙ্গে
নবযুগের চালক,
আমি জ্বালাবনা আঁধার দেশে
সুসভ্যতার আলোক;
যদি ননী ছানার গাঁয়ে
কোথাও অশোকনীপের ছায়ে
আমি কোন জন্মে পারি হতে
ব্রজের গোপবালক
তবে চাইনা হতে নববঙ্গে
নবযুগের চালক!

স্পর্দ্ধা।

সে আসি কহিল—' প্রিয়ে মুখ তুলে চাও !"
দুষিয়া তাহারে রুষিয়া কহিনু "যাও" !
সখি ওলো সখি' সত্য করিয়া বলি,
তবু সে গেল না চলি !

দাঁড়াল সমুখে, কহিনু তাহারে, সর' !
ধরিল দু'হাত, কহিনু, আহা কি কর !
সখি ওলো সখি মিছে না কহিব তোরে—
তবু ছাড়িল না মোরে !

শ্রুতিমূলে মুখ আনিল সে মিছিমিছি,—
নয়ন বাঁকায়ে কহিনু তাহারে, ছি ছি !
সখি ওলো সখি কহিলো শপথ করে
তবু সে গেল না সরে !

অধরে কপোল পরশ করিল তবু,
কাঁপিয়া কহিনু, এমন দেখিনি কভু !
সখি ওলো সখি এ কি তার বিবেচনা,
তবু মুখ ফিরাল না।

আপন মালাটি আমারে পরায়ে দিল,
কহিনু তাহারে, মালায় কি কাজ ছিল!
সখি ওলো সখি নাহি তার লাজ ভয়,
মিছে তারে অনুনয়।

আমার মালাটি চলিল গলায় লয়ে,
চাহি তার পানে রহিনু অবাক্ হয়ে!
সখি ওলো সখি ভাসিতেছি আঁখি নীরে,—
কেন সে এল না ফিরে!

লীলা।

সিন্ধু ভৈরবী।

কেন বাজাও কাঁকণ কণকণ, কত
ছলভরে!
ওগো ঘরে ফিরে চল, কনক কলসে
জল ভরে'।
কেন জলে ঢেউ তুলি ছলকি ছলকি
কর খেলা!

কেন　　চাহ খনে-খনে চকিত নয়নে
　　　　কার তরে
　　　　কত ছল ভরে !

হের　　যমুনা-বেলায় আলসে হেলায়
　　　　গেল বেলা
যত　　হাসিভরা ঢেউ করে কানাকানি
　　　　কলস্বরে
　　　　কত ছলভরে !
হের　　নদী-পরপারে গগন কিনারে
　　　　মেঘ-মেলা
তারা　হাসিয়া হাসিয়া চাহিছে তোমারি
　　　　মুখ পরে
　　　　কত ছল ভরে !

লজ্জিতা।

ভৈরবী।

যামিনী না যেতে জাগালে না কেন,
বেলা হ'ল মরি লাজে !

সরমে জড়িত চরণে কেমনে
চলিব পথের মাঝে !
আলোক-পরশে মরমে মরিয়া
হেরগো শেফালি পড়িছে ঝরিয়া,
কোন মতে আছে পরাণ ধরিয়া
কামিনী শিথিল সাজে !
যামিনী না যেতে জাগালে না কেন
বেলা হল মরি লাজে !
নিবিয়া বাঁচিল নিশার প্রদীপ
উষার বাতাস লাগি।
রজনীর শশী গগনের কোণে
লুকায় শরণ মাগি।
পাখী ডাকি বলে—গেল বিভাবরী,—
বধূ চলে জলে লইয়া গাগরী,
আমি এ আকুল কবরী আবরি
কেমনে যাইব কাজে !
যামিনী না যেতে জাগালে না কেন
বেলা হল মরি লাজে !

সংকোচ।

ছায়ানট।

যদি বারণ কর তবে
গাহিব না।
যদি সরম লাগে মুখে
চাহিব না।
যদি বিরলে মালা গাঁথা
সহসা পায় বাধা,
তোমার ফুলবনে
যাইব না।
যদি বারণ কর, তবে
গাহিব না।
যদি থমকি থেমে যাও
পথমাঝে
আমি চমকি চলে যাব
আন কাজে।
যদি তোমার নদীকূলে
ভুলিয়া ঢেউ তুলে,

আমার তরীখানি
বাহিব না।
যদি বারণ কর, তবে
গাহিব না।

প্রার্থী।

কালাংড়া।

আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা,
তব নব প্রভাতের নবীন শিশির-ঢালা।
সরমে জড়িত কত না গোলাপ
কত না গরবী করবী
কত না কুসুম ফুটেছে তোমার
মালঞ্চ করি আলা।
আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা

অমল শরত শীতল সমীর
বহিছে তোমার কেশে,
কিশোর অরুণ-কিরণ, তোমার
অধরে পড়েছে এসে।

অঞ্চল হতে বনপথে ফুল
যেতেছে পড়িয়া ঝরিয়া
অনেক কুন্দ অনেক শেফালি
ভরেছে তোমার ডালা।
আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা।

বিদায় রীতি।

হায়গো রাণী, বিদায়-বাণী
এমনি করে শোনে ?
ছি ছি ঐ যে হাসিখানি
কাঁপ্‌চে আঁখিকোণে !
এতই বারে বারে ফিরে'
মিথ্যা বিদায় নিয়েছিরে,
ভাব্‌চ তুমি মনে মনে
এ লোকটি নয় যাবার,
দ্বারের কাছে ঘুরে' ঘুরে'
ফিরে' আস্‌বে আবার।

আমায় যদি শুধাও তবে
সত্য করে'ই বলি

আমারো সেই সন্দেহ হয়
ফিরে' আস্‌ব চলি।
বসন্তদিন আবার আসে,
পূর্ণিমা-রাত আবার হাসে,
বকুল ফোটে রিক্ত শাখায়,—
এরাওত নয় যাবার!
সহস্রবার বিদায় নিয়ে
এরাও ফেরে আবার।

একটুখানি মোহ তবু
মনের মধ্যে রাখো,
মিথ্যেটারে একেবারেই
জবাব দিয়োনাকো!
ভ্রমক্রমে ক্ষণেকতরে
এনোগো জল আঁখির পরে,
আকুল স্বরে যখন কব
সময় হল যাবার!
তখন না-হয় হেসো, যখন
ফিরে আস্‌ব আবার!

—

সোজাসুজি।

হৃদয়পানে হৃদয় টানে,
নয়নপানে নয়ন ছোটে,
দুটি প্রাণীর কাহিনীটা
এইটুকু বই নয়ক মোটে!
শুক্লসন্ধ্যা চৈত্রমাসে,
হেনার গন্ধ হাওয়ায় ভাসে,
আমার বাঁশি লুটায় ভূমে,
তোমার কোলে ফুলের পুঁজি,
তোমার আমার এই যে প্রণয়
নিতান্তই এ সোজাসুজি!

২

বসন্তী-রং বসনখানি
নেশার মত চক্ষে ধরে,
তোমার গাঁথা যুথীর মালা
স্তুতির মত বক্ষে পড়ে।
একটু দেওয়া, একটু রাখা,
একটু প্রকাশ, একটু থাকা,

একটু হাসি, একটু সরম,
দু'জনের এই বোঝাবুঝি !
তোমার আমার এই যে প্রণয়
নিতান্তই এ সোজাসুজি !

৩

মধুমাসের মিলনমাঝে
মহান্ কোন রহস্য নেই,
অসীম কোন অবোধ কথা
যায় না বেধে মনে-মনেই।
আমাদের এই সুখের পিছু
ছায়ার মত নাইক কিছু,
দোঁহার মুখে দোঁহে চেয়ে
নাই হৃদয়ের খোঁজাখুঁজি !
মধুমাসে মোদের মিলন
নিতান্তই এ সোজাসুজি !

৪

ভাষার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে
খুঁজিনে ভাই ভাষাতীত,
আকাশপানে বাহু তুলে
চাহিনে ভাই আশাতীত !

যেটুকু দিই, যেটুকু পাই,
তাহার বেশি আর কিছু নাই,
সুখের বক্ষ চেপে ধরে,
 করিনে কেউ যোঝাযুঝি।
  মধুমাসে মোদের মিলন
   নিতান্তই এ সোজাসুজি!

৫

শুনেছিনু প্রেমের পাথার
 নাইক তাহার কোন দিশা,
শুনেছিনু প্রেমের মধ্যে
 অসীম ক্ষুধা অসীম তৃষা ;
বীণার তন্ত্রী কঠিন টানে
ছিঁড়ে পড়ে প্রেমের তানে,
শুনেছিনু প্রেমের কুঞ্জে
 অনেক বাঁকা গলি ঘুঁজি!
  আমাদের এই দোঁহার মিলন
   নিতান্তই এ সোজাসুজি!

অসাবধান।

আমায় যদি মনটি দেবে,
দিয়ো, দিয়ো মন।
মনের মধ্যে ভাবনা কিন্তু
রেখো সারাক্ষণ।
খোলা আমার দুয়ার খানা,
ভোলা আমার প্রাণ,
কখন যে কার আনাগোনা,
নইক সাবধান।
পথের ধারে বাড়ি আমার,
থাকি গানের ঝোঁকে,
বিদেশী সব পথিক এসে
যেথা-সেথাই ঢোকে।
ভাঙে কতক, হারায় কতক
যা আছে মোর দামী
এমনি করে' একে একে
সর্ব্বস্বান্ত আমি।
আমায় যদি মনটি দেবে—দিয়ো, দিয়ো মন।
মনের মধ্যে ভাবনা কিন্তু রেখো সারাক্ষণ।

আমায় যদি মনটি দেবে
নিষেধ তাহে নাই,
কিছুর তরে আমায় কিন্তু
কোরনা কেউ দায়ী।
ভুলে যদি শপথ করে'
বলি কিছু কবে,
সেটা পালন না করি ত
মাপ করিতেই হবে।
ফাগুন মাসে পূর্ণিমাতে
যে নিয়মটা চলে,
রাগ কোরোনা চৈত্রমাসে
সেটা ভঙ্গ হ'লে।
কোন দিন বা পূজার সাজি
কুসুমে হয় ভরা,
কোন দিন বা শূন্য থাকে,
মিথ্যা সে দোষ ধরা।
আমায় যদি মনটি দেবে নিষেধ তাহে নাই ;
কিছুর তরে আমায় কিন্তু কোরো না কেউ দায়ী !

আমায় যদি মনটি দেবে
রাখিয়া যাও তবে।
দিয়েছ যে সেটা কিন্তু
ভুলে থাকতে হবে।
দুটি চক্ষে বাজবে তোমার
নবরাগের বাঁশি,
কণ্ঠে তোমার উচ্ছ্বসিয়া
উঠবে হাসিরাশি।
প্রশ্ন যদি শুধাও কভু
মুখটি রাখি বুকে,
মিথ্যা কোন জবাব পেলে
হেসো সকৌতুকে।
যে দুয়ারটা বন্ধ থাকে
বন্ধ থাকৃতে দিয়ো।
আপ্‌নি যাহা এসে পড়ে
তাহাই হেসে নিয়ো!
আমায় যদি মনটি দেবে—রাখিয়া যাও তবে;
দিয়েছ যে, সেটা কিন্তু ভুলে থাকৃতে হবে।

—

একগাঁয়ে।

আমরা দুজন একটি গাঁয়ে থাকি
সেই আমাদের একটিমাত্র সুখ!
তাদের গাছে গায় যে দোয়েল পাখী
তাহার গানে আমার নাচে বুক!
তাহার দুটি পালন-করা ভেড়া
চরে বেড়ায় মোদের বট-মূলে,
যদি ভাঙে আমার ক্ষেতের বেড়া,
কোলের পরে নিই তাহারে তুলে!

আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা,
আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা,
আমার নামত জানে গাঁয়ের পাঁচজনে,
আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা!

দুইটি পাড়ায় বড়ই কাছাকাছি,
মাঝে শুধু একটি মাঠের ফাঁক।
তাদের বনের অনেক মধুমাছি
মোদের বনে বাঁধে মধুর চাক।

তাদের ঘাটে পূজার জবামালা
ভেসে আসে মোদের বাঁধাঘাটে,
তাদের পাড়ার কুসম ফুলের ডালা
বেচ্‌তে আসে মোদের পাড়ার হাটে।

আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা,
আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা,
আমার নামত জানে গাঁয়ের পাঁচজনে,
আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা!

আমাদের এই গ্রামের গলিপরে
আমের বোলে ভরে আমের বন।
তাদের ক্ষেতে যখন তিসি ধরে,
মোদের ক্ষেতে তখন ফোটে শন।
তাদের ছাদে যখন ওঠে তারা
আমার ছাদে দখিন হাওয়া ছোটে।
তাদের বনে ঝরে শ্রাবণ-ধারা
আমার বনে কদম ফুটে ওঠে।

আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা,
আমাদের এই নদীর নামটী অঞ্জনা,
আমার নামত জানে গাঁয়ের পাঁচজনে,
আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা!

দুই বোন।

দুটি বোন তারা হেসে যায় কেন
যায় যবে জল আন্‌তে?
দেখেছে কি তারা পথিক কোথায়
দাঁড়িয়ে পথের প্রান্তে?
ছায়ায় নিবিড় বনে
যে আছে আঁধার কোণে
তারে যে কখন্ কটাক্ষে চায়
কিছু ত পারি নে জান্‌তে!
দুটি বোন তারা হেসে যায় কেন
যায় যবে জল আন্‌তে?

দুটি বোন তারা করে কাণাকাণি
কি না জানি জল্পনা!

গুঞ্জনধ্বনি দূর হতে শুনি,
কি গোপন মন্ত্রণা ?
আসে যবে এইখানে
চায় দোঁহে দোঁহাপানে,
কাহারো মনের কোন কথা তারা
করেছে কি কল্পনা ?
ছুটি বোন তারা করে কাণাকাণি
কি না জানি জল্পনা !

এইখানে এসে ঘট হতে কেন
জল উঠে উচ্ছলি ?
চপল চক্ষে তরল তারকা
কেন উঠে উজ্জ্বলি ?
যেতে যেতে নদীপথে
জেনেছে কি কোনমতে
কাছে কোথা এক আকুল হৃদয়
দুলে উঠে চঞ্চলি' ?
এইখানে এসে ঘট হতে জল
কেন উঠে উচ্ছলি ?

ছুটি বোন তারা হেসে যায় কেন
যায় যবে জল আন্‌তে ?
বটের ছায়ায় কেহ কি তাদের
পড়েছে চোখের প্রান্তে ?
কৌতুকে কেন ধায়
সচকিত দ্রুত পায় ?
কলসে কাঁকণ ঝলকি ঝনকি
ভোলায়রে দিক্‌ভ্রান্তে !
ছুটি বোন তারা হেসে যায় কেন
যায় যবে জল আন্‌তে ?

কৃষ্ণকলি।

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি,
কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক।
মেঘ্‌লা দিনে দেখেছিলেম মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ !
ঘোমটা মাথায় ছিলনা তার মোটে,
মুক্তবেণী পিঠের পরে লোটে !

কালো ? তা' সে যতই কালো হোক্
দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ !

ঘন মেঘে আঁধার হ'ল দেখে'
ডাক্‌তেছিল শ্যামল দুটি গাই,
শ্যামা মেয়ে ব্যস্ত ব্যাকুল পদে
কুটীর হতে ত্রস্ত এল তাই !
আকাশপানে হানি' যুগল ভুরু
শুন্‌লে বারেক মেঘের গুরু গুরু ;
কালো ? তা' সে যতই কালো হোক্
দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ !

পূবে বাতাস এল হঠাৎ ধেয়ে,
ধানের ক্ষেতে খেলিয়ে গেল ঢেউ।
আ'লের ধারে দাঁড়িয়েছিলেম একা,
মাঠের মাঝে আর ছিলনা কেউ।
আমার পানে দেখ্‌লে কিনা চেয়ে
আমিই জানি আর জানে সে মেয়ে !
কালো ? তা' সে যতই কালো হোক্
দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ !

এম্‌নি করে’ কালো কাজল মেঘ
জ্যৈষ্ঠমাসে আসে ঈশান কোণে।
এম্‌নি করে’ কালো কোমল ছায়া
আষাঢ় মাসে নামে তমাল বনে।
এম্‌নি করে’ শ্রাবণ রজনীতে
হঠাৎ খুসি ঘনিয়ে আসে চিতে ;
কালো ? তা’ সে যতই কালো হোক্
দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ !

কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি,
আর যা বলে বলুক অন্য লোক !
দেখেছিলেম ময়নাপাড়ার মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ !
মাথার পরে দেয়নি তুলে বাস,
লজ্জা পাবার পায়নি অবকাশ ;
কালো ? তা’ সে যতই কালো হোক্
দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ !

কৌতুক।

আপনারে তুমি করিবে গোপন

কি করি?

হৃদয় তোমার আঁখির পাতায়

থেকে থেকে পড়ে ঠিকরি'!

আজ আসিয়াছ কৌতুক-বেশে,

মাণিকের হার পরি এলোকেশে,

নয়নের কোণে আধহাসি হেসে

এসেছ হৃদয়-পুলিনে!

ভুলিনে তোমার বাঁকা কটাক্ষে,

ভুলিনে চতুর নিঠুর বাক্যে

ভুলিনে!

করপল্লবে দিলে যে আঘাত

করিব কি তাহে আঁখিজলপাত?

এমন অবোধ নহিগো!

হাস' তুমি, আমি হাসিমুখে সব

সহিগো!

আজ এই বেশে এসেছ আমায়

ভুলাতে!

কভু কি আসনি দীপ্ত ললাটে

স্নিগ্ধ পরশ বুলাতে?

দেখেছি তোমার মুখ কথাহারা,
জলে ছলছল ম্লান আঁখিতারা,
দেখেছি তোমার ভয়-ভরে সারা
করুণ পেলব মুরতি !
দেখেছি তোমার বেদনা-বিধুর
পলক-বিহীন নয়নে মধুর
মিনতি !
আজি হাসিমাখা নিপুণ শাসনে
তরাস আমি যে পাব মনে মনে
এমন অবোধ নহিগো !
হাস' তুমি, আমি হাসিমুখে সব
সহিগো !

পত্র ।

(বাসস্থান পরিবর্ত্তন উপলক্ষে।)

বন্ধুবর,

দক্ষিণে বেঁধেছি নীড়, চুকেছে লোকের ভীড় ;
বকুনীর বিড়্ বিড়্ গেছে থেমে-থুমে ।
আপনারে করে' জড় কোণে বসে' আছি দড়,
আর সাধ নেই বড় আকাশ-কুসুমে !
সুখ নেই আছে শান্তি, ঘুচেছে মনের ভ্রান্তি,
"বিমুখা বান্ধবা যান্তি" বুঝিয়াছি সার ;
কাছে থেকে কাটে সুখে গল্প ও গুড়ুক ফুঁকে,
গেলে দক্ষিণের মুখে দেখা নাই আর !
কাজ কি এ মিছে নাট, তুলেছি দোকান-হাট,
গোলমাল চণ্ডিপাঠ আছি ভাই ভুলি' !
তবু কেন খিটিমিটী, মাঝে মাঝে কড়া চিঠি,
থেকে থেকে দু-চারিটি চোখা-চোখা বুলি !

"পেটে খেলে পিঠে সয়" এইত প্রবাদে কয়,
ভুলে যদি দেখা হয় তবু সয়ে' থাকি।
হাত করে নিশ্‌পিশ্‌,— মাঝে রেখে পোষ্টাপিশ,
ছাড় শুধু দশ বিশ শব্দভেদী ফাঁকি!
বিষম উৎপাত এ কি! হায় নারদের ঢেঁকি!
শেষকালে এযে দেখি ঝগড়ার মত!
মেলা কথা হল জমা, এইখানে দিই comma,
আমার স্বভাব ক্ষমা, নির্ব্বিবাদ ব্রত।
কেদারার পরে চাপি' ভাবি শুধু ফিলজাফি,
নিতান্তই চুপিচাপি মাটির মানুষ।
লেখা ত লিখেছি ঢের, এখন পেয়েছি টের
সে কেবল কাগজের রঙিন্‌ ফানুষ;
আঁধারের কূলে কূলে ক্ষীণশিখা মরে জ্বলে,
পথিকেরা মুখ তুলে চেয়ে দেখে তাই;
নকল-নক্ষত্র হায় ধ্রুবতারাপানে ধায়,
ফিরে আসে এ ধরায় একরত্তি ছাই।
সবারে সাজেনা ভাল,— হৃদয়ে স্বর্গের আলো
আছে যার, সেই জ্বালো আকাশের ভালে;
মাটির প্রদীপ যার, নিভে-নিভে বারবার,
সে দীপ জ্বলুক্‌ তার গৃহের আড়ালে!

যারা আছে কাছাকাছি তাহাদের নিয়ে আছি,
শুধু ভালবেসে বাঁচি বাঁচি যতকাল।
আশ কভু নাহি মেটে ভূতের বেগার খেটে,
কাগজে আঁচড় কেটে সকাল বিকাল।
কিছু নাহি করি দাওয়া, ছাতে বসে খাই হাওয়া,
যতটুকু পড়ে'-পাওয়া ততটুকু ভাল ;
যারা মোরে ভালবাসে ঘুরে' ফিরে' কাছে আসে,
হাসিখুসি আশেপাশে নয়নের আলো।
বাহবা যে জন চায় বসে' থাক্ চৌমাথায়,
নাচুক তৃণের প্রায় পথিকের স্রোতে!
পরের মুখের বুলি ভরুক ভিক্ষার ঝুলি,
নাই চাল নাই চুলি ধূলির পর্ব্বতে!
বেড়ে যায় দীর্ঘ ছন্দ, লেখনী না হয় বন্ধ,
বক্তৃতার নাম গন্ধ পেলে রক্ষে নেই!
ফেনা ঢোকে নাকে-চোখে, প্রবল মিলের ঝোঁকে
ভেসে যাই এক রোখে বুঝি দক্ষিণেই!
বাহিরেতে চেয়ে' দেখি, দেবতা-দুর্য্যোগ এ কি!
বসে বসে লিখিতে কি আর সরে মন!
আর্দ্র বায়ু বহে বেগে, গাছপালা ওঠে জেগে,
ঘনঘোর স্নিগ্ধ মেঘে আঁধার গগণ।

বেলা যায়, বৃষ্টি বাড়ে, বসি' আলিশার আড়ে
ভিজে কাক ডাক ছাড়ে মনের অসুখে।
রাজপথ জনহীন, শুধু পান্থ দুই তিন
ছাতার ভিতরে লীন ধায় গৃহমুখে।
বৃষ্টি-ঘেরা চারিধার, ঘনশ্যাম অন্ধকার,
ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দ, আর ঝরঝর পাতা।
থেকে থেকে ক্ষণে ক্ষণে গুরু গুরু গরজনে
মেঘদূত পড়ে মনে আষাঢ়ের গাথা।
পড়ে মনে বরিষার বৃন্দাবন অভিসার,
একাকিনী রাধিকার চকিত চরণ।
শ্যামল তমালতল, নীল যমুনার জল,
আর, দুটি ছল ছল মলিন নয়ন।
এ ভরা বাদর দিনে কে বাঁচিবে শ্যাম বিনে,
কাননের পথ চিনে' মন যেতে চায়।
বিজন যমুনা-কূলে বিকশিত নীপমূলে
কাঁদিয়া পরাণ বুলে বিরহ ব্যথায়।
দোহাই কল্পনা তোর, ছিন্ন কর্ মায়া-ডোর,
কবিতায় আর মোর নাই কোন দাবী ;
বিরহ, বকুল, আর বৃন্দাবন স্তূপাকার,
সে গুলো চাপাই কার স্কন্ধে, তাই ভাবি!

এখন ঘরের ছেলে বাঁচি ঘরে ফিরে গেলে,
দুদণ্ড সময় পেলে নাবার খাবার।
কলম হাঁকিয়ে ফেরা সকল রোগের সেরা,
তাই কবি মানুষেরা অস্থিচর্ম্মসার।
কলমের গোলামীটা আর নাহি লাগে মিঠা,
তার চেয়ে দুধ ঘিটা বহু গুণে শ্রেয়!
সাঙ্গ করি এইখানে; শেষে বলি কানে কানে,
পুরাণো বন্ধুর পানে মুখ তুলে' চেয়ো!

শ্রাবণের পত্র।

বন্ধু হে,

পরিপূর্ণ বরষায় আছি তব ভরষায়
কাজ কর্ম্ম কর সায়, এস চট্‌পট্‌!
শাম্‌লা আঁটিয়া নিত্য, তুমি কর ডেপুটিত্ব,
একা পড়ে' মোর চিত্ত করে ছট্‌ফট্‌!
যখন্ যা সাজে ভাই তখন্ করিবে তাই,
কালাকাল মানা নাই কলির বিচার!
শ্রাবণে ডিপুটি-পনা এ ত কভু নয় সনা-
তন প্রথা, এ যে অনা-সৃষ্টি অনাচার!

ছুটি লয়ে কোন মতে, পোট্‌মাণ্টো তুলি রথে,
সেজেগুজে রেলপথে কর অভিসার!
লয়ে দাড়ি, লয়ে হাসি, অবতীর্ণ হও আসি,
রুধিয়া জানালা শাসি বসি একবার!
বজ্ররবে সচকিত কাঁপিবে গৃহের ভিৎ,
পথে শুনি কদাচিৎ চক্র খড়্‌খড়্‌!
হারেরে ইংরাজ-রাজ, এ সাধে হানিলি বাজ,
শুধু কাজ—শুধু কাজ, শুধু ধড়্‌ফড়্‌!
আম্‌লা-শাম্‌লা-স্রোতে ভাসাইলি এ ভারতে,
যেন নেই ত্রিজগতে হাসি গল্প গান!
নেই বাঁশি. নেই বঁধু, নেই রে যৌবন-মধু,
মুচেছে পথিকবধূ সজল নয়ান।
যেনরে সরম টুটে' কদম্ব আর না ফুটে,
কেতকী শিহরি উঠে করে না আকুল!
কেবল জগৎটাকে জড়ায়ে সহস্র পাকে
গবর্মেণ্ট পড়ে থাকে বিরাট বিপুল।
বিষম রাক্ষস ওটা, মেলিয়া আপিষ-কোটা
গ্রাস করে গোটা গোটা বন্ধু বান্ধবেরে,
বৃহৎ বিদেশে দেশে কে কোথা তলায় শেষে,
কোথাকার সর্ব্বনেশে সর্ব্বিসের ফেরে!

এদিকে বাদর ভরা, নবীন শ্যামল ধরা,
নিশি দিন জল-ঝরা' সঘন গগন,
এ দিকে ঘরের কোণে বিরহিনী বাতায়নে
দিগন্তে তমালবনে নয়ন মগন।
হেঁটমুণ্ড করি হেঁট মিছে কর agitate,
খালি রেখে খালি পেট ভরিছ কাগজ
এদিকে যে গোরা মিলে, কালা বন্ধু লুটে নিলে,
তার বেলা কি করিলে নাই কোন খোঁজ!
দেখিছ না আঁখি খুলে' ম্যাঞ্চেষ্টর লিভারপুলে
দেশি শিল্প জলে গুলে করিল finish!
"আষাঢ়ে গল্প" সে কই! সেও বুঝি গেল ওই
আমাদের নিতান্তই দেশের জিনিষ!
তুমি আছ কোথা গিয়া, আমি আছি শূন্য হিয়া,
কোথায় বা সে তাকিয়া শোকতাপহরা!
সে তাকিয়া—গল্পগীতি সাহিত্য চর্চ্চার স্মৃতি
কত হাসি কত প্রীতি কত তুলো-ভরা!
কোথায় সে যদুপতি, কোথা মথুরার গতি,
অথ, চিন্তা করি ইতি কুরু মনস্থির,
মায়াময় এ জগৎ নহে সৎ নহে সৎ,
যেন পদ্মপত্রবৎ, তদুপরি নীর।

অতএব ত্বরা করে' উত্তর লিখিবে মোরে,
সর্ব্বদা নিকটে ঘোরে কাল সে করাল।
(সুধী তুমি ত্যজি নীর গ্রহণ করিয়ো ক্ষীর)
এই তত্ত্ব এ চিঠির জানিয়ো moral।

বঙ্গবীর।

ভুলুবাবু বসি' পাশের ঘরেতে
নাম্‌তা পড়েন উচ্চস্বরেতে,
হিষ্ট্রী কেতাব লইয়া করেতে
কেদারা হেলান্ দিয়ে
দুই ভাই মোরা সুখে সমাসীন,
মেজের উপরে জ্বলে কেরাসিন্,
পড়িয়া ফেলেছি চ্যাপ্টার তিন,
দাদা এমে, আমি বিএ।

যত পড়ি তত পুড়ে যায় তেল,
মগজে গজিয়ে উঠে আক্কেল,

কেমন করিয়া বীর ক্রমোয়েল
পাড়িল রাজার মাথা,
বালক যেমন ঠেঙার বাড়িতে
পাকা আমগুলো রহে গো পাড়িতে;
কৌতুক ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে
উলটি ব'য়ের পাতা।

কেহ মাথা ফেলে ধর্ম্মের তরে
পরহিতে কারো মাথা খসে' পড়ে,
রণভূমে কেহ মাথা রেখে মরে
কেতাবে রয়েছে লেখা ;
আমি কেদারার মাথাটি রাখিয়া
এই কথাগুলি চাখিয়া চাখিয়া
সুখে পাঠ করি থাকিয়া থাকিয়া
পড়ে' কত হয় শেখা !

পড়িয়াছি বসে' জানলার কাছে
জ্ঞান খুঁজে কা'রা ধরা ভ্রমিয়াছে,
কবে মরে তা'রা মুখস্থ আছে
কোন্ মাসে কি তারিখে।

কর্ত্তব্যের কঠিন শাসন
সাধ করে' কারা করে উপাসন,
গ্রহণ করেছে কণ্টকাসন,
খাতায় রেখেছি লিখে।

বড় কথা শুনি, বড় কথা কই,
জড় করে' নিয়ে পড়ি বড় বই,
এমনি করিয়া ক্রমে বড় হই
কে পারে রাখিতে চেপে।
কেদারায় বসে' সারাদিন ধরে'
বই পড়ে' পড়ে' মুখস্থ করে'
কভু মাথা ধরে কভু মাথা ঘোরে
বুঝি বা যাইব ক্ষেপে।

ইংরেজ চেয়ে কিসে মোরা কম!
আমরা যে ছোট সেটা ভারি ভ্রম;
আকার-প্রকার রকম-সকম
এতেই যা' কিছু ভেদ।
যাহা লেখে তারা তাই ফেলি শিখে,
তাহাই আবার বাংলায় লিখে'

করি কত মত গুরুমারা টীকে,
লেখনীর ঘুচে খেদ।

মোক্ষ মূলর বলেছে "আর্য্য,"
সেই শুনে সব ছেড়েছি কার্য্য,
মোরা বড় বলে' করেছি ধার্য্য,
আরামে পড়েছি শুয়ে।
মনু না কি ছিল আধ্যাত্মিক !
আমরাও তাই,—করিয়াছি ঠিক,
এ যে নাহি বলে ধিক্ তারে ধিক্ !
শাপ দি' পৈতে ছুঁয়ে !

কে বলিতে চায় মোরা নহি বীর,
প্রমাণ যে তার রয়েছে গভীর,
পূর্ব্বপুরুষ ছুঁড়িতেন তীর
সাক্ষী বেদব্যাস।
আর কিছু তবে নাহি প্রয়োজন,
সভাতলে মিলে' বারো তেরো জন
শুধু তরজন আর গরজন
এই কর অভ্যাস !

আলো চাল আর কাঁচকলা-ভাতে
মেখেচুখে নিয়ে কদলীর পাতে
ব্রহ্মচর্য্য পেত' হাতে হাতে
ঋষিগণ তপ করে,'
আমরা যদিও পাতিয়াছি মেজ,
হোটেলে ঢুকেছি পালিয়ে কালেজ,
তবু আছে সেই ব্রাহ্মণ তেজ
মনু তর্জ্জমা পড়ে' !

সংহিতা আর মুর্গি জবাই
এই দুটো কাজে লেগেছি সবাই,
বিশেষতঃ এই আমরা ক' ভাই
নিমাই নেপাল ভুতো !
দেশের লোকের কানের গোড়াতে
বিদ্যেটা নিয়ে লাঠিম ঘোরাতে,
বক্তৃতা আর কাগজ পোরাতে
শিখেছি হাজার ছুতো !

ম্যারাথন্ আর থর্ম্মপলিতে
কি যে হয়েছিল বলিতে বলিতে

শিরায় শোণিত রহে গো জ্বলিতে
　　পাটের পলিতে সম !
মূর্খ যাহারা কিছু পড়ে নাই
তা'রা এত কথা কি বুঝিবে ছাই !
হাঁ করিয়া থাকে, কভু তোলে হাই,
　　বুক ফেটে যায় মম !

আগাগোড়া যদি তাহারা পড়িত
গারিবাল্‌ডির জীবন-চরিত,
না জানি তা হলে কি তারা করিত
　　কেদারায় দিয়ে ঠেস্‌ !
মিল করে' করে' কবিতা লিখিত,
দু'চারটে কথা বলিতে শিখিত,
কিছু দিন তবু কাগজ টিঁকিত
　　উন্নত হত দেশ !

না জানিল তারা সাহিত্য-রস,
ইতিহাস নাহি করিল পরশ,
ওয়াষিংটনের জন্ম-বরষ
　　মুখস্থ হলনাকো !

ম্যাটসিনি-লীলা এমন সরেস্‌
এরা সে কথার না জানিল লেশ,
হা অশিক্ষিত অভাগা স্বদেশ
লজ্জায় মুখ ঢাকো !

আমি দেখ ঘরে চৌকি টানিয়ে
লাইব্রেরি হ'তে হিষ্ট্রি আনিয়ে
কত পড়ি, লিখি বানিয়ে বানিয়ে
শানিয়ে শানিয়ে ভাষা !
জলে' ওঠে প্রাণ, মরি পাখা করে,
উদ্দীপনায় শুধু মাথা ঘোরে,
তবুও যা হোক্‌ স্বদেশের তরে
একটুকু হয় আশা !

যাক্‌, পড়া যাক্‌ "ন্যাস্‌বি" সমর,
আহা, ক্রমোয়েল্‌, তুমিই অমর !
থাক্‌ এইখেনে, ব্যথিছে কোমর,
কাহিল হতেছে বোধ !
ঝি কোথায় গেল, নিয়ে আয় সাবু !
আরে, আরে এস ! এস ননি বাবু !

তাস পেড়ে নিয়ে খেলা যাক্ গ্রাবু
কাল্‌কের দেব শোধ !

ধর্ম্ম প্রচার ।

(কলিকাতার এক বাসায়)

ওই শোন, ভাই বিশু, 　　পথে শুনি "জয় যিশু" !
কেমনে এ নাম করিব সহ্য আমরা আর্য্য-শিশু !
কূর্ম্ম, কল্কি, স্কন্দ এখন কর ত বন্ধ !
যদি যিশু ভজে র'বে না ভারতে পুরাণের নাম গন্ধ !
ওই দেখ, ভাই শুনি, 　　যাজ্ঞবল্ক্য মুনি,
বিষ্ণু, হারীত, নারদ, অত্রি কেঁদে হল খুণোখুণি !
কোথায় রহিল কর্ম্ম ! 　কোথা সনাতন ধর্ম্ম !
সম্প্রতি তবু কিছু শোনা যায় বেদ পুরাণের মর্ম্ম !
ওঠ, ওঠ ভাই, জাগো ! 　মনে মনে খুব রাগো !
আর্য্য শাস্ত্র উদ্ধার করি, কোমর বাঁধিয়া লাগো !
কাছা কোঁচা লও আঁটি,' 　হাতে তুলে লও লাঠি !
হিন্দুধর্ম্ম করিব রক্ষা খৃষ্টানী হ'বে মাটি !

কোথা গেল ভাই ভজা! হিন্দুধর্ম্ম-ধ্বজা!
ষণ্ডা ছিল সে সে যদি থাকিত আজ হ'ত ঢুশো মজা!
এস মোনো, এস ভুতো! পরে লও বুট জুতো!
পাদ্রি বেটার পা মাড়িয়ে দিয়ো পাও যদি কোন ছুতো!
আগে দেব ছুয়ো তালি, তার পরে দেব গালি,
কিছু না বলিলে পড়িব তখন বিশ পঁচিশ বাঙ্গালী।
তুমি আগে যেয়ো তেড়ে', আমি নেব টুপি কেড়ে',
গোলেমালে শেষে পাঁচজনে পড়ে' মাটিতে ফেলিয়ো পেড়ে'!
কাঁচি দিয়ে তা'র চুল কেটে দেব বিল্‌কুল্‌,
কোটের বোতাম আগাগোড়া তার করে' দেব নির্ম্মূল!
তবে উঠ, সবে উঠ'! বাঁধ কটি, আঁট মুঠো!
দেখো, ভাই, যেন ভুলো না, অম্‌নি সাথে নিয়ো লাঠি ছুটো।

(দলপতির শিষ ও গান)
প্রাণ সইরে, মনোজ্বালা কারে কইরে।

(কোমরে চাদর বাঁধিয়া লাঠি হস্তে
মহোৎসাহে সকলের প্রস্থান)
(পথে। বিশু হারু মোনো ভূতোর সমাগম।
গেরুয়া বস্ত্রাচ্ছাদিত অনাবৃত পদ
মুক্তিফৌজের প্রচারক)—

"ধন্য হউক্ তোমার প্রেম, ধন্য তোমার নাম!
ভুবনমাঝারে হউক্ উদয় নূতন জেরুজিলাম!
ধরণী হইতে যাক্ ঘৃণা দ্বেষ, নিঠুরতা দূর হোক্!
মুছে দাও প্রভু মানবের আঁখি, ঘুচাও মরণশোক!
তৃষিত যাহারা, জীবনের বারি কর' তাহাদের দান!
দয়াময় যিশু, তোমার দয়ায় পাপীজনে কর ত্রাণ!"

"ওরে ভাই বিশু, এ কে! জুতো কোথা এল রেখে!
গোরা বটে, তবু হতেছে ভরসা গেরুয়া বসন দেখে'!"

"বধির নিদয় কঠিন হৃদয় তারে প্রভু দাও কোল!
অক্ষম আমি কি করিতে পারি—" "হরিবোল্ হরিবোল্!
"আরে, রেখে দাও খৃষ্ট! এখনি দেখাও পৃষ্ঠ!
দাঁড়ে উঠে' চড়' পড় বাবা পড়' হরে হরে হরে কৃষ্ণ!"

"তুমি যা সয়েছ তাহাই স্মরিয়া সহিব সকল ক্লেশ,
ক্রুশ গুরুভার করিব বহন,—" "বেশ, বাবা, বেশ বেশ!"
"দাও ব্যথা, যদি কারো মুছে পাপ আমার নয়ননীরে!
প্রাণ দিব, যদি এ জীবন দিলে পাপীর জীবন ফিরে।
আপনার জন, আপনার দেশ হয়েছি সর্ব্বত্যাগী।
হৃদয়ের প্রেম সব ছেড়ে যায় তোমার প্রেমের লাগি'।

সুখ সভ্যতা, রমণীর প্রেম, বন্ধুর কোলাকুলি
ফেলি' দিয়া পথে তব মহাব্রত মাথায় লয়েছি তুলি' !
এখনো তাদের ভুলিতে পারিনে, মাঝে মাঝে জাগে প্রাণে,
চিরজীবনের সুখবন্ধন সেই গৃহমাঝে টানে।
তখন তোমার রক্ত-সিক্ত ওই মুখপানে চাহি,
ও প্রেমের কাছে স্বদেশ বিদেশ আপনা ও পর নাহি !
ওই প্রেম তুমি কর বিতরণ আমার হৃদয় দিয়ে,
বিষ দিতে যা'রা এসেছে, তাহারা ঘরে যাক্ সুধা নিয়ে !
পাপ লয়ে' প্রাণে এসেছিল যারা তাহারা আসুক্ বুকে,
পড়ুক্ প্রেমের মধুব আলোক ভ্রুকুটি-কুটিল মুখে !"

"আর প্রাণে নাহি সহে, আর্য্যরক্ত দহে !"
"ওহে হারু, ওহে মাধু লাঠি নিয়ে ঘা-কতক দাওতহে !"
"যদি চাস্ তুই ইষ্ট বল মুখে বল্ কৃষ্ণ !"
"ধন্য হউক্ তোমার নাম দয়াময় যিশুখৃষ্ট !"
"তবেরে লাগাও লাঠি কোমরে কাপড় আঁটি' !"
"হিন্দুধর্ম্ম হউক্ রক্ষা খৃষ্টানী হোক্ মাটি !"
(প্রচারকের মাথায় লাঠি প্রহার।
মাথা ফাটিয়া রক্তপাত।
রক্ত মুছিয়া)

"প্রভু তোমাদের করুন্ কুশল, দিন তিনি শুভমতি !
আমি তাঁর দীন অধম ভৃত্য, তিনি জগতের পতি !"
"ওরে শিবু, ওরে হারু, ওরে ননি, ওরে চারু,
তামাসা দেখার এই কি সময়, প্রাণে ভয় নেই কারু ?"
"পুলিষ আসিছে গুঁতা উঁচাইয়া, এই বেলা দাও দৌড় !"
"ধন্য হইল আর্য্যধর্ম্ম, ধন্য হইল গৌড় !"

(ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন)—

নব-বঙ্গ-দম্পতির প্রেমালাপ।

(বাসর-শয়নে)

বর। জীবনে জীবন প্রথম মিলন,
সে সুখের কোথা তুলা নাই !
এস, সব ভুলে' আজি আঁখি তুলে'
শুধু দুঁহুঁ দোঁহা মুখ চাই।
মরমে মরমে সরমে ভরমে
যোড়া লাগিয়াছে একঠাঁই,
যেন এক মোহে ভুলে' আছি দোঁহে
যেন এক ফুলে মধু খাই !

জনম অবধি বিরহে দগধি'
এ পরাণ হয়েছিল ছাই,
তোমার অপার প্রেম পারাবার
জুড়াইতে আমি এনু তাই!
বল একবার, "আমিও তোমার,
তোমা ছাড়া কা'রে নাহি চাই!"
ওঠ কেন, ও কি! কোথা যাও সখি?
কনে। (সরোদনে) "আইমার কাছে শুতে যাই!"

(দু'দিন পরে)

বর। কেন সখি কোণে কাঁদিছ বসিয়া
চোখে কেন জল পড়ে?
উষা কি তাহার শুকতারা-হারা
তাই কি শিশির ঝরে?
বসন্ত কি নাই, বনলক্ষ্মী তাই
কাঁদিছে আকুল স্বরে?
উদাসিনী স্মৃতি কাঁদিছে কি বসি'
আশার সমাধি পরে?
খসে'-পড়া' তারা করিছে কি শোক
নীল আকাশের তরে?
কি লাগি কাঁদিছ?

কনে। পুষি মেনিটিরে
ফেলিয়া এসেছি ঘরে।

(অন্দরের বাগানে)

বর। কি করিছ বনে শ্যামল শয়নে
আলো করে' বসে' তরুমূল ?
কোমল কপোলে যেন নানা ছলে
উড়ে এসে পড়ে এলোচুল !
পদতল দিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
বহে' যায় নদী কুলুকুল।
সারাদিনমান শুনি' সেই গান
তাই বুঝি আঁখি ঢুলুঢুল !
আঁচল ভরিয়া মরমে মরিয়া
পড়ে' আছে বুঝি ঝুরো ফুল ?
বুঝি মুখ কা'র মনে পড়ে, আর
মালা গাঁথিবারে হয় ভুল !
কা'র কথা বলি' বায়ু পড়ে ঢলি
কানে দুলাইয়া যায় দুল !
গুন্ গুন্ ছলে কা'র নাম বলে
চঞ্চল যত অলিকুল ?

কানন নিরালা, আঁখি হাসি-ঢালা,
মন সুখস্মৃতি-সমাকুল !
কি করিছ বনে কুঞ্জ-ভবনে ?
কনে।— খেতেছি বসিয়া টোপাকুল !

বর। আসিয়াছি কাছে মনে যাহা আছে
বলিবারে চাহি সমুদয় !
আপনার ভার বহিবারে আর
পারে না ব্যাকুল এ হৃদয় !
আজি মোর মন কি জানি কেমন !
বসন্ত আজি মধুময়,
আজি প্রাণ খুলে' মালতী মুকুলে
বায়ু করে যায় অনুনয়।
যদি আঁখি দুটি মোর পানে ফুটি'
আশাভরা দুটি কথা কয়,
ও হৃদয় টুটে' যদি প্রেম উঠে
নিয়ে আধ লাজ আধ ভয় !
তোমার লাগিয়া পরাণ জাগিয়া
নিশিদিন যেন সারা হয়,

কোন্ কাজে তব দিবে তার সব
তারি লাগি যেন চেয়ে রয়!
জগৎ ছানিয়া কি দিব আনিয়া
জীবন যৌবন করি' ক্ষয়?
তোমা তরে, সখি, বল, করিব কি?

কনে।— আরো কুল পাড়' গোটাছয়!—

বর। তবে যাই সখি, নিরাশা-কাতর
শূন্য জীবন নিয়ে!
আমি চলে' গেলে এক ফোঁটা জল
পড়িবে কি আঁখি দিয়ে?
বসন্ত বায়ু মায়া-নিশ্বাসে
বিরহ জ্বালাবে হিয়ে?
ঘুমন্ত প্রায় আকাঙ্ক্ষা যত
পরাণে উঠিবে জিয়ে?
বিষাদিনী বসি' বিজন বিপিনে
কি করিবে তুমি প্রিয়ে?
বিরহের বেলা কেমনে কাটিবে?

কনে। দেব পুতুলের বিয়ে!

———

উন্নতি-লক্ষণ।

১

ওগো পুরবাসী, আমি পরবাসী
জগৎব্যাপারে অজ্ঞ,
শুধাই তোমায় এ পুর-শালায়
আজি এ কিসের যজ্ঞ?
সিংহ-দুয়ারে পথের দু'ধারে
রথের না দেখি অন্ত,—
কার সম্মানে ভিড়েছে এখানে
যত উষ্ণীষবন্ত?
বসেছেন ধীর অতি গম্ভীর
দেশের প্রবীণ বিজ্ঞ,
প্রবেশিয়া ঘরে সঙ্কোচে ডরে
মরি আমি অনভিজ্ঞ।
কোন্ শূরবীর জন্মভূমির
ঘুচাল হীনতাপঙ্ক?
ভারতের শুচি যশশশিরুচি
কে করিল অকলঙ্ক?

রাজা মহারাজ মিলেছেন আজ
কাহারে করিতে ধন্য ?
বসেছেন এঁরা পূজ্যজনেরা
কাহার পূজার জন্য ?
(উত্তর)
গেল যে সাহেব ভরি দুই জেব্,
করিয়া উদর পূর্ত্তি ;—
এঁরা বড়লোক করিবেন শোক
স্থাপিয়া তাহারি মূর্ত্তি।

অভাগা কে ওই মাগে নাম-সই'
দ্বারে দ্বারে ফিরে খিন্ন,
তবু উৎসাহে রচিবারে চাহে
কাহার স্মরণ-চিহ্ন ?
সন্ধ্যাবেলায় ফিরে আসে হায়
নয়ন অশ্রুসিক্ত,
হৃদয় ক্ষুণ্ণ, খাতাটি শূন্য,
থলি একেবারে রিক্ত।

যাহার লাগিয়া ফিরিছে মাগিয়া
মুছি ললাটের ঘর্ম্ম,
স্বদেশের কাছে কি সে করিয়াছে?
কি অপরাধের কর্ম্ম?
(উত্তর)
আর কিছু নহে, পিতাপিতামহে
বসায়ে গেছে সে উচ্চে,
জন্মভূমিরে সাজায়েছে ঘিরে
অমর-পুষ্পগুচ্ছে!

(২)

দেবী দশভুজা, হবে তাঁরি পূজা,
মিলিবে স্বজনবর্গ;
হেথা এল কোথা দ্বিতীয় দেবতা,
নূতন পূজার অর্ঘ?
কার সেবাতরে আসিতেছে ঘরে
আয়ুহীন মেষবৎস?
নিবেদিতে কারে আনে ভারে ভারে
বিপুল ভেটুকি মৎস্য?

কি আছে পাত্রে যাহার গাত্রে
বসেছে তৃষিত মক্ষী?
শলায় বিদ্ধ হতেছে সিদ্ধ
মনু-নিষিদ্ধ পক্ষী!
দেবতার সেরা কি দেবতা এঁরা,
পূজা ভবনের পূজ্য?
যাঁহাদের পিছে পড়ে গেছে নীচে
দেবী হয়ে গেছে উহ্য।

(উত্তর)

ম্যাকে, ম্যাকিনন্, অ্যালেন্, ডিলন্
দোকান ছাড়িয়া সদ্য
সরবে গরবে পূজার পরবে
তুলেছেন পাদপদ্ম!

এসেছিল দ্বারে পূজা দেখিবারে
দেবীর বিনীত ভক্ত,
কেন যায় ফিরে অবনত শিরে
অবমানে আঁখি রক্ত?
উৎসবশালা, জ্বলে দীপমালা,
রবি চলে গেছে অস্তে ;—

কুতূহলীদলে কি বিধান বলে
বাধা পায় দ্বারী-হস্তে ?
ইহারা কি তবে অনাচারী হবে,
সমাজ হইতে ভিন্ন ?
পূজা দান ধ্যানে ছেলেখেলা জ্ঞানে
এরা মনে মানে ঘৃণ্য ?
(উত্তর)
না না এরা সবে ফিরিছে নীরবে
দীন প্রতিবেশীবৃন্দে,
সাহেব-সমাজ আসিবেন আজ,
এরা এলে হবে নিন্দে !

---

(৩)

লোকটি কে ইনি যেন চিনি চিনি,
বাঙালী মুখের ছন্দ,—
ধরণে ধারণে অতি অকারণে
ইংরাজিতরো গন্ধ !
কালিয়া-বরণ, অঙ্গে পরণ
কালো হ্যাট্ কালোকুর্ত্তি,

যদি নিজ-দেশী কাছে আসে ঘেঁসি
কিছু যেন কড়ামূর্ত্তি !
ধুতি-পরা দেহ দেখা দিলে কেহ
অতিশয় লাগে লজ্জা,
বাংলা আলাপে রোষে সন্তাপে
জ্বলে ওঠে হাড় মজ্জা !
ইঁহারা কি শেষ ছাড়িবেন দেশ ?
এঁরা কি ভারত-দ্বেষ্টা ?
এঁদের কি তবে দলে দলে সবে
বিজাতি হবার চেষ্টা ?

(উত্তর)

এঁরা সবে বীর, এঁরা স্বদেশীর
প্রতিনিধি বলে গণ্য ;
কোট্‌পরা কায় সঁপেছেন হায়
শুধু স্বজাতির জন্য !
অনুরাগভরে ঘুচাবার তরে
বঙ্গভূমির দুঃখ
এ সভা মহতী ; এর সভাপতি
সভ্যেরা দেশমুখ্য।

এরা দেশহিতে চাহিছে সঁপিতে
আপন রক্ত মাংস,
তবে এ সভাকে ছেড়ে কেন থাকে
এ দেশের অধিকাংশ ?
কেন দলে দলে দূরে যায় চলে,
বুঝে না নিজের ইষ্ট,
যদি কুতূহলে আসে সভাতলে,
কেন বা নিদ্রাবিষ্ট ?
তবে কি ইহারা নিজ-দেশছাড়া ?
রুধিয়া রয়েছে কর্ণ
দৈবের বশে পাছে কানে পশে
শুভ কথা এক বর্ণ ?

(উত্তর)

না, না, এঁরা হন্ জন-সাধারণ,
জানে দেশভাষামাত্র,
স্বদেশ-সভায় বাসবারে হায়
তাই অযোগ্য পাত্র !

(৪)

বেশভূষা ঠিক যেন আধুনিক,
মুখ দাড়ি-সমাকীর্ণ,

কিন্তু বচন অতি পুরাতন,
　　ঘোরতর জরাজীর্ণ!
উচ্চ আসনে বসি একমনে
　　শূন্যে মেলিয়া দৃষ্টি
তরুণ এ লোক লয়ে মনুশ্লোক
　　করিছে বচনবৃষ্টি!
জলের সমান করিছে প্রমাণ,
　　কিছু নহে উৎকৃষ্ট
শালিবাহনের পূর্ব্ব সনের
　　পূর্ব্বে যা নহে সৃষ্ট!
শিশুকাল থেকে গেছেন কি পেকে
　　নিখিল পুরাণ-তন্ত্রে?
বয়স নবীন করিছেন ক্ষীণ
　　প্রাচীন বেদের মন্ত্রে?
আছেন কি তিনি লইয়া পাণিনি,
　　পুঁথি লয়ে কীটদষ্ট?
বায়ুপুরাণের খুঁজি পাঠ-ফের
　　আয়ু করিছেন নষ্ট?
প্রাচীনের প্রতি গভীর আরতি
　　বচন-রচনে সিদ্ধ,

কহ ত ম'শায়, প্রাচীন ভাষায়
কত দূর কৃতবিদ্য ?
(উত্তর)
ঋজুপাঠ দুটি নিয়েছেন লুটি,
দু' সর্গ রঘুবংশ,
মাক্ষমুলার হতে অধিকার
শাস্ত্রের বাকি অংশ।

পণ্ডিত ধীর মুণ্ডিত শির
প্রাচীন শাস্ত্রে শিক্ষা,
নবীন সভায় নব্য উপায়ে
দিবেন ধর্ম্ম দীক্ষা।
কহেন বোঝায়ে, কথাটি সোজা এ,
হিন্দুধর্ম্ম সত্য,
মূলে আছে তার কেমিষ্ট্রি, আর
শুধু পদার্থতত্ত্ব।
টিকিটা যে রাখা, ওতে আছে ঢাকা
ম্যাগ্নেটিজ্‌ম্ শক্তি,
তিলক রেখায় বৈদ্যুত ধায়
তাই জেগে ওঠে ভক্তি।

সন্ধ্যাটি হলে প্রাণপণ বলে
বাজালে শঙ্খঘণ্টা
মথিত বাতাসে তাড়িত প্রকাশে
সচেতন হয় মন্‌টা।
এম্-এ ঝাঁকে ঝাঁক শুনিছে অবাক্
অপরূপ বৃত্তান্ত—
বিদ্যাভূষণ এমন ভীষণ
বিজ্ঞানে দুর্দ্দান্ত!
তবে ঠাকুরের পড়া আছে ঢের,—
অন্ততঃ গ্যানো-খণ্ড,
হেলম্‌হৎস অতি বীভৎস
করেছে লণ্ড ভণ্ড!
(উত্তর)
কিছু না, কিছু না, নাই জানাশুনা
বিজ্ঞান কানাকৌড়ি,
লয়ে কল্পনা লম্বা রসনা
করিছে দৌড়াদৌড়ী!

কর্ম্মফল।

পরজন্ম সত্য হলে'
কি ঘটে মোর সেটা জানি।
আবার আমায় টান্‌বে ধরে'
বাংলা দেশের এ রাজধানী॥
গদ্যপদ্য লিখনু ফেঁদে,
তারাই আমায় আন্‌বে বেঁধে,
অনেক লেখায় অনেক পাতক,
সে মহাপাপ করব মোচন।
আমায় হয় ত কর্‌তে হবে
আমার লেখা সমালোচন!

২

ততদিনে দৈবে যদি
পক্ষপাতী পাঠক থাকে
কর্ণ হবে রক্তবর্ণ
এম্‌নি কটু বল্‌ব তাকে!
যে বইখানি পড়বে হাতে
দগ্ধ করব পাতে পাতে,

আমার ভাগ্যে হব আমি
দ্বিতীয় এক ভস্মলোচন !
আমায় হয় ত করতে হবে
আমার লেখা সমালোচন !

৩

বলব, এসব কি পুরাতন !
আগাগোড়া ঠেক্‌চে চুরি !
মনে হচ্চে, আমিও এমন
লিখ্‌তে পারি ঝুড়ি ঝুড়ি !
আরো যে সব লিখব কথা
ভাবতে মনে বাজচে ব্যথা,
পরজন্মের নিষ্ঠুরতায়
এ জন্মে হয় অনুশোচন !
আমায় হয় ত করতে হবে
আমার লেখা সমালোচন !

৪

তোমরা, যাঁদের বাক্য হয় না
আমার পক্ষে মুখরোচক,

তোমরা যদি পুনর্জন্মে
   হও পুনর্ব্বার সমালোচক—
আমি আমায় পাড়ব গালি,
তোমরা তখন ভাববে খালি
কলম কসে' বসে' বসে'
   প্রতিবাদের প্রতি বচন!
      আমায় হয় ত করতে হবে
         আমার লেখা সমালোচন!

৫

লিখব, ইনি কবি সভায়
   হংস মধ্যে বকো যথা!
তুমি লিখবে—কোন্ পাষণ্ড
   বলে এমন মিথ্যা কথা!
আমি তোমায় বলব—মূঢ়,
তুমি আমায় বলবে—রূঢ়,
তার পরে যা লেখালেখি
   হবে না সে রুচি-রোচন!
      তুমি লিখবে কড়া জবাব
         আমি কড়া সমালোচন!

কবি।

কাব্য পড়ে' যেমন ভাব
　কবি তেমন নয় গো!
আঁধার করে' রাখেনি মুখ,
দিবারাত্রি ভাংচে না বুক,
গভীর দুঃখ ইত্যাদি সব
　হাস্যমুখেই বয় গো!

ভালবাসে ভদ্র সভায়
　ভদ্র পোষাক পরতে অঙ্গে,
ভালবাসে ফুল্ল মুখে
　কইতে কথা লোকের সঙ্গে।
বন্ধু যখন ঠাট্টা করে,
　মরে না সে অর্থ খুঁজে,
ঠিক যে কোথায় হাসতে হবে
　একেক সময় দিব্যি বুঝে!
সাম্‌নে যখন অন্ন থাকে
　থাকেনা সে অন্য মনে;
সঙ্গিদলের সাড়া পেলে
　রয় না বসে' ঘরের কোণে!

বন্ধুরা কয়, লোকটা রসিক,
কয় কি তারা মিথ্যামিথ্যি ?
শত্রুরা কয়, লোকটা হাল্কা,
কিছু কি তার নাইক ভিত্তি ?
কাব্য দেখে' যেমন ভাব
কবি তেমন নয়গো!
চাঁদের পানে চক্ষু তুলে'
রয়না পড়ে নদীর কূলে,
গভীর দুঃখ ইত্যাদি সব
মনের সুখেই বয়গো !

সুখে আছি লিখ্‌তে গেলে
লোকে বলে, প্রাণটা ক্ষুদ্র !
আশাটা এর নয়ক বিরাট,
পিপাসা এর নয়ক রুদ্র !
পাঠকদলে তুচ্ছ করে,
অনেক কথা বলে কঠোর ;
বলে, একটু হেসে খেলেই
ভরে' যায় এর মনের জঠর !

কবিরে তাই ছন্দে বন্ধে
   বানাতে হয় দুখের দলিল!
মিথ্যা যদি হয় সে, তবু
   ফেলো পাঠক চোখের সলিল!
তাহার পরে আশিষ কোরো
   রুদ্ধকণ্ঠে ক্ষুব্ধ বুকে,
কবি যেন আজন্মকাল
   দুখের কাব্য লেখেন সুখে!

কাব্য যেমন, কবি যেন
      তেমন নাহি হয় গো!
বুদ্ধি যেন একটু থাকে,
স্নানাহারের নিয়ম রাখে!
সহজ লোকের মতই যেন
      সরল গদ্য কয় গো!

যুগল।

ঠাকুর, তব পায়ে নমোনমঃ,
পাপিষ্ঠ এই অক্ষমেরে ক্ষম,

আজ বসন্তে বিনয় রাখ মম,
বন্ধ কর শ্রীমদ্ভাগবত !
শাস্ত্র যদি নেহাৎ পড়তে হবে
গীতগোবিন্দ খোলা হোক্ না তবে,
শপথ মম, বোলোনা এই ভবে
জীবনখানা শুধু স্বপ্নবৎ !
একটা দিনের সন্ধি করিয়াছি,
বন্ধ আছে যমরাজের সমর,
আজকে শুধু এক্ বেলারই তরে
আমরা দোঁহে অমর, দোঁহে অমর !

স্বয়ং যদি আসেন আজি দ্বারে
মান্‌বনাক রাজার দারোগারে,—
কেল্লা হতে ফৌজ সারে সারে
দাঁড়ায় যদি, ওঁচায় ছোরা-ছুরি,
বলব, রে ভাই, বেজার কোরোনাক,
গোল হতেছে, একটু থেমে থাক,
কৃপাণ-খোলা শিশুর খেলা রাখ
ক্ষ্যাপার মত কামান-ছোঁড়াছুঁড়ি !

একটু খানি সরে' গিয়ে কর
সঙের মত সঙীন্ ঝমঝমর,
আজকে শুধু এক্ বেলারই তরে
আমরা দোঁহে অমর দোঁহে অমর !

বন্ধুজনে যদি পুণ্যফলে
করেন দয়া, আসেন দলে দলে,
গলায় বস্ত্র কব নয়নজলে,—
ভাগ্য নামে অতিবর্ষা সম !
একদিনেতে অধিক মেশামেশি
শ্রান্তি বড়ই আনে শেষাশেষি,
জানত ভাই দুটি প্রাণীর বেশি
এ কুলায়ে কুলায়নাক মম !
ফাগুন মাসে ঘরের টানাটানি,
অনেক চাঁপা, অনেকগুলি ভ্রমর,
ক্ষুদ্র আমার এই অমরাবতী
আমরা দুটি অমর দুটি অমর !

শাস্ত্র।

পঞ্চাশোর্দ্ধে বনে যাবে
  এমন কথা শাস্ত্রে বলে,
আমরা বলি বানপ্রস্থ্য
  যৌবনেতেই ভাল চলে।
বনে এত বকুল ফোটে,
  গেয়ে মরে কোকিলপাখী,
লতাপাতার অন্তরালে
  বড় সরস ঢাকাঢাকি।
চাঁপার শাখে চাঁদের আলো,
  সে সৃষ্টি কি কেবল মিছে?
এ সব যারা বোঝে তারা
  পঞ্চাশতের অনেক নীচে।

পঞ্চাশোর্দ্ধে বনে যাবে,
  এমন কথা শাস্ত্রে বলে,
আমরা বলি বানপ্রস্থ্য
  যৌবনেতেই ভাল চলে।

২

ঘরের মধ্যে বকাবকি,
নানান্ মুখে নানা কথা.
হাজার লোকে নজর পাড়ে,
একটুকু নাই বিরলতা ;
সময় অল্প, ফুবায় তাও
অরসিকের আনাগোনায়,
ঘণ্টা ধরে' থাকেন তিনি
সৎপসঙ্গ আলোচনায় ;
হতভাগ্য নবীন যুবা
কাজেই থাকে বনের খোঁজে,
ঘরের মধ্যে মুক্তি যে নেই
একথা সে বিশেষ বোঝে !
পঞ্চাশোর্দ্ধে বনে যাবে
এমন কথা শাস্ত্রে বলে,
আমরা বলি বানপ্রস্থ
যৌবনেতেই ভাল চলে।

৩

আমরা সবাই নব্যকালেব
সভ্য যুবা অনাচারী,

মনুর শাস্ত্র শুধরে দিয়ে
নতুন বিধি কর্‌ব জারি—
বুড়ো থাকুন ঘরের কোণে,
পয়সাকড়ি করুন জমা,
দেখুন্ বসে' বিষয় পত্র,
চালান্ মাম্‌লা মকদ্দমা ;
ফাগুন মাসে লগ্ন দেখে'
যুবারা যাক্ বনের পথে,
রাত্রি জেগে সাধ্য সাধন,
থাকুক রত কঠিন ব্রতে !
পঞ্চাশোর্দ্ধে বনে যাবে
এমন কথা শাস্ত্রে বলে,—
আমরা বলি বানপ্রস্থ
যৌবনেতেই ভাল চলে।

অনবসর।

ছেড়ে গেলে হে চঞ্চলা,
হে পুরাতন সহচরী !

ইচ্ছা বটে বছর কতক
তোমার জন্য বিলাপ করি,—
সোণার স্মৃতি গড়িয়ে তোমার
বসিয়ে রাখি চিত্ততলে,
একলা ঘরে সাজাই তোমায়
মাল্য গেঁথে অশ্রুজলে,

নিদেন কাঁদি মাসেক-থানেক
তোমায় চির-আপন জেনেই,—
হায়রে আমার হতভাগ্য!
সময় যে নেই সময় যে নেই!

বর্ষে বর্ষে বয়স কাটে,
বসন্ত যায় কথায় কথায়,
বকুলগুলো দেখ্‌তে দেখ্‌তে
ঝরে' পড়ে যথায় তথায়,.
মাসের মধ্যে বারেক এসে
অস্তে পালায় পূর্ণ ইন্দু,
শাস্ত্রে শাসায় জীবন শুধু
পদ্মপত্রে শিশির-বিন্দু,—

তাঁদের পানে তাকাব না
তোমায় শুধু আপন জেনেই
সেটা বড়ই বর্ব্বরতা ;—
সময় যে নেই,—সময় যে নেই !

এস আমার শ্রাবণ-নিশি,
এস আমার শরৎ-লক্ষ্মী,
এস আমার বসন্ত-দিন
লয়ে তোমার পুষ্পপক্ষী,
তুমি এস, তুমিও এস,
তুমি এস —এবং তুমি,
প্রিয়ে, তোমরা সবাই জান
ধরণীর নাম মর্ত্ত্যভূমি !

যে যায় চলে' বিরাগভরে
তারেই শুধু আপন জেনেই
বিলাপ করে' কাটাই, এমন
সময় যে নেই—সময় যে নেই

ইচ্ছে করে বসে' বসে'
পদ্যে লিখি গৃহকোণায়—

তুমিই আছ জগৎ জুড়ে—
   সেটা কিন্তু মিথ্যে শোনায়!
ইচ্ছে করে কোনও মতেই
   সান্ত্বনা আর মান্‌ব না রে,
এমন সময় নতুন আঁখি
   তাকায় আমার গৃহদ্বারে,—

চক্ষু মুছে দুয়ার খুলি,
   তারেই শুধু আপন জেনেই,—
কখন তবে বিলাপ করি?
   সময় যে নেই—সময় যে নেই!

অতিবাদ।

আজ বসন্তে বিশ্বখাতায়
হিসেব নেইক পুষ্পে পাতায়,
জগৎ যেন ঝোঁকের মাথায়
   সকল কথাই বাড়িয়ে বলে,
ভুলিয়ে দিয়ে সত্যি মিথ্যে,
ঘুলিয়ে দিয়ে নিত্যানিত্যে,

দুধারে সব উদার চিত্তে
বিধিবিধান ছাড়িয়ে চলে।

আমারো দ্বার মুক্ত পেয়ে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজ্‌কে আমি কোন মতেই
বল্‌বনাক সত্য কথা!

প্রিয়ার পুণ্যে হলেমরে আজ
একটা রাতের রাজ্যাধিরাজ,
ভাণ্ডারে আজ করছে বিরাজ
সকল প্রকার অজস্রত্ব!
কেন রাখব কথার ওজন?
কৃপণতায় কোন্‌ প্রয়োজন?
ছুটুক্‌ বাণী যোজন যোজন
উড়িয়ে দিয়ে সত্ত্ব নত্ব!

চিত্তদুয়ার মুক্ত করে'
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোন মতেই
বল্‌বনাক সত্য কথা!

হে প্রেয়সী স্বর্গদূতী,
আমার যত কাব্য পুঁথি
তোমার পায়ে পড়ে স্তুতি
তোমারি নাম বেড়ায় রটি,
থাক হৃদয়-পদ্মটিতে
এক্ দেবতা আমার চিতে!—
চাইনে তোমায় খবর দিতে
আরো আছেন তিরিশ কোটি।

চিত্তদুয়ার মুক্ত করে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোন মতেই
বল্‌বনাক সত্যকথা!

ত্রিভুবনে সবার বাড়া,
একলা তুমি সুধার ধারা,
উষার ভালে একটি তারা,
এ জীবনে একটি আলো!—
সন্ধ্যাতারা ছিলেন কে কে
সে সব কথা যাব ঢেকে,

সময় বুঝে মানুষ দেখে,
তুচ্ছ কথা ভোলাই ভালো!

চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোন মতেই
বল্‌বনাক সত্যকথা!

সত্য থাকুন্‌ ধরিত্রীতে
শুষ্ক রুক্ষ ঋষির চিতে,
জ্যামিতি আর বীজগণিতে,
কারো ইথে আপত্তি নেই,
কিন্তু আমার প্রিয়ার কাণে,
এবং আমার কবির গানে,
পঞ্চশরের পুষ্পবাণে
মিথ্যে থাকুন্‌ রাত্রিদিনেই!

চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজ্‌কে আমি কোন মতেই
বল্‌বনাক সত্য কথা!

ওগো সত্য বেঁটেখাটো,
বীণার তন্ত্রী যতই ছাঁটো,
কণ্ঠ আমার যতই আঁটো,
বল্‌বো তবু উচ্চস্বরে—
আমার প্রিয়ার মুগ্ধ দৃষ্টি
করচে ভুবন নূতন সৃষ্টি,
মুচ্‌কি হাসির সুধার বৃষ্টি
চল্‌চে আজি জগৎ জুড়ে!

চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজ্‌কে আমি কোন মতেই
বল্‌বনাক সত্য কথা!

যদি বল আর বছরে
এই কথাটাই এম্‌নি করে'
বলেছিলি, কিন্তু ওরে
শুনেছিলেন আরেকজনে—
জেনো তবে মূঢ়মত্ত,
আর বসন্তে সেটাই সত্য;

এবারো সেই প্রাচীন তত্ত্ব
ফুট্‌ল নূতন চোখের কোণে!

চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোন মতেই
বল্‌বনাক সত্য কথা!

আজ বসন্তে বকুল ফুলে
যে গান বায়ু বেড়ায় বুলে,
কাল সকালে যাবে ভুলে,
কোথায় বাতাস, কোথায় সে ফুল!
হে সুন্দরী তেম্‌নি কবে
এ সব কথা ভুল্‌ব যবে
মনে রেখো আমায় তবে,—
ক্ষমা কোরো আমার সে ভুল!

চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে
সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোন মতেই
বল্‌বনাক সত্য কথা!

অচেনা।

কেউ যে কারে চিনিনাক
সেটা মস্ত বাঁচন্!
তা না হলে নাচিয়ে দিত
বিষম তুর্কি-নাচন!
বুকের মধ্যে মনটা থাকে
মনের মধ্যে চিন্তা,—
সেই খানেতেই নিজের ডিমে
সদাই তিনি দিন্ তা'!
বাইরে যা পাই সম্‌জে নেব
তারি আইন-কানুন্
অন্তরেতে যা আছে তা'
অন্তর্যামীই জানুন!

চাইনেরে, মন চাইনে!
মুখের মধ্যে যে টুকু পাই,
যে হাসি আর যে কথাটাই,
যে কলা আর যে ছলনাই
তাই নেরে, মন, তাই নে!

বাইরে থাকুক্ মধুর মূর্ত্তি,
সুধামুখের হাস্য,
তরল চোখে সরল দৃষ্টি
করব না তার ভাষ্য!
বাহু যদি তেমন করে'
জড়ায় বাহু-বন্ধ
আমি দুটি চক্ষু মুদে
রৈব হয়ে অন্ধ!
কে যাবে ভাই মনের মধ্যে
মনের কথা ধর্ত্তে?
কীটের খোঁজে কে দেবে হাত
কেউটে সাপের গর্ত্তে?

চাইনেরে, মন চাইনে!
মুখের মধ্যে যে টুকু পাই,
যে হাসি আর যে কথাটাই,
যে কলা আর যে ছলনাই
তাই নেরে, মন, তাই নে!

মন নিয়ে কেউ বাঁচেনাক,
মন বলে যা পায়রে

কোন জন্মে মন সেটা নয়
জানে না কেউ হায়রে!
ওটা কেবল কথার কথা,
মন কি কেহ চিনিস্?
আছে কারো আপন হাতে
মন বলে এক জিনিষ?
চলেন তিনি গোপন চালে
স্বাধীন তাঁহার ইচ্ছে!
কেই বা তাঁরে দিচ্চে, এবং
কেই বা তাঁরে নিচ্চে!

চাইনেরে, মন চাইনে!
মুখের মধ্যে যেটুকু পাই
যে হাসি আর যে কথাটাই,
যে কলা আর যে ছলনাই
তাই নেরে, মন, তাই নে!

———

তথাপি।

তুমি যদি আমায় ভাল না বাসো
  রাগ করি যে এমন আমার সাধ্য নাই ;
এমন কথার দেবনাক আভাসও
  আমারো মন তোমার পায়ে বাধ্য নাই !
নাইক আমার কোন গরব গরিমা
  যেমন করেই কর আমায় বঞ্চিত,
তুমি না রও তোমার সোনার প্রতিমা
  রবে আমার মনের মধ্যে সঞ্চিত।

কিন্তু তবু তুমিই থাক সমস্যা যাক্ ঘুচি !
স্মৃতির চেয়ে আসলটিতেই আমার অভিরুচি !

  দৈবে স্মৃতি হারিয়ে যাওয়া শক্ত নয়
  সেটা কিন্তু বলে রাখাই সঙ্গত !
তাহা ছাড়া যারা তোমার ভক্ত নয়
  নিন্দা তারা করতে পারে অন্ততঃ।
তাহা ছাড়া চিরদিন কি কষ্টে যায় ?
  আমারো এই অশ্রু হবে মার্জ্জনা।

ভাগ্যে যদি একটি কেহ নষ্টে যায়
　সান্ত্বনার্থে হয় ত পাব চারজনা !

কিন্তু তবু তুমিই থাক সমস্যা যাক্ ঘুচি !
চারের চেয়ে একের পরেই আমার অভিরুচি !

হিং টিং ছট্।

স্বপ্ন দেখেছেন রাত্রে হবুচন্দ্র ভূপ,—
অর্থ তার ভাবি' ভাবি' গবুচন্দ্র চুপ !—
শিয়রে বসিয়া যেন তিনটে বাঁদরে
উকুন বাছিতেছিল পরম আদরে ;
একটু নড়িতে গেলে গালে মারে চড়
চখে মুখে লাগে তার নখের আঁচড়।
সহসা মিলাল তা'রা এল এক বেদে,
"পাখী উড়ে' গেছে" বলে' মরে কেঁদে কেঁদে ;
সম্মুখে রাজারে দেখি তুলি নিল ঘাড়ে,
ঝুলায়ে বসায়ে দিল উচ্চ এক দাঁড়ে।
নীচেতে দাঁড়ায়ে এক বুড়ি থুড়থুড়ি
হাসিয়া পায়ের তলে দেয় সুড়সুড়ি।

রাজা বলে "কি আপদ!" কেহ নাহি ছাড়ে,
পা দু'টা তুলিতে চাহে, তুলিতে না পারে।
পাখীর মতন রাজা করে ঝট্‌পট্‌,—
বেদে কানে কানে বলে—"হিং টিং ছট্‌!"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্‌!

হবুপুর রাজ্যে আজ দিন ছয় সাত
চখে কারো নিদ্রা নাই, পেটে নাই ভাত।
শীর্ণ গালে হাত দিয়ে নত করি' শির
রাজ্যসুদ্ধ বালবৃদ্ধ ভেবেই অস্থির।
ছেলেরা ভুলেছে খেলা, পণ্ডিতেরা পাঠ,
মেয়েরা করেছে চুপ—এতই বিভ্রাট!
সারি সারি বসে' গেছে কথা নাই মুখে,
চিন্তা যত ভারি হয় মাথা পড়ে ঝুঁকে।
ভুঁইফোঁড় তত্ত্ব যেন ভূমিতলে খোঁজে,
সবে যেন বসে' গেছে নিরাকার ভোজে!
মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া উৎকট
হঠাৎ ফুকারি উঠে—"হিং টিং ছট্‌!"

স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্‌!

চারিদিক হতে এল পণ্ডিতের দল,
অযোধ্যা কনোজ কাঞ্চী মগধ কোশল;
উজ্জয়িনী হতে এল বুধ-অবতংস—
কালিদাস কবীন্দ্রের ভাগিনেয়বংশ।
মোটা মোটা পুঁথি লয়ে উলটায় পাতা,
ঘন ঘন নাড়ে বসি' টিকিসুদ্ধ মাথা!
বড় বড় মস্তকের পাকা শস্যক্ষেত
বাতাসে দুলিছে যেন শীর্ষ-সমেত!
কেহ শ্রুতি, কেহ স্মৃতি, কেহ বা পুরাণ,
কেহ ব্যাকরণ দেখে, কেহ অভিধান;
কোনখানে নাহি পায় অর্থ কোনরূপ,
বেড়ে ওঠে অনুস্বার বিসর্গের স্তূপ!
চুপ করে' বসে' থাকে বিষম সঙ্কট,
থেকে থেকে হেঁকে ওঠে—"হিং টিং ছট্‌!"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্‌!

কহিলেন হতাশ্বাস হবুচন্দ্র রাজ—
ম্লেচ্ছদেশে আছে নাকি পণ্ডিতসমাজ!
তাহাদের ডেকে আন যে যেখানে আছে—
অর্থ যদি ধরা পড়ে তাহাদের কাছে।—
কটাচুল নীলচক্ষু কপিশ কপোল,
যবন পণ্ডিত আসে, বাজে ঢাক ঢোল।
গায়ে কালো মোটা মোটা ছাঁটাছোঁটা কুর্ত্তি,
গ্রীষ্মতাপে উষ্মা বাড়ে, তারি উগ্রমূর্ত্তি!
ভূমিকা না করি' কিছু ঘড়ি খুলি' কয়—
"সতেরো মিনিট মাত্র রয়েছে সময়,
কথা যদি থাকে কিছু বল চট্‌পট্‌!"
সভাসুদ্ধ বলি' উঠে "হিং টিং ছট্‌!"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্‌।

স্বপ্ন শুনি ম্লেচ্ছমুখ রাঙা টক্‌টকে,
আগুন ছুটিতে চায় মুখে আর চখে!
হানিয়া দক্ষিণ মুষ্টি বাম করতলে
"ডেকে এনে পরিহাস" রেগেমেগে বলে!—

ফরাসী পণ্ডিত ছিল, হাস্যোজ্জ্বলমুখে
কহিল নোয়ায়ে মাথা, হস্ত রাখি বুকে—
"স্বপ্ন যাহা শুনিলাম রাজযোগ্য বটে ;
হেন স্বপ্ন সকলের অদৃষ্টে না ঘটে !
কিন্তু তবু স্বপ্ন ওটা করি অনুমান
যদিও রাজার শিরে পেয়েছিল স্থান !
অর্থ চাই রাজকোষে আছে ভূরি ভূরি,
রাজস্বপ্নে অর্থ নাই, যত মাথা খুঁড়ি !
নাই অর্থ কিন্তু তবু কহি অকপট
শুনিতে কি মিষ্ট আহা—হিং টিং ছট্ !"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান !

শুনিয়া সভাস্থ সবে করে ধিক্ ধিক্—
কোথাকার গণ্ডমূর্খ পাষণ্ড নাস্তিক !
স্বপ্ন শুধু স্বপ্নমাত্র মস্তিষ্ক বিকার,
এ কথা কেমন করে' করিব স্বীকার !
জগৎ-বিখ্যাত মোরা "ধর্ম্মপ্রাণ" জাতি !
স্বপ্ন উড়াইয়া দিবে !—দুপুরে ডাকাতি !

হবুচন্দ্র রাজা কহে পাকালিয়া চোখ—
"গবুচন্দ্র, এদের উচিত শিক্ষা হোক!
হেঁটোয় কণ্টক দাও, উপরে কণ্টক,
ডালকুত্তাদের মাঝে করহ বণ্টক!"
সতেরো মিনিট কাল না হইতে শেষ,
ম্লেচ্ছ পণ্ডিতের আর না মিলে উদ্দেশ!
সভাস্থ সবাই ভাসে আনন্দাশ্রুনীরে,
ধর্ম্মরাজ্যে পুনর্ব্বার শান্তি এল ফিরে।
পণ্ডিতেরা মুখ চক্ষু করিয়া বিকট
পুনর্ব্বার উচ্চারিল "হিং টিং ছট্!"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্!

অতঃপর গৌড় হতে এল হেন বেলা
যবন পণ্ডিতদের গুরুমারা চেলা।
নগ্নশির, সজ্জা নাই. লজ্জা নাই ধড়ে—
কাছা কোঁচা শতবার খসে' খসে' পড়ে।
অস্তিত্ব আছে না আছে, ক্ষীণ খর্ব্বদেহ,
বাক্য যবে বাহিরায় না থাকে সন্দেহ!

এতটুকু যন্ত্র হতে এত শব্দ হয়
দেখিয়া বিশ্বের লাগে বিষম বিস্ময়।
না জানে অভিবাদন, না পুছে কুশল,
পিতৃনাম শুধাইলে উদ্যত মুষল।
সগর্ব্বে জিজ্ঞাসা করে "কি লয়ে বিচার !
শুনিলে বলিতে পারি কথা দুই চার ;
ব্যাখ্যায় করিতে পারি উলট্‌পালট্‌ !"
সমস্বরে কহে সবে—"হিং টিং ছট্‌ !"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে শুনে পুণ্যবান্‌ !

স্বপ্নকথা শুনি মুখ গম্ভীর করিয়া
কহিল গৌড়ীয় সাধু প্রহর ধরিয়া,—
"নিতান্ত সরল অর্থ, অতি পরিষ্কার,
বহু পুরাতন ভাব, নব আবিষ্কার।
ত্র্যম্বকের ত্রিনয়ন ত্রিকাল ত্রিগুণ
শক্তিভেদে ব্যক্তিভেদ দ্বিগুণ বিগুণ।
বিবর্ত্তন আবর্ত্তন সম্বর্ত্তন আদি
জীবশক্তি শিবশক্তি করে বিসম্বাদী।

আকর্ষণ বিকর্ষণ পুরুষ প্রকৃতি
আণব চৌম্বক বলে আকৃতি বিকৃতি।
কুশাগ্রে প্রবহমান জীবাত্ম বিদ্যুৎ
ধারণা পরমা শক্তি সেথায় উদ্ভূত।
ত্রয়ী শক্তি ত্রিস্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকট—
সংক্ষেপে বলিতে গেলে "হিং টিং ছট্!"
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্!

সাধু সাধু সাধু রবে কাঁপে চারিধার,
সবে বলে—পরিষ্কার—অতি পরিষ্কার!
দুর্ব্বোধ যা কিছু ছিল হয়ে গেল জল,
শূন্য আকাশের মত অত্যন্ত নির্ম্মল।
হাঁপ ছাড়ি উঠিলেন হবুচন্দ্র রাজ,
আপনার মাথা হতে খুলি লয়ে তাজ
পরাইয়া দিল ক্ষীণ বাঙ্গালীর শিরে,
ভারে তার মাথাটুকু পড়ে বুঝি ছিঁড়ে'!
বহুদিন পরে আজ চিন্তা গেল ছুটে,
হাবুডুবু হবু রাজ্য নড়ি চড়ি উঠে।

ছেলেরা ধরিল খেলা, বৃদ্ধেরা তামুক,
এক দণ্ডে খুলে গেল রমণীর মুখ।
দেশযোড়া মাথাধরা ছেড়ে গেল চট্,
সবাই বুঝিয়া গেল—হিং টিং ছট্!
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্!

যে শুনিবে এই স্বপ্নমঙ্গলের কথা,
সর্ব্বভ্রম ঘুচে যাবে নহিবে অন্যথা।
বিশ্বে কভু বিশ্ব ভেবে হবেনা ঠকিতে,
সত্যেরে সে মিথ্যা বলি' বুঝিবে চকিতে।
যা আছে তা নাই, আর, নাই যাহা আছে,
এ কথা জাজ্জ্বল্যমান হবে তার কাছে।
সবাই সরলভাবে দেখিবে যা কিছু,
সে আপন লেজুড় জুড়িবে তার পিছু।
এস ভাই, তোল হাই, শুয়ে পড় চিত,
অনিশ্চিত এ সংসারে এ কথা নিশ্চিত—
জগতে সকলি মিথ্যা সব মায়াময়
স্বপ্ন শুধু সত্য আর সত্য কিছু নয়।

স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃত সমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভণে, শুনে পুণ্যবান্।

জুতা-আবিষ্কার।

কহিলা হবু "শুন গো গোবুরায়,
কালিকে আমি ভেবেছি সারারাত্র—
মলিন ধূলা লাগিবে কেন পায়
ধরণীমাঝে চরণ ফেলামাত্র!
তোমরা শুধু বেতন লহ বাঁটি
রাজার কাজে কিছুই নাহি দৃষ্টি!
আমার মাটি লাগায় মোরে মাটি,
রাজ্যে মোর একি এ অনাসৃষ্টি!
শীঘ্র এর করিবে প্রতিকার
নহিলে কারো রক্ষা নাহি আর!"

শুনিয়া গোবু ভাবিয়া হল খুন,
দারুণ ত্রাসে ঘর্ম্ম বহে গাত্রে!
পণ্ডিতের হইল মুখ চূণ
পাত্রদের নিদ্রা নাহি রাত্রে!

রান্নাঘরে নাহিক চড়ে হাঁড়ি,
কান্নাকাটি পড়িল বাড়িমধ্যে,
অশ্রুজলে ভাসায়ে পাকা দাড়ি
কহিলা গোবু হবুর পাদপদ্মে,—
"যদি না ধূলা লাগিবে তব পায়ে
পায়ের ধূলা পাইব কি উপায়ে!"

শুনিয়া রাজা ভাবিল দুলি দুলি,
কহিল শেষে "কথাটা বটে সত্য,
কিন্তু আগে বিদায় কর ধূলি,
ভাবিয়ো পরে পদধূলির তত্ত্ব!
ধূলা-অভাবে না পেলে পদধূলা
তোমরা সবে মাহিনা খাও মিথ্যে,
কেন বা তবে পুষিনু এতগুলা
উপাধি-ধরা বৈজ্ঞানিক ভৃত্যে!
আগের কাজ আগে ত তুমি সারো
পরের কথা ভাবিয়ো পরে আরো!"

আঁধার দেখে রাজার কথা শুনি,
যতনভরে আনিল তবে মন্ত্রী

যেখানে যত আছিল জ্ঞানীগুণী
দেশে বিদেশে যতেক ছিল যন্ত্রী !
বসিল সবে চসমা চোখে আঁটি,
ফুরায়ে গেল উনিশ পিপে নস্য,
অনেক ভেবে কহিল "গেলে মাটি
ধরায় তবে কোথায় হবে শস্য !"
কহিল রাজা "তাই যদি না হবে,
পণ্ডিতেরা রহেছ কেন তবে ?"

সকলে মিলি যুক্তি করি শেষে
কিনিল ঝাঁটা সাড়ে সতেরো লক্ষ,
ঝাঁটের চোটে পথের ধূলো এসে
ভরিয়া দিল রাজার মুখ বক্ষ !
ধূলায় কেহ মেলিতে নারে চোখ,
ধূলার মেঘে পড়িল ঢাকা সূর্য্য ;
ধূলার বেগে কাশিয়া মরে লোক,
ধূলার মাঝে নগর হল উহ্য !
কহিল রাজা, "করিতে ধূলা দূর,—
জগত হল ধূলায় ভর-পুর !"

তখন বেগে ছুটিল ঝাঁকে ঝাঁক
মশক্ কাঁথে একুশলাখ ভিস্তি।
পুকুরে বিলে রহিল শুধু পাঁক,
নদীর জলে নাহিক চলে কিস্তি ;
জলের জীব মরিল জল বিনা,
ডাঙার প্রাণী সাঁতার করে চেষ্টা ;
পাঁকের তলে মজিল বেচা-কিনা,
সর্দ্দিজ্বরে উজাড় হল দেশটা !
কহিল রাজা "এমনি সব গাধা
ধূলারে মারি করিয়া দিল কাদা !"

আবার সবে ডাকিল পরামর্শে ;
বসিল পুন যতেক গুণবন্ত ;
ঘুরিয়া মাথা হেরিল চোখে সর্ষে,
ধূলার হায় নাহিক পায় অন্ত !
কহিল "মহী মাদুর দিয়ে ঢাক ;
ফরাস পাতি' করিব ধূলা বন্ধ !"
কহিল কেহ "রাজারে ঘরে রাখ
কোথাও যেন না থাকে কোন রন্ধ্র !

ধূলার মাঝে না যদি দেন পা
  তা হলে পায়ে ধূলা ত লাগে না!"

কহিল রাজা "সে কথা বড় খাঁটি,
  কিন্তু মোর হতেছে মনে সন্ধ
মাটির ভয়ে রাজ্য হবে মাটি
  দিবসরাতি রহিলে আমি বন্ধ!"
কহিল সবে "চামারে তবে ডাকি
  চর্ম্ম দিয়া মুড়িয়া দাও পৃথ্বী!
ধূলির মহী ঝুলির মাঝে ঢাকি
  মহীপতির রহিবে মহাকীর্ত্তি!"
কহিল সবে "হবে সে অবহেলে,
  যোগ্যমত চামার যদি মেলে!"

রাজার চর ধাইল হেথা হোথা.
  ছুটিল সবে ছাড়িয়া সব কর্ম্ম।
যোগ্যমত চামার নাহি কোথা,
  না মিলে তত উচিতমত চর্ম্ম!
তখন ধীরে চামার-কুলপতি
  কহিল এসে ঈষৎ হেসে বৃদ্ধ,—

"বলিতে পারি করিলে অনুমতি
সহজে যাহে মানস হবে সিদ্ধ!
নিজের দুটি চরণ ঢাক, তবে
ধরণী আর ঢাকিতে নাহি হবে!

কহিল রাজা "এত কি হবে সিধে,
ভাবিয়া ম'ল সকল দেশসুদ্ধ!"
মন্ত্রী কহে "বেটারে শূল বিঁধে
কারার মাঝে করিয়া রাখ রুদ্ধ!"
রাজার পদ চর্ম্ম-আবরণে
ঢাকিল বুড়া বসিয়া পদোপান্তে;
মন্ত্রী কহে "আমারো ছিল মনে,
কেমনে বেটা পেরেছে সেটা জান্‌তে!"
সেদিন হতে চলিল জুতো-পরা,
বাঁচিল গোবু, রক্ষা পেল ধরা।

শীতে ও বসন্তে।

প্রথম শীতের মাসে শিশির লাগিল ঘাসে,
হুহু করে হাওয়া আসে, হিহি করে কাঁপে গাত্র।

আমি ভাবিলাম মনে, এবার মাতিব রণে,
বৃথা কাজে অকারণে কেটে গেছে দিনরাত্র।
লাগিব দেশের হিতে গরমে বাদলে শীতে,
কবিতা নাটকে গীতে করিব না অনাসৃষ্টি ;
লেখা হবে সারবান্, অতিশয় ধারবান্,
খাড়া র'ব দ্বারবান দশদিকে রাখি দৃষ্টি।
এত বলি গৃহকোণে বসিলাম দৃঢ় মনে
লেখকের যোগাসনে, পাশে লয়ে মসীপাত্র।
নিশিদিন রুধি দ্বার, স্বদেশের শুধি ধার,
নাহি হাঁফ ছাড়িবার অবসর তিলমাত্র।
রাশি রাশি লিখে লিখে একেবারে দিকে দিকে
মাসিকে ও সাপ্তাহিকে করিলাম লেখাবৃষ্টি।
ঘরেতে জ্বলে না চুলো, শরীরে উড়িছে ধূলো,
আঙ্গুলের ডগাগুলো হয়ে গেল কালীকৃষ্টি !

খুঁটিয়া তারিখ মাস করিলাম রাশ রাশ,
গাঁথিলাম ইতিহাস, রচিলাম পুরাতত্ত্ব।
গালি দিয়া মহারাগে দেখালেম দাগে দাগে
যে যাহা বলেছে আগে কিছু তার নহে সত্য।

পুরাণে বিজ্ঞানে গোটা করিয়াছি সিদ্ধি-ঘোঁটা,
যাহা কিছু ছিল মোটা হয়ে গেছে অতি সূক্ষ্ম।
করেছি সমালোচনা, আছে তাহে গুণপণা
কেহ তাহা বুঝিল না, মনে রয়ে গেল দুঃখ।
মেঘদূত—লোকে যাহা কাব্যভ্রমে বলে "আহা,"—
আমি দেখায়েছি, তাহা দর্শনের নব সূত্র।
নৈষধের কবিতাটি ডারুয়িন তত্ত্ব খাঁটি,
মোর আগে এ কথাটি বল কে বলেছে কুত্র?
কাব্য কহিবার ভাণে নীতি বলি কানে কানে
সে কথা কেহ না জানে, না বুঝে হতেছে ইষ্ট।
নভেল লেখার ছলে শিখায়েছি সুকৌশলে
শাদাটিরে শাদা বলে, কালো যাহা তাই কৃষ্ণ।

কত মাস এই মত একে একে হ'ল গত,
আমি দেশহিতে রত সব দ্বার করি বন্ধ।
হাসি গীত গল্পগুলি ধূলিতে হইল ধূলি,
বেঁধে দিয়ে চোখে ঠুলি কল্পনারে করি অন্ধ।
নাহি জানি চারি পাশে কি ঘটিছে কোন্ মাসে,
কোন ঋতু কবে আসে, কোন্ রাতে উঠে চন্দ্র।

আমি জানি, রুশিয়ান্ কতদূর আগুয়ান,
বজেটের খতিয়ান্ কোথা তার আছে রন্ধ্র।
আমি জানি কোন্ দিন পাশ্ হল কি আইন্,
কুইনের বেহাইন্ বিধবা হইল কল্য ;
জানি সব আটঘাট ;—গেজেটে করেছি পাঠ
আমাদের ছোটলাট কোথা হতে কোথা চল্ল।

একদিন বসে বসে লিখিয়া যেতেছি কসে'
এদেশেতে কার দোষে ক্রমে কমে' আসে শস্য ;
কেনই বা অপঘাতে মরে লোক দিবারাতে,
কেন ব্রাহ্মণের পাতে নাহি পড়ে চর্ব্ব্য চোষ্য।
হেনকালে হুদ্দাড়্ খুলে গেল সব দ্বার,
চারিদিকে তোলপাড় বেধে গেছে মহাকাণ্ড।
নদীজলে, বনে, গাছে কেহ গাহে কেহ নাচে,
উলটিয়া পড়িয়াছে দেবতার সুধাভাণ্ড।
উতলা পাগল-বেশে দক্ষিণে বাতাস এসে
কোথা হতে হাহা হেসে প'ল যেন মদমত্ত!
লেখাপত্র কেড়েকুড়ে—কোথা কি যে গেল উড়ে,
ওই রে আকাশ জুড়ে ছড়ায় "সমাজ-তত্ত্ব!"

"রুশিয়ার অভিপ্রায়" ওই কোথা উড়ে যায়,
গেল বুঝি হায় হায় "আমিরের ষড়যন্ত্র!"
"প্রাচীন ভারত" বুঝি আর পাইব না খুঁজি,
কোথা গিয়ে হল পুঁজি "জাপানের রাজতন্ত্র!"

গেল গেল, ও কি কর, আরে আরে ধর ধর!—
হাসে বন মর্ মর্, হাসে বায়ু কলহাস্যে!
উঠে হাসি নদীজলে ছলছল কলকলে;
ভাসায়ে লইয়া চলে "মনুর নূতন ভাষ্যে।"
বাদ প্রতিবাদ যত শুক্‌নো পাতার মত
কোথা হল অপগত,—কেহ তাহে নহে ক্ষুণ্ণ!
ফুলগুলি অনায়াসে মুচকি মুচকি হাসে;
সুগভীর পরিহাসে হাসিতেছে নীল শূন্য!
দেখিতে দেখিতে মোর লাগিল নেশার ঘোর,
কোথা হতে মন-চোর পশিল আমার বক্ষে;
যেমনি সমুখে চাওয়া অমনি সে ভূতে-পাওয়া
লাগিল হাসির হাওয়া আর বুঝি নাহি রক্ষে!
প্রথমে প্রাণের কূলে শিহরি শিহরি দুলে,
ক্রমে সে মরম-মূলে লহরী উঠিল চিত্তে।

তার পরে মহা হাসি উছসিল রাশি রাশি,
হৃদয় বাহিরে আসি মাতিল জগৎ-নৃত্যে।

এস এস বঁধু এস, আধেক আঁচরে বস,
অবাক্ অধরে হাস ভুলাও সকল তত্ত্ব!
তুমি শুধু চাহ ফিরে,—ডুবে যাক্ ধীরে ধীরে
সুধাসাগরের নীরে যত মিছা যত সত্য!
আনগো যৌবনগীতি, দূরে চলে' যাক্ নীতি,
আন পরাণের প্রীতি, থাক্ প্রবীণের ভাষ্য!
এসহে আপনাহারা প্রভাত সন্ধ্যার তারা,
বিষাদের আঁখিধারা প্রমোদের মধুহাস্য!
আন বাসনার ব্যথা অকারণ চঞ্চলতা,
আন কানে-কানে কথা চোখে চোখে লাজ-দৃষ্টি!
অসম্ভব, আশাতীত, অনাবশ্য, অনাদৃত,
এনে দাও অযাচিত যত কিছু অনাসৃষ্টি!
হৃদয়-নিকুঞ্জমাঝ এস আজি ঋতুরাজ,
ভেঙ্গে দাও সব কাজ প্রেমের মোহন মন্ত্রে!
হিতাহিত হোক্ দূর,—গাব গীত সুমধুর,
ধর তুমি ধর সুর সুধাময়ী বীণাযন্ত্রে!

২য় ভাগ ১ম খণ্ড।

বর্ণানুক্রম সূচী।

কাব্য-গ্রন্থ।

দ্বিতীয় ভাগ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রীমোহিত চন্দ্র সেন এম্, এ,

সম্পাদক।

প্রকাশক—এস্, সি, মজুমদার।

২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা,

মুজুমদার লাইব্রেরী।

কলিকাতা—৩/৪ গৌরমোহন মুখার্জির ষ্ট্রীট,

মেট্‌কাফ্ প্রেসে মুদ্রিত।

১৩১০ সন।

কাব্য-গ্রন্থ।

দ্বিতীয় ভাগ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

কাব্য-গ্রন্থ।

২য় ভাগ ২য় খণ্ডের সূচী।

যৌবন-স্বপ্ন।

প্রেম।

যৌবন-স্বপ্ন।

পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম
কস্তুরী মৃগসম !
ফাল্গুন রাতে দক্ষিণ বায়ে
কোথা দিশা খুঁজে পাই না !
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই,
যাহা পাই তাহা চাই না !

বক্ষ হইতে বাহির হইয়া
আপন বাসনা মম
ফিরে মরীচিকা সম !
বাহু মেলি তারে বক্ষে লইতে
বক্ষে ফিরিয়া পাই না।
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না !

নিজের গানেরে বাঁধিয়া ধরিতে
চাহে যেন বাঁশি মম,
উতলা পাগলসম !
যা'রে বাঁধি ধরে' তার মাঝে আর
রাগিণী খুঁজিয়া পাই না !
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না !

যৌবন-স্বপ্ন।

মদনভস্মের পূর্ব্বে।

একদা তুমি অঙ্গ ধরি ফিরিতে নব ভুবনে
মরি মরি অনঙ্গ দেবতা!
কুসুমরথে মকরকেতু উড়িত মধুপবনে
পথিকবধূ চরণে প্রণতা।
ছড়াত পথে আঁচল হতে অশোক চাঁপা করবী
মিলিয়া যত তরুণ তরুণী,
বকুলবনে পবন হতে সুরার মত সুরভী
পরাণ হত অরুণ-বরণী।

সন্ধ্যা হলে কুমারীদলে বিজন তব দেউলে
জ্বালায়ে দিত প্রদীপ যতনে,
শূন্য হলে তোমার তূণ বাছিয়া ফুল-মুকুলে
সায়ক তারা গড়িত গোপনে।
কিশোর কবি মুগ্ধ ছবি বসিয়া তব সোপানে
বাজায়ে বীণা রচিত রাগিণী।

হরিণ সাথে হরিণী আসি চাহিত দীন নয়ানে,
বাঘের সাথে আসিত বাঘিনী।

হাসিয়া যবে তুলিতে ধনু প্রণয়ভীরু ষোড়শী
চরণে ধরি করিত মিনতি।
পঞ্চশর গোপনে লয়ে কৌতূহলে উলসি'
পরখছলে খেলিত যুবতী।
শ্যামল তৃণ-শয়নতলে ছড়ায়ে মধু-মাধুরী
ঘুমাতে তুমি গভীর আলসে,
ভাঙাতে ঘুম লাজুক বধূ করিত কত চাতুরী
নূপুর দুটি বাজাত লালসে।

কাননপথে কলস লয়ে চলিত যবে নাগরী
কুসুমশর মারিতে গোপনে,
যমুনাকূলে মনের ভুলে ভাসায়ে দিয়ে গাগরী
রহিত চাহি আকুল নয়নে।
বাহিয়া তব কুসুমতরী সমুখে আসি হাসিতে
সরমে বালা উঠিত জাগিয়া,
শাসনতরে বাঁকায়ে ভুরু নামিয়া জলরাশিতে
মারিত জল হাসিয়া রাগিয়া।

তেমনি আজো উদিছে বিধু মাতিছে মধুযামিনী
মাধবীলতা মুদিছে মুকুলে।
বকুলতলে বাঁধিছে চুল একেলা বসি কামিনী
মলয়ানিল-শিথিল-দুকুলে।
বিজন নদীপুলিনে আজো ডাকিছে চখা চখীরে
মাঝেতে বহে বিরহ-বাহিনী।
গোপন-ব্যথাকাতর বালা বিরলে ডাকি সখীরে
কাঁদিয়া কহে করুণ কাহিনী।

এস গো আজি অঙ্গ ধরি সঙ্গে করি সখারে
বন্তমালা জড়ায়ে অলকে,
এস গোপনে মৃদু চরণে বাসরগৃহ-দুয়ারে
স্তিমিত-শিখা প্রদীপ আলোকে।
এস চতুর মধুর হাসি তড়িৎসম সহসা
চকিত কর বধূরে হরষে,
নবীন কর মানবঘর ধরণী কর বিবশা
দেবতা পদ-সরস-পরশে!

গীতোচ্ছ্বাস।

নীরব বাঁশরী খানি বেজেছে আবার!
প্রিয়ার বারতা বুঝি এসেছে আমার!
বসন্ত-কাননমাঝে বসন্ত-সমীরে
তাই বুঝি মনে পড়ে ভোলা গান যত!
তাই বুঝি ফুলবনে জাহ্নবীর তীরে
পুরাতন হাসিগুলি ফুটে শত শত।
তাই বুঝি হৃদয়ের বিস্মৃত বাসনা
জাগিছে নবীন হ'য়ে পল্লবের মত!
জগত-কমল-বনে কমল-আসনা
কত দিন পরে বুঝি তাই এল ফিরে!
সে এলনা এল তার মধুর মিলন,
বসন্তের গান হ'য়ে এল তার স্বর,
দৃষ্টি তার ফিরে এল—কোথা সে নয়ন?
চুম্বন এসেছে তার—কোথা সে অধর?

স্তন।

নারীর প্রাণের প্রেম মধুর কোমল,
বিকশিত যৌবনের বসন্ত-সমীরে

কুসুমিত হয়ে ওই ফুটেছে বাহিরে,
সৌরভ-সুধায় করে পরাণ পাগল।
মরমের কোমলতা তরঙ্গ তরল
উথলি উঠেছে যেন হৃদয়ের তীরে!
কি যেন বাঁশীর ডাকে জগতের প্রেমে
বাহিরিয়া আসিতেছে সলাজ হৃদয়,
সহসা আলোতে এসে গেছে যেন থেমে
সরমে মরিতে চায় অঞ্চল আড়ালে!
প্রেমের সঙ্গীত যেন বিকশিয়া রয়,
উঠিছে পড়িছে ধীরে হৃদয়ের তালে।
হেরগো কমলাসন জননী লক্ষ্মীর—
হের নারী-হৃদয়ের পবিত্র মন্দির!

চুম্বন।

অধরের কাণে যেন অধরের ভাষা।
দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করে।
গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটী ভালবাসা
তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধর-সঙ্গমে!

দুইটি তরঙ্গ উঠি প্রেমের নিয়মে
ভাঙিয়া মিলিয়া যায় দুইটি অধরে।
ব্যাকুল বাসনা দুটী চাহে পরস্পরে
দেহের সীমায় আসি দুজনের দেখা!
প্রেম লিখিতেছে গান কোমল আখরে
অধরতে থরে থরে চুম্বনের লেখা।
দুখানি অধর হ'তে কুসুম চয়ন,
মালিকা গাঁথিবে বুঝি ফিরে গিয়ে ঘরে!
দুটি অধরের এই মধুর মিলন
দুইটি হাসির রাঙা বাসরশয়ন।

বিবসনা।

ফেল গো বসন ফেল—ঘুচাও অঞ্চল।
পর শুধু সৌন্দর্য্যের নগ্ন আবরণ
সুর-বালিকার বেশ কিরণ বসন।
পরিপূর্ণ তনুখানি—বিকচ কমল,
জীবনের যৌবনের লাবণ্যের মেলা!
বিচিত্র বিশ্বের মাঝে দাঁড়াও একেলা!

সর্ব্বাঙ্গে পড়ুক তব চাঁদের কিরণ
সর্ব্বাঙ্গে মলয় বায়ু করুক সে খেলা।
অসীম নীলিমা মাঝে হও নিমগন
তারাময়ী বিবসনা প্রকৃতির মত।
অতনু ঢাকুক মুখ বসনের কোণে
তনুর বিকাশ হেরি লাজে শির নত।
আসুক্‌ বিমল ঊষা মানব ভবনে,
লাজহীনা পবিত্রতা শুভ্র বিবসনে।

বাহু।

কাহারে জড়াতে চাহে দুটি বাহুলতা!
কাহারে কাঁদিয়া বলে যেওনা যেওনা!
কেমনে প্রকাশ করে ব্যাকুল বাসনা,
কে শুনেছে বাহুর নীরব আকুলতা!
কোথা হতে নিয়ে আসে হৃদয়ের কথা
গায়ে লিখে দিয়ে যায় পুলক অক্ষরে!
পরশে বহিয়া আনে মরমবারতা
মোহ মেখে রেখে যায় প্রাণের ভিতরে!

কণ্ঠ হ'তে উতারিয়া যৌবনের মালা
দুইটি আঙুলে ধরি তুলি দেয় গলে।
দুটি বাহু বহি আনে হৃদয়ের ডালা,
রেখে দিয়ে যায় যেন চরণের তলে!
লতায়ে থাকুক বুকে চির আলিঙ্গন,
ছিঁড়োনা ছিঁড়োনা দুটি বাহুর বন্ধন!

চরণ।

দুখানি চরণ পড়ে ধরণীর গায়,
দুখানি অলস রাঙা কোমল চরণ।
শত বসন্তের স্মৃতি জাগিছে ধরায়,
শতলক্ষ কুসুমের পরশ-স্বপন!
শত বসন্তের যেন ফুটন্ত অশোক
ঝরিয়া মিলিয়া গেছে দুটি রাঙা পায়!
প্রভাতের প্রদোষের দুটি সূর্য্যালোক
অস্ত গেছে যেন দুটি চরণচ্ছায়ায়!
যৌবন-সঙ্গীত পথে যেতেছে ছড়ায়ে,
নূপুর কাঁদিয়া মরে চরণ জড়ায়ে,

নৃত্য সদা বাঁধা যেন মধুর মায়ায়।
হোথা যে নিঠুর মাটি, শুষ্ক ধরাতল,—
এস গো হৃদয়ে এস, ঝুরিছে হেথায়
লাজ-রক্ত লালসার রাঙা শতদল।

হৃদয় আকাশ।

আমি ধরা দিয়েছি গো আকাশের পাখী,
নয়নে দেখেছি তব নূতন আকাশ!
দুখানি আঁখির পাতে কি রেখেছ ঢাকি
হাসিলে ফুটিয়া পড়ে উষার আভাস!
হৃদয় উড়িতে চায় হোথায় একাকী
আঁখি-তারকার দেশে করিবারে বাস!
ঐ গগনেতে চেয়ে উঠিয়াছে ডাকি
হোথায় হারাতে চায় এ গীত-উচ্ছ্বাস!
তোমার হৃদয়াকাশ অসীম বিজন—
বিমল নীলিমা তার অয়ি সুকুমারী,
সেই শূন্য মাঝে যদি নিয়ে যেতে পারি
আমার দুখানি পাখা কনক বরণ!

হৃদয় চাতক হ'য়ে চাবে অশ্রুবারি,
হৃদয় চকোর চাবে হাসির কিরণ!

অঞ্চলের বাতাস।

পাশ দিয়ে গেল চলি চকিতের প্রায়,
অঞ্চলের প্রান্তখানি ঠেকে গেল গায়,
শুধু দেখা গেল তার আধখানি পাশ,
শিহরি পরশি গেল অঞ্চলের বায়।
অজানা হৃদয়-বনে উঠেছে উচ্ছ্বাস,
অঞ্চলে বহিয়া এল দক্ষিণে বাতাস,
সেথা যে বেজেছে বাঁশি তাই শুনা যায়
সেথায় উঠিছে কেঁদে ফুলের সুবাস।
কার প্রাণখানি হ'তে করি হায় হায়
বাতাসে উড়িয়া এল পরশ-আভাস!
ওগো কার তনুখানি হয়েছে উদাস!
ওগো কে জানাতে চাহে মরম বারতা!
দিয়ে গেল সর্ব্বাঙ্গের আকুল নিশ্বাস,
বলে গেল সর্ব্বাঙ্গের কাণে কাণে কথা!

দেহের মিলন।

প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে,
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন।
হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে
মুরছি পড়িতে চায় তব দেহপরে!
তোমার নয়নপানে ধাইছে নয়ন,
অধর মরিতে চায় তোমার অধরে!
তৃষিত পরাণ আজি কাঁদিছে কাতরে
তোমারে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে করিতে দর্শন।
হৃদয় লুকান আছে দেহের সাগরে
চিরদিন তীরে বসি করি গো ক্রন্দন,
সর্ব্বাঙ্গ ঢালিয়া আজি আকুল অন্তরে
দেহের রহস্যমাঝে হইব মগন।
আমার এ দেহমন চির রাত্রিদিন
তোমার সর্ব্বাঙ্গে যাবে হইয়া বিলীন।

তনু।

ওই তনুখানি তব আমি ভালবাসি।
এ প্রাণ তোমার দেহে হয়েছে উদাসী।

শিশিরেতে টলমল ঢলঢল ফুল
টুটে পড়ে থরেথরে যৌবন বিকাশি।
চারিদিকে গুঞ্জরিছে জগত আকুল
সারানিশি সারাদিন ভ্রমর পিপাসী।
ভালবেসে বায়ু এসে দুলাইছে দুল
মুখে পড়ে মোহভরে পূর্ণিমার হাসি।
পূর্ণ দেহখানি হতে উঠিছে সুবাস।
মরি মরি কোথা সেই নিভৃত নিলয়,
কোমল শয়নে যেথা ফেলিছে নিশ্বাস
তনু-ঢাকা মধুমাখা বিজন হৃদয়!
ওই দেহখানি বুকে তুলে নেব, বালা,
পঞ্চদশ বসন্তের একগাছি মালা!

স্মৃতি।

ওই দেহপানে চেয়ে পড়ে মোর মনে
যেন কত শত পূর্বজনমের স্মৃতি!
সহস্র হারান' সুখ আছে ও নয়নে,
জন্মজন্মান্তের যেন বসন্তের গীতি!

যেন গো আমারি তুমি আত্মবিস্মরণ,
অনন্ত কালের মোর সুখদুঃখশোক ;
কত নব জগতের কুসুমকানন,
কত নব আকাশের চাঁদের আলোক ;
কত দিবসের তুমি বিরহের ব্যথা,
কত রজনীর তুমি প্রণয়ের লাজ,
সেই হাসি সেই অশ্রু সেই সব কথা
মধুর মুরতি ধবি দেখা দিল আজ !
তোমার মুখেতে চেয়ে তাই নিশিদিন
জীবন সুদূরে যেন হতেছে বিলীন !

হৃদয়-আসন।

কোমল দুখানি বাহু সরমে লতায়ে
বিকশিত স্তন দুটি আগুলিয়া রয়,
তারি মাঝখানে কিরে রয়েছে লুকায়ে
অতিশয় সযতন গোপন হৃদয় !
সেই নিরালায়, সেই কোমল আসনে,
দুইখানি স্নেহস্ফুট স্তনের ছায়ায়,

কিশোর প্রেমের মৃদু প্রদোষ কিরণে
আনত আঁখির তলে রাখিবে আমায় !
কতনা মধুর আশা ফুটিছে সেথায়—
গভীর নিশীথে কত বিজন কল্পনা,
উদাস নিশ্বাস বায়ু বসন্তসন্ধ্যায়,
গোপনে চাঁদিনী রাতে দুটি অশ্রুকণা !
তারি মাঝে আমারে কি রাখিবে যতনে
হৃদয়ের সুমধুর স্বপন-শয়নে !

—

হাসি ।

সুদূর প্রবাসে আজি কেনরে কি জানি
কেবলি পড়িছে মনে তার হাসিখানি ।
কখন্ নামিয়া গেল সন্ধ্যার তপন,
কখন্ থামিয়া গেল সাগরের বাণী !
কোথায় ধরার ধারে বিরহ-বিজন
একটি মাধবী লতা আপন ছায়াতে
দুটি অধরের রাঙা কিশলয়-পাতে
হাসিটি রেখেছে ঢেকে কুঁড়ির মতন !

সারারাত নয়নের সলিল সিঞ্চিয়া
রেখেছে কাহার তরে যতনে সঞ্চিয়া !
সে হাসিটি কে আসিয়া করিবে চয়ন,
লুব্ধ এই জগতের সবারে বঞ্চিয়া !
তখন দুখানি হাসি মরিয়া বাঁচিয়া
তুলিবে অমর করি একটি চুম্বন !

পূর্ণ মিলন।

নিশিদিন কাঁদি সখি মিলনের তরে,
যে মিলন ক্ষুধাতুর মৃত্যুর মতন।
লও লও বেঁধে লও কেড়ে লও মোরে,
লও লজ্জা লও বস্ত্র লও আবরণ।
এ তরুণ তনুখানি লহ চুরি করে.
আঁখি হতে লও ঘুম, ঘুমের স্বপন।
জাগ্রত বিপুল বিশ্ব লও তুমি হরে
অনন্তকালের মোর জীবনমরণ !
বিজন বিশ্বের মাঝে, মিলনশ্মশানে,
নির্ব্বাপিত সূর্য্যালোক লুপ্ত চরাচর,

লাজমুক্ত বাসমুক্ত দুটি নগ্ন প্রাণে,
তোমাতে আমাতে হই অসীম সুন্দর!
একি দুরাশার স্বপ্ন হায় গো ঈশ্বর,
তোমা ছাড়া এ মিলন আছে কোন্‌খানে!

শ্রান্তি।

সুখশ্রমে আমি সখি শ্রান্ত অতিশয়;
পড়েছে শিথিল হ'য়ে শিরার বন্ধন।
অসহ্য কোমল ঠেকে কুসুমশয়ন,
কুসুমরেণুর সাথে হয়ে যাই লয়।
স্বপনের জালে যেন পড়েছি জড়ায়ে!
যেন কোন অস্তাচলে সন্ধ্যা-স্বপ্নময়
রবির ছবির মত যেতেছি গড়ায়ে;
সুদূরে মিলিয়া যায় নিখিল নিলয়।
ডুবিতে ডুবিতে যেন সুখের সাগরে
কোথাও না পাই ঠাঁই, শ্বাসরুদ্ধ হয়,
পরাণ কাঁদিতে থাকে মৃত্তিকার তরে।
এ যে সৌরভের বেড়া, পাষাণের নয়;

কেমনে ভাঙিতে হবে ভাবিয়া না পাই,
অসীম নিদ্রার ভারে পড়ে আছি তাই।

বন্দী।

দাও খুলে দাও সখি ওই বাহুপাশ।
চুম্বনমদিরা আর করায়োনা পান!
কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ এ বাতাস,
ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বদ্ধ এ পরাণ!
কোথায় উষার আলো কোথায় আকাশ!
এ চির পূর্ণিমারাত্রি হোক্ অবসান!
আমারে ঢেকেছে তব মুক্ত কেশপাশ,
তোমার মাঝারে আমি নাহি দেখি ত্রাণ!
আকুল অঙ্গুলিগুলি করি কোলাকুলি
গাঁথিছে সর্ব্বাঙ্গে মোর পরশের ফাঁদ।
ঘুমঘোরে শূন্যপানে দেখি মুখ তুলি
শুধু অবিশ্রাম-হাসি একখানি চাঁদ!
স্বাধীন করিয়া দাও বেঁধনা আমায়
স্বাধীন হৃদয়খানি দিব তব পায়!

কেন ?

কেন গো এমন স্বরে বাজে তবে বাঁশি,
মধুর সুন্দর রূপে কেঁদে উঠে হিয়া,
রাঙা অধরের কোণে হেরি মধু হাসি
পুলকে যৌবন কেন উঠে বিকশিয়া !
কেন তনু বাহুডোরে ধরা দিতে চায়,
ধায় প্রাণ দুটি কালো আঁখির উদ্দেশে,
হায় যদি এত লাজ কথায় কথায়,
হায় যদি এত শ্রান্তি নিমেষে নিমেষে ।
কেন কাছে ডাকে যদি মাঝে অন্তরাল,
কেন রে কাঁদায় প্রাণ সবি যদি ছায়া,
আজ হাতে তুলে নিয়ে ফেলে দিবে কাল
এরি তরে এত তৃষ্ণা, এ কাহার মায়া !
মানবহৃদয় নিয়ে এত অবহেলা,
খেলা যদি, কেন হেন মর্ম্মভেদী খেলা !

মোহ ।

এ মোহ ক দিন থাকে, এ মায়া মিলায় !
কিছুতে পারে না আর বাঁধিয়া রাখিতে ।

কোমল বাহুর ডোর ছিন্ন হয়ে যায়,
মদিরা উথলে নাকো মদির-আঁখিতে।
কেহ কারে নাহি চিনে আঁধার নিশায়।
ফুল ফোটা সাঙ্গ হলে গাহে না পাখীতে!
কোথা সেই হাসিপ্রান্ত চুম্বন-তৃষিত
রাঙা পুষ্পটুকু যেন প্রস্ফুট অধর!
কোথা কুসুমিত তনু পূর্ণ বিকশিত
কম্পিত পুলকভরে, যৌবনকাতর!
তখন কি মনে পড়ে সেই ব্যাকুলতা,
সেই চির পিপাসিত যৌবনের কথা,
সেই প্রাণপরিপূর্ণ মরণ-অনল
মনে পড়ে' হাসি আসে? চোখে আসে জল?

নিষ্ফল প্রয়াস।

ওই যে সৌন্দর্য্য লাগি' পাগল ভুবন,
ফুটন্ত অধর প্রান্তে হাসির বিলাস,
গভীর তিমিরমগ্ন আঁখির কিরণ,
লাবণ্য-তরঙ্গভঙ্গ গতির উচ্ছ্বাস,

যৌবন-ললিত-লতা বাহুর বন্ধন,
এরা ত তোমারে ঘিরে আছে অনুক্ষণ,
তুমি কি পেয়েছ নিজ সৌন্দর্য্য-আভাস ?
মধুরাতে ফুলপাতে করিয়া শয়ন
বুঝিতে পার কি নিজ মধু আলিঙ্গন ?
আপনার প্রস্ফুটিত তনুর উল্লাস
আপনারে করেছে কি মোহ-নিমগন ?
তবে মোরা কি লাগিয়া করি হা হুতাশ !
দেখ শুধু ছায়াখানি মেলিয়া নয়ন ;
রূপ নাহি ধরা দেয়—বৃথা সে প্রয়াস !

হৃদয়ের ধন।

কাছে যাই, ধরি হাত, বুকে লই টানি',—
তাহার সৌন্দর্য্য লয়ে আনন্দে মাখিয়া
পূর্ণ করিবারে চাহি মোর দেহখানি,
আঁখিতলে বাহুপাশে কাড়িয়া রাখিয়া !
অধরের হাসি ল'ব করিয়া চুম্বন,
নয়নের দৃষ্টি ল'ব নয়নে আঁকিয়া,

কোমল পরশখানি করিয়া বসন
রাখিব দিবসনিশি সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া !
নাই—নাই—কিছু নাই—শুধু অন্বেষণ।
নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাঁকিয়া।
কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলায়ন,
দেহ শুধু হাতে আসে—শ্রান্ত করে হিয়া।
প্রভাতে মলিন মুখে ফিরে যাই গেহে,
হৃদয়ের ধন কভু ধরা যায় দেহে ?

পবিত্র প্রেম।

ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা ও'রে, দাঁড়াও সরিয়া,
ম্লান করিয়ো না আর মলিন পরশে !
ওই দেখ তিলে তিলে যেতেছে মরিয়া,
বাসনা-নিশ্বাস তব গরল বরষে !
জান না কি হৃদিমাঝে ফুটেছে যে ফুল,
ধূলায় ফেলিলে তারে ফুটিবে না আর !
জান না কি সংসারের পাথার অকূল,
জান না কি জীবনের পথ অন্ধকার !

আপনি উঠেছে ওই তব ধ্রুবতারা,
আপনি ফুটেছে ফুল বিধির কৃপায় ;
সাধ করে কে আজিরে হবে পথহারা!
সাধ করে এ কুসুম কে দলিবে পায়!
যে প্রদীপ আলো দেবে তাহে ফেল শ্বাস,
যারে ভালবাস' তারে করিছ বিনাশ!

পবিত্র জীবন।

মিছে হাসি, মিছে বাঁশি, মিছে এ যৌবন,
মিছে এই দরশের পরশের খেলা!
চেয়ে দেখ, পবিত্র এ মানব জীবন,
কে ইহারে অকাতরে করে অবহেলা!
ভেসে ভেসে এই মহা চরাচরস্রোতে
কে জানে গো আসিয়াছে কোন্‌খান হতে,
কোথা হতে নিয়ে এল প্রেমের আভাস,
কোন্ অন্ধকার ভেদি উঠিল আলোতে!
এ নহে খেলার ধন, যৌবনের আশ,
বোলো না ইহার কানে আবেশের বাণী,

নহে নহে এ তোমার বাসনার দাস,
তোমার ক্ষুধার মাঝে আনিও না টানি ;
এ তোমার ঈশ্বরের মঙ্গল আশ্বাস,
স্বর্গের আলোক তব এই মুখখানি !

মরীচিকা।

এস, ছেড়ে এস, সখি, কুসুমশয়ন !
বাজুক্ কঠিন মাটি চরণের তলে।
কত আর করিবে গো বসিয়া বিরলে
আকাশ-কুসুমবনে স্বপন চয়ন !
দেখ ওই দূর হতে আসিছে ঝটিকা,
স্বপ্নরাজ্য ভেসে যাবে খর অশ্রুজলে !
দেবতার বিদ্যুতের অভিশাপশিখা
দহিবে আঁধার নিদ্রা বিমল অনলে।
চল গিয়ে থাকি দোঁহে মানবের সাথে,
সুখ দুঃখ লয়ে সবে গাঁথিছে আলয়,
হাসি কান্না ভাগ করি ধরি হাতে হাতে
সংসার-সংশয়-রাত্রি রহিব নির্ভয়।

সুখ-রৌদ্র-মরীচিকা নহে বাসস্থান,
মিলায় মিলায় বলি ভয়ে কাঁপে প্রাণ!

প্রেম।

আকাশ-সিন্ধুমাঝে এক ঠাঁই
কিসের বাতাস লেগেছে,—
জগৎ-ঘূর্ণী জেগেছে!
ঝলকি' উঠেছে রবিশশাঙ্ক
ঝলকি' ছুটেছে তারা,
অযুত চক্র ঘুরিয়া উঠেছে
অবিরাম মাতোয়ারা!
স্থির আছে শুধু একটি বিন্দু
ঘূর্ণির মাঝখানে—
সেইখান হতে স্বর্ণকমল
উঠেছে শূন্যপানে!
সুন্দরী ওগো সুন্দরী!
শতদলদলে ভুবনলক্ষ্মী
দাঁড়ায়ে রয়েছ মরি মরি!
জগতের পাকে সকলি ঘুরিছে,
অচল তোমার রূপরাশি!
নানাদিক্ হতে নানা দিন দেখি,——
পাই দেখিবারে ওই হাসি!

জনমে মরণে আলোকে আঁধারে
চলেছি হরণে পূরণে,
ঘুরিয়া চলেছি ঘূরণে!

কাছে যাই যার দেখিতে দেখিতে
চলে যায় সেই দূরে!
হাতে পাই যারে, পলক ফেলিতে
তারে ছুঁয়ে যাই ঘুরে!
কোথাও থাকিতে না পারি ক্ষণেক,
রাখিতে পারিনে কিছু,
মত্ত হৃদয় ছুটে' চলে' যায়
ফেনপুঞ্জের পিছু!
হে প্রেম, হে ধ্রুব সুন্দর!
স্থিরতার নীড় তুমি রচিয়াছ
ঘূর্ণার পাকে খরতর!
দ্বীপগুলি তব গীতমুখরিত,
ঝরে নির্ঝর কলভাষে!
অসীমের চির-চরম শান্তি
নিমেষের মাঝে মনে আসে!

মদনভস্মের পর।

পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি, সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে!
ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিঃশ্বাসি’
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।
ভরিয়া উঠে নিখিল ভব রতি-বিলাপ-সঙ্গীতে
সকল দিক কাঁদিয়া উঠে আপনি।
মাধবীমাসে নিমেষমাঝে না জানি কার ইঙ্গিতে
শিহরি উঠি’ মূরছি পড়ে অবনী।

আজিকে তাই বুঝিতে নারি কিসের বাজে যন্ত্রণা
হৃদয়-বীণা-যন্ত্রে মহা পুলকে,
তরুণী বসি ভাবিয়া মরে কি দেয় তারে মন্ত্রণা
মিলিয়া সবে দ্যুলোকে আর ভূলোকে!
কি কথা উঠে মর্ম্মরিয়া বকুল তরু-পল্লবে,
ভ্রমর উঠে গুঞ্জরিয়া কি ভাষা!

ঊর্দ্ধমুখে সূর্য্যমুখী স্মরিছে কোন্ বল্লভে,
নির্ঝরিণী বহিছে কোন্ পিপাসা!

বসন কার দেখিতে পাই জ্যোৎস্নালোকে লুণ্ঠিত
নয়ন কার নীরব নীল গগনে!
বদন কার দেখিতে পাই কিরণে অবগুণ্ঠিত
চরণ কার কোমল তৃণশয়নে!
পরশ কার পুষ্পবাসে পরাণমন উল্লাসি'
হৃদয়ে উঠে লতার মত জড়ায়ে,
পঞ্চশরে ভস্ম করে করেছ এ কি, সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে!

মরণ।

মরণরে,
তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান!
মেঘবরণ তুঝ, মেঘ জটাজুট,
রক্ত কমলকর, রক্ত অধর-পুট,
তাপ-বিমোচন করুণ কোর তব
মৃত্যু-অমৃত করে দান!
তুহুঁ মম শ্যাম সমান।

আকুল রাধা রিঝ অতি জরজর,
ঝরই নয়ন দউ অনুখন ঝরঝর,
তুঁহুঁ মম মাধব, তুঁহুঁ মম দোসর,
তুঁহু মম তাপ ঘুচাও,
মরণ তু আওরে আও।
ভুজ বন্ধন-পর লহ সম্বোধয়ি,
আঁখিপাত মঝু দেহ তু রোধয়ি,
কোর উপর তুঝ রোদয়ি রোদয়ি
নীদ ভরব সব দেহ।
তুঁহুঁ নহি বিসরবি, তুঁহু নহি ছোড়বি,
রাধা-হৃদয় তু কবহুঁ ন তোড়বি,
হিয়-হিয় রাখবি অনুদিন অনুখণ
অতুলন তোঁহার লেহ।
এক পলক তুঁহু দূর ন যাওসি,
বিজন নিকুঞ্জে বাঁশি বজাওসি,
অনুখণ ডাকসি, অনুখণ ডাকসি
রাধা রাধা রাধা,
দিবস ফুরাওল, অবহুঁ ম যাওব,
বিরহতাপ তব অবহুঁ ঘুচাওব,

কুঞ্জ-বাটপর অবহুঁ ম ধাওব
সব কছু টুটইব বাধা !
গগন সঘন অব, তিমিরমগন ভব,
তড়িত চকিত অতি, ঘোর মেঘরব,
শাল তাল তরু সভয়-তবধ সব,
পন্থ বিজন অতি ঘোর,
একলি যাওব তুঝ অভিসারে,
তুঁহু মম প্রিয়তম কি ফল বিচারে ?
ভয় বাধা সব অভয় মূর্ত্তি ধরি
পন্থ দেখাওব মোর।
ভক্ত ভণে "অয়ি রাধা ছিয়ে ছিয়ে
চঞ্চল চিত্ত তোহারি,
জীবনবল্লভ মরণ-অধিক সো
অব তুঁহুঁ দেখ বিচারি !"

কো তুঁহু।

কো তুঁহু বোলবি মোয় !
হৃদয়-মাঝ মঝু জাগসি অনুখণ,
আঁখ উপর তুঁহু রচলহি আসন,

অরুণ নয়ন তব মরম সঙে মম
   নিমিখ ন অন্তর হোয়।
   কো তুঁহু বোলবি মোয়!

হৃদয় কমল, তব চরণে টলমল,
নয়ন যুগল মম উছলে ছলছল,
প্রেমপূর্ণ তনু পুলকে ঢলঢল
   বিগলিত বিলসিত তোয়।
   কো তুঁহু বোলবি মোয়?

বাঁশরিরব তব অমিয়-গরলরে.
হৃদয় বিদারয়ি হৃদয় হরলরে,
আকুল কাকলি ভুবন ভরলরে,
   উতল প্রাণ উতরোয়,
   কো তুঁহু বোলবি মোয়?

হেরি হাসি তব মধুঋতু ধাওল,
শুনয়ি বাঁশি তব পিককুল গাওল,
বিকল ভ্রমরসম ত্রিভুবন আওল,
   চরণ-কমলযুগ ছোঁয়।
   কো তুঁহু বোলবি মোয়!

কো তুঁহু কো তুঁহু সব জন পুছয়ি,
অনুদিন সঘন নয়নজল মুছয়ি,
যাচে ভক্ত, সব সংশয় ঘুচয়ি
জনম চরণপর গোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!

ভুলে।

কে আমারে যেন এনেছে ডাকিয়া,
এসেছি ভুলে'!
তবু একবার চাও মুখপানে
নয়ন তুলে'!
দেখি, ও নয়নে নিমেষের তরে
সে দিনের ছায়া পড়ে কি না পড়ে,
সজল আবেগে আঁখিপাতা দুটি
পড়ে কি ঢুলে'!
ক্ষণেকের তরে ভুল ভাঙায়ো না,
এসেছি ভুলে'।

বেলকুঁড়ি দুটি করে ফুটি-ফুটি
অধর-খোলা।
মনে পড়ে' গেল সেকালের সেই
কুসুম তোলা।
সেই শুকতারা সেই চোখে চায়,
বাতাস কাহারে খুঁজিয়ে বেড়ায়,
উষা না ফুটিতে হাসি ফুটে তার
গগনমূলে;
সেদিন যে গেছে ভুলে' গেছি, তাই
এসেছি ভুলে'।

ব্যথা দিয়ে কবে কথা কয়েছিলে
পড়ে না মনে,
দূরে থেকে কবে ফিরে গিয়েছিলে
নাই স্মরণে।
শুধু মনে পড়ে হাসি মুখখানি,
লাজে বাধ'-বাধ' সোহাগের বাণী,
মনে পড়ে সেই হৃদয়-উছাস
নয়ন-কূলে।

তুমি যে ভুলেছ ভুলে গেছি, তাই
এসেছি ভুলে'।

কাননের ফুল, এরা ত ভোলেনি,
আমরা ভুলি?
সেই ত ফুটেছে পাতায় পাতায়
কামিনীগুলি।
চাঁপা কোথা হতে এনেছে ধরিয়া
অরুণ-কিরণ কোমল করিয়া,
বকুল ঝরিয়া মরিবারে চায়
কাহার চুলে?
কেহ ভোলে, কেউ ভোলে না যে, তাই
এসেছি ভুলে'!

এমন করিয়া কেমনে কাটিবে
মাধবী রাতি?
দখিণে বাতাসে কেহ নেই পাশে
সাথের সাথী!
চারিদিক হতে বাঁশি শোনা যায়,
সুখে আছে যারা তারা গান গায়;

আকুল বাতাসে, মদির সুবাসে,
বিকচ ফুলে,
এখনো কি কেঁদে চাহিবে না কেউ,
আসিলে ভুলে' ?

ভুল-ভাঙা।

বুঝেছি আমার নিশার স্বপন
হয়েছে ভোর।
মালা ছিল, তার ফুলগুলি গেছে,
রয়েছে ডোর।
নেই আর সেই চুপি-চুপি চাওয়া,
ধীরে কাছে এসে ফিরে ফিরে যাওয়া,
চেয়ে আছে আঁখি, নাই ও আঁখিতে
প্রেমের ঘোর।
বাহুলতা শুধু বন্ধনপাশ
বাহুতে মোর।

হাসিটুকু আর পড়ে না ত ধরা
অধরকোণে।

আপনারে আর চাহ না লুকাতে
আপন মনে।
স্বর শুনে' আর উতলা হৃদয়
উথলি উঠে না সারা দেহময়,
গান শুনে আর ভাসে না নয়নে
নয়ন-লোর।
আঁখিজলরেখা ঢাকিতে চাহে না
সরম চোর।

বাঁশি বেজেছিল, ধরা দিনু যেই—
থামিল বাঁশি।
এখন কেবল চরণে শিকল
কঠিন ফাঁসি!
মধু নিশা গেছে স্মৃতি তারি আজ
মর্ম্মে মর্ম্মে হানিতেছে লাজ,
সুখ গেছে, আছে সুখের ছলনা
হৃদয়ে তোর,
প্রেম গেছে, শুধু আছে প্রাণপণ
মিছে আদর।

বিরহানন্দ।

ছিলাম নিশিদিন আশাহীন প্রবাসী,
বিরহ-তপোবনে আনমনে উদাসী।
আঁধারে আলো মিশে দিশে দিশে খেলিত ;
অটবী বায়ুবশে উঠিত সে উছাসি'।
কখনো ফুল দু'ট আঁখিপুট মেলিত,
কখনো পাতা ঝরে' পড়িত রে নিশাসি'।

তবু সে ছিনু ভাল আধাআলো-আঁধারে
গহন শত ফের বিষাদের মাঝারে !
নয়নে কত ছায়া কত মায়া ভাসিত,
উদাস বায়ু সেত ডেকে যেত আমারে।
ভাবনা কত সাজে হৃদিমাঝে আসিত,
খেলাত অবিরত কত শত আকারে !

বিরহ-পরিপূত ছায়াযুত শয়নে
ঘুমের সাথে স্মৃতি আসে নিতি নয়নে।
কপোত দুটি ডাকে বসি শাখে মধুরে,
দিবস চলে' যায় গলে' যায় গগনে।

কোকিল কুহু তানে ডেকে আনে বধূরে,
নিবিড় শীতলতা তরুলতা-গহনে।

আকাশে চাহিতাম গাহিতাম একাকী,
মনের যত কথা ছিল সেথা লেখা কি?
দিবস নিশি ধরে' ধ্যান করে' তাহারে
নীলিমা-পরপার পাব তার দেখা কি?
তটিনী অনুখণ ছোটে কোন্ পাথারে,
আমি যে গান গাই তারি ঠাঁই শেখা কি?

বিরহে তারি নাম শুনিতাম পবনে,
তাহারি সাথে থাকা মেঘে ঢাকা ভবনে।
পাতার মরমর কলেবর হরষে;
তাহারি পদধ্বনি যেন গণি কাননে।
মুকুল সুকুমার যেন তার পরশে,
চাঁদের চোখে ক্ষুধা তারি সুধা-স্বপনে।

করুণা অনুখণ প্রাণ মন ভরিত,
ঝরিলে ফুলদল চোখে জল ঝরিত।
পবন হুহু ক'রে করিত রে হাহাকার,
ধরার তরে যেন মোর প্রাণ ঝুরিত!

হেরিলে দুখে শোকে কারো চোখে আঁখিধার,
তোমারি আঁখি কেন মনে যেন পড়িত!

শিশুরে কোলে নিয়ে জুড়াইয়ে যেত বুক,
আকাশে বিকশিত' তোরি মত স্নেহ-মুখ।
দেখিলে আঁখি-রাঙা পাখা-ভাঙা পাখীটি
"আহাহা" ধ্বনি তোর প্রাণে মোর দিত দুখ
মুছালে দুখনীর দুখিনীর আঁখিটি,
জাগিত মনে ত্বরা দয়াভরা তোর সুখ।

সারাটা দিনমান রচি গান কত না!
তোমারি পাশে রহি' যেন কহি বেদনা।
কানন মরমরে কত স্বরে কহিত,
ধ্বনিত' যেন দিশে তোমারি সে রচনা।
সতত দূরে কাছে আগে পাছে বহিত
তোমারি যত কথা পাতা-লতা ঝরণা।

তোমারে আঁকিতাম, রাখিতাম ধরিয়া
বিরহ-ছায়াতল সুশীতল করিয়া।
কখন দেখি যেন ম্লানহেন মুখানি,
কখন আঁখিপুটে হাসি উঠে ভরিয়া।

কখন সারারাত ধরি হাত দুখানি
রহিগো বেশবাসে কেশপাশে মরিয়া।

বিরহ সুমধুর হ'ল দূর কেন রে?
মিলন-দাবানলে গেল জ্বলে যেন রে!
কই সে দেবী কই, হের ওই একাকার,
শ্মশান-বিলাসিনী বিবাসিনী বিহরে।
নাই গো দয়ামায়া স্নেহছায়া নাহি আর,
সকলি করে ধূধূ প্রাণ শুধু শিহরে।

নূতন প্রেম।

আবার মোরে পাগল করে'
দিবে কে?
হৃদয় যেন পাষাণ-হেন
বিরাগ-ভরা বিবেকে।
আবার প্রাণে নূতন টানে
প্রেমের নদী
পাষাণ হতে উছল-স্রোতে
বহায় যদি!

আবার দুটি নয়নে লুটি'
  হৃদয় হরে' নিবে কে ?
আবার মোরে পাগল করে'
    দিবে কে ?

অনেক দিন পরাণহীন
    ধরণী।
বসনাবৃত খাঁচার মত
  তামসঘনবরণী।
নাই সে শাখা, নাই সে পাখা,
   নাই সে পাতা,
নাই সে ছবি, নাই সে রবি,
   নাই সে গাথা ;
জীবন চলে আঁধার জলে
  আলোকহীন তরণী।
অনেক দিন পরাণহীন
    ধরণী !

মায়া-কারায় বিভোর প্রায়
    সকলি ;

শতেক পাকে জড়ায়ে রাখে
ঘুমের ঘোর শিকলি।
দানব-হেন আছে কে যেন
দুয়ার আঁটি।
কাহার কাছে না জানি আছে
সোণার কাঠি?
পরশ লেগে উঠিবে জেগে
হরষ-রস-কাকলি!
মায়া-কারায় বিভোর প্রায়
সকলি।

দিবে সে খুলি' এ ঘোর ধূলি-
আবরণ।
তাহার হাতে আঁখির পাতে
জগত-জাগা জাগরণ।
সে হাসিখানি আনিবে টানি'
সবার হাসি,
গড়িবে গেহ, জাগাবে স্নেহ,
জীবনরাশি।

প্রকৃতি-বধূ চাহিবে মধু,
পরিবে নব আভরণ,
সে দিবে খুলি' এ ঘোর ধূলি-
আবরণ।

পাগল করে দিবে সে মোরে
চাহিয়া,
হৃদয়ে এসে মধুর হেসে
প্রাণের গান গাহিয়া।
আপনা থাকি ভাসিবে আঁখি
আকুল নীরে;
ঝরণা সম জগৎ, মম
ঝরিবে শিরে;
তাহার বাণী দিবে গো আনি'
সকল বাণী বাহিয়া।
পাগল করে' দিবে সে মোরে
চাহিয়া।

———

আত্ম সমর্পণ।

আমি এ কেবল মিছে বলি,
শুধু আপনার মন ছলি।
কঠিন বচন শুনায়ে তোমারে
আপন মর্ম্মে জ্বলি।
থাক্ তবে থাক্ ক্ষীণ প্রতারণা,
কি হবে লুকায়ে বাসনা বেদনা,
যেমন আমার হৃদয় পরাণ
তেমনি দেখাব খুলি'।

আমি মনে করি যাই দূরে,
তুমি রয়েছ বিশ্ব জুড়ে'।
যতদূরে যাই ততই তোমার
কাছাকাছি ফিরি ঘুরে।
চোখে চোখে থেকে কাছে নহ তবু,
দূরেতে থেকেও দূর নহ কভু,
সৃষ্টি ব্যাপিয়া, রয়েছ তবুও
আপন অন্তঃপুরে।

আমি যেমনি করিয়া চাই,
আমি যেমনি করিয়া গাই,
বেদনাবিহীন ওই হাসিমুখ
সমান দেখিতে পাই।
ওই রূপরাশি আপনা বিকাশি'
বসেছে পূর্ণ গৌরবে ভাসি,'
আমার ভিখারী প্রাণের বাসনা
হোথায় না পায় ঠাঁই।

শুধু ফুটন্ত ফুলমাঝে
দেবি, তোমার চরণ সাজে।
অভাব-কঠিন মলিন মর্ত্ত্য
কোমল চরণে বাজে।
জেনে শুনে তবু কি ভ্রমে ভুলিয়া
আপনারে আমি এনেছি তুলিয়া,
বাহিরে আসিয়া দরিদ্র আশা
লুকাতে চাহিছে লাজে।

তবু থাক্ প'ড়ে ওইখানে,
চেয়ে' তোমার চরণ পানে।

যা' দিয়েছি তাহা গেছে চিরকাল
আর ফিরিবে না প্রাণে।
তবে ভাল করে' দেখ একবার
দীনতা হীনতা যা আছে আমার,
ছিন্ন মলিন অনাবৃত হিয়া
অভিমান নাহি জানে।

তবে লুকাব না আমি আর
এই ব্যথিত হৃদয়ভার।
আপনার হাতে চাব না রাখিতে
আপনার অধিকার।
বাঁচিলাম প্রাণে তেয়াগিয়ে লাজ,
বদ্ধ বেদনা ছাড়া পেল আজ,
আশা নিরাশায় তোমারি যে আমি
জানাইনু শতবার।

নিষ্ফল কামনা।

বৃথা এ ক্রন্দন!
বৃথা এ অনল-ভরা দুরন্ত বাসনা!

রবি অস্ত যায়।
অরণ্যেতে অন্ধকার আকাশেতে আলো।
সন্ধ্যা নত আঁখি
ধীরে আসে দিবার পশ্চাতে।
বহে কি না বহে
বিদায়-বিষাদ-শ্রান্ত সন্ধ্যার বাতাস।

দুটি হাতে হাত দিয়ে ক্ষুধার্ত্ত নয়নে
চেয়ে আছি দুটি আঁখি মাঝে।
খুঁজিতেছি, কোথা তুমি,
কোথা তুমি!
যে অমৃত লুকান' তোমায়
সে কোথায়!
অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে
বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে যেমন
স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম,
ওই নয়নের
নিবিড় তিমির তলে, কাঁপিছে তেমনি
আত্মার রহস্য শিখা।
তাই চেয়ে আছি।

প্রাণ মন সব লয়ে তাই ডুবিতেছি
অতল আকাঙ্ক্ষা-পারাবারে।
তোমার আঁখির মাঝে, হাসির আড়ালে,
বচনের সুধাস্রোতে,
তোমার বয়ন-ব্যাপী'
করুণ শান্তির তলে
তোমারে কোথায় পাব
তাই এ ক্রন্দন!

বৃথা এ ক্রন্দন!
হায় রে দুরাশা!
এ রহস্য, এ আনন্দ তোর তরে নয়।
যাহা পাস্ তাই ভাল,
হাসিটুকু, কথাটুকু,
নয়নের দৃষ্টিটুকু,
প্রেমের আভাস।
সমগ্র মানব তুই পেতে চাস,
এ কি দুঃসাহস!
কি আছে বা তোর,
কি পারিবি দিতে!

আছে কি অনন্ত প্রেম ?
পারিবি মিটাতে
জীবনের অনন্ত অভাব ?
মহাকাশ-ভরা
এ অসীম জগৎ-জনতা,
এ নিবিড় আলো অন্ধকার,
কোটি ছায়াপথ, মায়াপথ,
দুর্গম উদয়-অস্তাচল,
এরি মাঝে পথ করি'
পারিবি কি নিয়ে যেতে
চির-সহচরে
চির রাত্রি দিন
একা অসহায় ?
যে জন আপনি ভীত, কাতর, দুর্ব্বল,
ম্লান, ক্ষুধাতৃষাতুর, অন্ধ, দিশাহারা,
আপন হৃদয়ভারে পীড়িত জর্জ্জর,
সে কাহারে পেতে চায় চিরদিন তরে ?

ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব,
কেহ নহে তোমার আমার।

অতি সযতনে,
অতি সঙ্গোপনে,
সুখে দুঃখে, নিশীথে দিবসে,
বিপদে সম্পদে,
জীবনে মরণে
শত ঋতু-আবর্ত্তনে
বিশ্বজগতের তরে ঈশ্বরের তরে
শতদল উঠিতেছে ফুটি ;
সুতীক্ষ্ণ বাসনা ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে ?
লও তার মধুর সৌরভ,
দেখ তার সৌন্দর্য্য বিকাশ,
মধু তার কর তুমি পান,
ভালবাস,' প্রেমে হও বলী,
চেয়ো না তাহারে !
আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।
শান্ত সন্ধ্যা, স্তব্ধ কোলাহল।
নিবাও বাসনাবাহ্নি নয়নের নীরে !
চল ধীরে ঘরে ফিরে যাই !

সংশয়ের আবেগ।

ভালবাস কি না বাস বুঝিতে পারিনে,
তাই কাছে থাকি।
তাই তব মুখপানে রাখিয়াছি মেলি'
সর্ব্বগ্রাসী আঁখি।
তাই সারা রাত্রিদিন শ্রান্তিতৃপ্তিনিদ্রাহীন
করিতেছি পান
যতটুকু হাসি পাই, যতটুকু কথা,
যতটুকু গান!

তাই কভু ফিরে যাই, কভু ফেলি শ্বাস,
কভু ধরি হাত.
কখনো কঠিন কথা কখনো সোহাগ,
কভু অশ্রুপাত;
তুলি ফুল দেব বলে,' ফেলে দিই ভূমিতলে
করি খান্ খান্।
কখনো আপন মনে আপনার সাথে
করি অভিমান।

জানি যদি ভালবাস চির-ভালবাসা,
জনমে বিশ্বাস,
যেথা তুমি যেতে বল সেথা যেতে পারি,
ফেলিনে নিঃশ্বাস।
তরঙ্গিত এ হৃদয়, তরঙ্গিত সমুদয়
বিশ্ব চরাচর
মুহূর্ত্তে হইবে শান্ত, টলমল প্রাণ
পাইবে নির্ভর।

বাসনার তীব্র জ্বালা দূর হয়ে যাবে,
যাবে অভিমান,
হৃদয়-দেবতা হবে, করিব চরণে
পুষ্প অর্ঘ্য দান।
দিবানিশি অবিরল লয়ে শ্বাস অশ্রুজল
লয়ে' হাহুতাশ
চির ক্ষুধাতৃষা লয়ে আঁখির সম্মুখে
করিব না বাস।

তোমার প্রেমের ছায়া আমারে ছাড়ায়ে
পড়িবে জগতে,

মধুর আঁখির আলো পড়িবে সতত
সংসারের পথে।
দূরে যাবে ভয় লাজ, সাধিব আপন কাজ
শতগুণ বলে,
বাড়িবে আমার প্রেম পেয়ে তব প্রেম,
দিব তা' সকলে।

নহে ত আঘাত কর কঠোর কঠিন
কেঁদে যাই চলে'!
কেড়ে লও বাহু তব, ফিরে লও আঁখি,
প্রেম দাও দলে'।
কেন এ সংশয়-ডোরে বাঁধিয়া রেখেছ মোরে,
বহে যায় বেলা।
জীবনের কাজ আছে,—প্রেম নহে ফাঁকি
প্রাণ নহে খেলা।

বিচ্ছেদের শান্তি।

সেই ভাল, তবে তুমি যাও!
তবে আর কেন মিছে করুণ-নয়নে
আমার মুখের পানে চাও!

এ চোখে ভাসিছে জল, এ শুধু মায়ার ছল,
কেন কাঁদি তাও নাহি জানি।
নীরব আঁধার রাতি, তারকার ম্লান ভাতি,
মোহ আনে বিদায়ের বাণী।
নিশিশেষে দিবালোকে এ জল রবে না চোখে
শান্ত হবে অধীর হৃদয়,
জাগ্রত জগত মাঝে ধাইব আপন কাজে
কাঁদিবার রবে না সময়।

দেখেছি অনেক দিন বন্ধন হয়েছে ক্ষীণ
ছেঁড় নাই করুণার বশে।
গানে লাগিত না সুর, কাছে থেকে ছিলে দূর,
যাও নাই কেবল আলসে।
পরাণ ধরিয়া তবু পারিতাম না ত কভু
তোমা ছেড়ে' করিতে গমন।
প্রাণপণে কাছে থাকি' দেখিতাম মেলি আঁখি
পলে পলে প্রেমের মরণ।
তুমি ত আপনা হ'তে এসেছ বিদায় ল'তে
সেই ভাল তবে তুমি যাও।

যে প্রেমেতে এত ভয় এত দুঃখ লেগে রয়
সে বন্ধন তুমি ছিঁড়ে দাও।

আমি রহি একধারে, তুমি যাও পরপারে,
মাঝখানে বহুক্ বিস্মৃতি;
একেবারে ভুলে যেয়ো, শত গুণে ভাল সেও,
ভাল নয় প্রেমের বিকৃতি।
কে বলে যায় না ভোলা! মরণের দ্বার খোলা,
সকলেরি আছে সমাপন,
নিবে যায় দাবানল, শুকায় সমুদ্রজল,
থেমে যায় ঝটিকার রণ।
থাকে শুধু মহা শান্তি, মৃত্যুর শ্যামল কান্তি,
জীবনের অনন্ত নির্ঝর,—
শত সুখ দুঃখ দলে' কালচক্র যায় চলে',
রেখা পড়ে যুগ-যুগান্তর।

যেখানে যে এসে পড়ে, আপনার কাজ করে,
সহস্র জীবনমাঝে মিশে',
কত যায় কত থাকে, কত ভোলে কত রাখে,
চলে' যায় বিষাদে হরিষে।

তুমি আমি যাব দূরে, তবুও জগৎ ঘুরে,
চন্দ্র সূর্য্য জাগে অবিরল,
থাকে সুখ দুঃখ লাজ, থাকে শত শত কাজ,
এ জীবন হয় না নিষ্ফল।
মিছে কেন কাটে কাল, ছিঁড়ে দাও স্বপ্নজাল,
চেতনার বেদনা জাগাও,—
নূতন আশ্রয়ঠাঁই দেখি পাই কি না পাই,
সেই ভাল তবে তুমি যাও!

তবু।

তবু মনে রেখো, যদি দূরে যাই চলি,'
সেই পুরাতন প্রেম যদি এককালে
হয়ে আসে দূরস্মৃত কাহিনী কেবলি,
ঢাকা পড়ে নব নব জীবনের জালে।
তবু মনে রেখো, যদি বড় কাছে থাকি,
নূতন এ প্রেম যদি হয় পুরাতন,
দেখে' না দেখিতে পায় যদি শ্রান্ত আঁখি,
পিছনে পড়িয়া থাকি ছায়ার মতন।

তবু মনে রেখো, যদি তাহে মাঝে মাঝে
উদাস বিষাদভরে কাটে সন্ধে বেলা,
অথবা শরৎ-প্রাতে বাধা পড়ে কাজে,
অথবা বসন্ত রাতে থেমে যায় খেলা।
তবু মনে রেখো, যদি মনে পড়ে" আর
আঁখিপ্রান্তে দেখা নাহি দেয় অশ্রুধার।

একাল ও সেকাল।

বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী।
গাঢ় ছায়া সারাদিন, মধ্যাহ্ন তপনহীন,
দেখায় শ্যামলতর শ্যাম বনশ্রেণী।

আজিকে এমন দিনে শুধু পড়ে মনে
সেই দিবা-অভিসার পাগলিনী রাধিকার,
না জানি সে কবেকার দূর বৃন্দাবনে!

সেদিনো এমনি বায়ু রহিয়া রহিয়া।
এমনি অশ্রান্ত বৃষ্টি তড়িৎ চকিত দৃষ্টি,
এমনি কাতর হায় রমণীর হিয়া!

বিরহিনী মর্ম্মে মরা মেঘমন্দ্র স্বরে ;
নয়নে নিমেষ নাহি, গগনে রহিত চাহি',
আঁকিত প্রাণের আশা জলদের স্তরে।

চাহিত পথিকবধূ শূন্য পথপানে।
মল্লার গাহিত কা'রা, ঝরিত বরষাধারা,
নিতান্ত বাজিত গিয়া কাতর পরাণে।

যক্ষনারী বীণা কোলে ভূমিতে বিলীন ;
বক্ষে পড়ে রুক্ষ কেশ, অযত্ন-শিথিল বেশ ;
সেদিনো এমনিতর অন্ধকার দিন।

সেই কদম্বের মূল, যমুনার তীর,
সেই সে শিখির নৃত্য এখনো হরিছে চিত্ত,
ফেলিছে বিরহ ছায়া শ্রাবণ-তিমির।

আজো আছে বৃন্দাবন মানবের মনে।
শরতের পূর্ণিমায় শ্রাবণের বরিষায়
উঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে।

এখনো সে বাঁশি বাজে যমুনার তীরে।
এখনো প্রেমের খেলা সারানিশি, সারাবেলা,
এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয়-কুটীরে।

আকাঙ্ক্ষা।

আর্দ্র তীব্র পূর্ব্ব বায়ু বহিতেছে বেগে,
ঢেকেছে উদয়পথ ঘননীল মেঘে।
দূরে গঙ্গা, নৌকা নাই, বালু উড়ে যায়,
বসে' বসে' ভাবিতেছি, আজি কে কোথায়!

শুষ্ক পাতা উড়ে পড়ে জনহীন পথে,
বনের উতল রোল আসে দূর হতে।
নীরব প্রভাতপাখী, কম্পিত কুলায়,
মনে জাগিতেছে সদা, আজি সে কোথায়!

কতকাল ছিল কাছে, বলিনিত কিছু,
দিবস চলিয়া গেছে দিবসের পিছু।
কত হাস্য পরিহাস, বাক্যহানাহানি,
তার মাঝে রয়ে' গেছে হৃদয়ের বাণী।

মনে হয় আজ যদি পাইতাম কাছে,
বলিতাম হৃদয়ের যত কথা আছে।
বচনে পড়িত নীল জলদের ছায়,
ধ্বনিতে ধ্বনিত' আর্দ্র উতরোল বায়।

ঘনাইত নিস্তব্ধতা দূর ঝটিকার,
নদীতীরে মেঘে বনে হত একাকার।
এলোকেশ মুখে তার পড়িত নামিয়া,
নয়নে সজল বাষ্প রহিত থামিয়া।

জীবনমরণময় সুগম্ভীর কথা,
অরণ্য-মর্ম্মর সম মর্ম্ম-ব্যাকুলতা,
ইহপরকালব্যাপী সুমহান প্রাণ,
উচ্ছ্বসিত উচ্চ আশা, মহত্ত্বের গান,

বৃহৎ বিষাদছায়া, বিরহ গভীর,
প্রচ্ছন্ন হৃদয়রুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা অধীর,
বর্ণন-অতীত যত অস্ফুট বচন,
নির্জ্জন ফেলিত ছেয়ে মেঘের মতন।

যথা দিবা-অবসানে, নিশীথ-নিলয়ে
বিশ্ব দেখা দেয় তার গ্রহতারা লয়ে,'

হাস্যপরিহাসমুক্ত হৃদয়ে আমার
দেখিত সে অন্তহীন জগত-বিস্তার।

নিম্নে শুধু কোলাহল, খেলাধূলা হাস,
উপরে নির্লিপ্ত শান্ত অন্তর আকাশ।
আলোকেতে দেখ শুধু ক্ষণিকের খেলা,
অন্ধকারে আছি আমি অসীম একেলা।

কতটুকু ক্ষুদ্র মোরে দেখে' গেছে চলে,'
কত ক্ষুদ্র সে বিদায় তুচ্ছ কথা বলে' !
কল্পনার সত্যরাজ্য দেখাইনি তারে,
বসাইনি এ নির্জ্জন আত্মার আঁধারে।

এ নিভৃতে, এ নিস্তব্ধে, এ মহত্ত্বমাঝে
দুটি চিত্ত চিরনিশি যদি রে বিরাজে,
হাসিহীন শব্দশূন্য ব্যোম দিশাহারা,
প্রেমপূর্ণ চারি চক্ষু জাগে চারি তারা !

শ্রান্তি নাই, তৃপ্তি নাই, বাধা নাই পথে,
জীবন ব্যাপিয়া যায় জগতে জগতে,

দুটি প্রাণতন্ত্রী হতে পূর্ণ একতানে
উঠে গান অসীমের সিংহাসন পানে।

নারীর উক্তি।

মিছে তর্ক—থাক্ তবে থাক!
কেন কাঁদি বুঝিতে পার না?
তর্কেতে বুঝিবে তা কি? এই মুছিলাম আঁখি
এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভর্ৎসনা!

আমি কি চেয়েছি পায়ে ধরে'
ওই তব আঁখি-তুলে'-চাওয়া,
ওই কথা, ওই হাসি, ওই কাছে-আসা-আসি,
অলক দুলায়ে দিয়ে হেসে চলে' যাওয়া?

কেন আন বসন্ত-নিশীথে
আঁখি-ভরা আবেশ বিহ্বল,
যদি বসন্তের শেষে শ্রান্ত মনে, ম্লান হেসে
কাতরে খুঁজিতে হয় বিদায়ের ছল?

মনে আছে সেই একদিন
প্রথম প্রণয় সে তখন।
বিমল শরতকাল, শুভ্র ক্ষীণ মেঘজাল,
মৃদু শীত বায়ে স্নিগ্ধ রবির কিরণ।

আমা-পানে চাহিয়ে, তোমার
আঁখিতে কাঁপিত প্রাণখানি।
আনন্দে বিষাদে মেশা সেই নয়নের নেষা
তুমি ত জান না তাহা—আমি তাহা জানি।

সে কি মনে পড়িবে তোমার—
সহস্র লোকের মাঝখানে
যেমনি দেখিতে মোরে, কোন্ আকর্ষণ-ডোরে
আপনি আসিতে কাছে জ্ঞানে কি অজ্ঞানে!

ক্ষণিক বিরহ-অবসানে
নিবিড়-মিলন-ব্যাকুলতা।
মাঝে মাঝে সব ফেলি রহিতে নয়ন মেলি
আঁখিতে শুনিতে যেন হৃদয়ের কথা!

কোন কথা না রহিলে তবু
শুধাইতে নিকটে আসিয়া।

নীরবে চরণ ফেলে চুপি-চুপি কাছে এলে
কেমনে জানিতে পেতে, ফিরিতে হাসিয়া।

আজ তুমি দেখেও দেখ না,
সব কথা শুনিতে না পাও!
কাছে আস' আশা করে' আছি সারাদিন ধরে,'
আনমনে পাশ দিয়ে তুমি চলে' যাও!

দীপ জ্বেলে দীর্ঘ ছায়া লয়ে'
বসে আছি সন্ধ্যায় ক'জনা,
হয় ত বা কাছে এস, হয় ত বা দূরে বস,
সে সকলি ইচ্ছাহীন দৈবের ঘটনা।

এখন হয়েছে বহু কাজ,
সতত রয়েছ অন্যমনে;
সর্ব্বত্র ছিলাম আমি, এখন এসেছি নামি'
হৃদয়ের প্রান্তদেশে, ক্ষুদ্র গৃহকোণে!

দিয়েছিলে হৃদয় যখন,
পেয়েছিলে প্রাণমনদেহ,
আজ সে হৃদয় নাই, যতই সোহাগ পাই
শুধু তাই অবিশ্বাস, বিষাদ, সন্দেহ!

জীবনের বসন্তে যাহারে
ভাল বেসেছিলে একদিন,
হায় হায় কি কুগ্রহ, আজ তারে অনুগ্রহ!
মিষ্ট কথা দিবে তারে গুটি দুই তিন!

অপবিত্র ও কর-পরশ
সঙ্গে ওর হৃদয় নাহিলে!
মনে কি করেছ, বঁধু, ও হাসি এতই মধু
প্রেম না দিলেও চলে শুধু হাসি দিলে।

তুমিইত দেখালে আমায়
(স্বপ্নেও ছিল না তত আশা,)
প্রেমে দেয় কতখানি, কোন্ হাসি কোন্ বাণী,
হৃদয় বাসিতে পারে কত ভালবাসা!

তোমারি সে ভালবাসা দিয়ে
বুঝেছি আজি এ ভালবাসা,
এই শূন্য দৃষ্টি হাসি, এ আদর রাশি রাশি,
এই দূরে-চলে'-যাওয়া, এই কাছে-আসা!

বুক ফেটে কেন অশ্রু পড়ে
তবুও কি বুঝিতে পার না?

তর্কেতে বুঝিবে তা' কি! এই মুছিলাম আঁখি,
এ শুধু চোখের জল, এ নহে ভর্ৎসনা!

পুরুষের উক্তি।

যে দিন সে প্রথম দেখিনু
সে তখন প্রথম যৌবন।
প্রথম জীবন-পথে বাহিরিয়া এ জগতে
কেমনে বাঁধিয়া গেল নয়নে নয়ন!

তখন উষার আধ' আলো
পড়েছিল মুখে দুজনার,
তখন কে জানে কারে, কে জানিত আপনারে,
কে জানিত সংসারের বিচিত্র ব্যাপার!

কে জানিত শ্রান্তি তৃপ্তি ভয়,
কে জানিত নিরাশা-যাতনা,
কে জানিত শুধু ছায়া যৌবনের মোহমায়া,
আপনার হৃদয়ের সহস্র ছলনা!

অনন্ত বাসর-সুখ যেন
নিত্য-হাসি প্রকৃতি বধূর,
পুষ্প যেন চিরপ্রাণ, পাখীর অশ্রান্ত গান,
বিশ্ব করেছিল ভান অনন্ত মধুর।

সেই গানে, সেই ফুল্ল ফুলে,
সেই প্রাতে, প্রথম যৌবনে,
ভেবেছিনু এ হৃদয় অনন্ত অমৃতময়
প্রেম চিরদিন রয় এ চির জীবনে।

তাই সেই আশার উল্লাসে
মুখ তুলে' চেয়েছিনু মুখে।
সুধাপাত্র লয়ে হাতে কিরণ-কিরীট মাথে
তরুণ দেবতাসম দাঁড়ানু সম্মুখে।

পত্র-পুষ্প-গ্রহ-তারা-ভরা
নীলাম্বরে মগ্ন চরাচর,
তুমি তারি মাঝখানে কি মূর্ত্তি আঁকিলে প্রাণে,
কি ললাট, কি নয়ন, কি শান্ত অধর!

সুগভীর কলধ্বনিময়
এ বিশ্বের রহস্য অকূল,

মাঝে তুমি শতদল ফুটেছিলে ঢলঢল,
তীরে আমি দাঁড়াইয়া সৌরভে আকুল।

হৃদয়ের কাছাকাছি সেই
প্রেমের প্রথম আনাগোনা,
সেই হাতে হাতে ঠেকা, সেই আধ' চোখে দেখা,
চুপি চুপি প্রাণের প্রথম জানাশোনা!

অজানিত, সকলি নূতন,
অবশ চরণ টলমল,
কোথা পথ, কোথা নাই, কোথা যেতে কোথা যাই,
কোথা হতে উঠে হাসি, কোথা অশ্রুজল!

অতৃপ্ত বাসনা প্রাণে লয়ে
অবারিত প্রেমের ভবনে
যাহা পাই তাই তুলি, খেলাই আপনা ভুলি,'
কি যে রাখি, কি যে ফেলি, বুঝিতে পারিনে!

ক্রমে আসে আনন্দ-আলস,
কুসুমিত ছায়াতরুতলে
জাগাই সরসীজল, ছিঁড়ি বসে' ফুলদল,
ধূলি সেও ভাল লাগে খেলাবার ছলে।

অবশেষে সন্ধ্যা হয়ে' আসে,
শ্রান্তি আসে হৃদয় ব্যাপিয়া,
থেকে থেকে সন্ধ্যাবায় করে' ওঠে হায় হায়,
অরণ্য মর্ম্মরি' ওঠে কাঁপিয়া কাঁপিয়া।

মনে হয় এ কি সব ফাঁকি,
এই বুঝি, আর কিছু নাই!
অথবা যে রত্নতরে এসেছিনু আশা করে'
অনেক লইতে গিয়ে হারাইনু তাই।

সুখের কাননতলে বসি'
হৃদয়ের মাঝারে বেদনা,
নিরখি কোলের কাছে মৃৎপিণ্ড পড়িয়া আছে,
দেবতারে ভেঙে ভেঙে করেছি খেলনা।

এরি মাঝে ক্লান্তি কেন আসে,
উঠিবারে করি প্রাণপণ,
হাসিতে আসে না হাসি, বাজাতে বাজে না বাঁশি,
সরমে তুলিতে নারি নয়নে নয়ন।

কেন তুমি মূর্ত্তি হয়ে' এলে,
রহিলে না ধ্যান ধারণার!

সেই মায়া-উপবন কোথা হল অদর্শন,
কেন হায় ঝাঁপ দিতে শুকাল পাথার !

স্বপ্নরাজ্য ছিল ও হৃদয়,
প্রবেশিয়া দেখিনু সেখানে
এই দিবা, এই নিশা, এই ক্ষুধা, এই তৃষা,
প্রাণপাখী কাঁদে এই বাসনার টানে !

আমি চাই তোমারে যেমন,
তুমি চাও তেমনি আমারে,
কৃতার্থ হইব আশে গেলেম তোমার পাশে
তুমি এসে বসে' আছ আমার দুয়ারে।

সৌন্দর্য্য-সম্পদ মাঝে বসি'
কে জানিত কাঁদিছে বাসনা !
ভিক্ষা, ভিক্ষা, সব ঠাঁই, তবে আর কোথা যাই
ভিখারিণী হল যদি কমল-আসনা !

তাই আর পারি না সঁপিতে
সমস্ত এ বাহির অন্তর।
এ জগতে তোমা ছাড়া ছিল না তোমার বাড়া,
তোমারে ছেড়েও আজ আছে চরাচর।

কখনো বা চাঁদের আলোতে,
কখনো বসন্ত সমীরণে,
সেই ত্রিভুবনজয়ী অপার রহস্যময়ী
আনন্দমূরতিখানি জেগে ওঠে মনে ;

কাছে যাই তেমনি হাসিয়া
নবীন যৌবনময় প্রাণে,
কেন হেরি অশ্রুজল, হৃদয়ের হলাহল,
রূপ কেন রাহুগ্রস্ত মানে অভিমানে!

প্রাণ দিয়ে সেই দেবীপূজা
চেয়ো না চেয়ো না তবে আর।
এস থাকি দুইজনে সুখে দুঃখে গৃহকোণে,
দেবতার তরে থাক্ পুষ্পঅর্ঘ্যভার।

অপেক্ষা।

দিবস ক্রমে মুদিয়া আসে মিলায়ে আসে আলো।
নিবিড় ঘন বনের রেখা আকাশ-শেষে যেতেছে দেখা,
নিদ্রালস আঁখির পরে ভুরুর মত কালো।

বধূরা দেখ আইল ঘাটে, সেও কি এতক্ষণে
নীলাম্বরে অঙ্গ ঘিরে' নেমেছে সেই নিভৃত নীরে,
প্রাচীরে ঘেরা ছায়াতে ঢাকা বিজন ফুলবনে।

স্নিগ্ধ জল মুগ্ধভাবে ধরেছে তনুখানি।
মধুর দুটি বাহুর ঘায় অগাধ জল টুটিয়া যায়,
গ্রীবার কাছে নাচিয়া উঠি' করিছে কানাকানি।

জলের পরে এলায়ে দিয়ে আপন রূপখানি,
সরমহীন আরামসুখে হাসিটি ভাসে মধুর মুখে,
বনের ছায়া ধরার চোখে দিয়েছে পাতা টানি'।

সলিলতলে সোপানপরে উদাস বেশবাস।
আধেক কায়া আধেক ছায়া জলের পরে রচিছে মায়া,
দেহেরে যেন দেহের ছায়া করিছে পরিহাস।

আম্রবন মুকুলে ভরা গন্ধ দেয় তীরে।
গোপন শাখে বিরহী পাখী, আপন মনে উঠিছে ডাকি',
বিবশ হয়ে বকুল ফুল খসিয়া পড়ে নীরে।

বুঝিবা তীরে উঠিয়াছে সে জলের কোল ছেড়ে।
ত্বরিত পদে চলেছে গেহে, সিক্ত বাস লিপ্ত দেহে,
যৌবনের মাধুরী যেন লইতে চাহে কেড়ে।

মাজিয়া তনু যতন করে' পরিবে নব বাস।
কাঁচল পরি' আঁচল টানি', আঁটিয়া লয়ে' কাঁকণ খানি
নিপুণ করে রচিয়া বেণী বাঁধিবে কেশপাশ।

উরসে পরি' যুঁথির হার, বসনে মাথা ঢাকি'
বনের পথে নদীর তীরে অন্ধকারে বেড়াবে ধীরে,
গন্ধটুকু সন্ধ্যাবায়ে রেখার মত রাখি।

বাজিবে তার চরণ ধ্বনি বুকের শিরে শিরে।
কখন্, কাছে না আসিতে সে পরশ যেন লাগিবে এসে
যেমন করে' দখিন বায়ু জাগায় ধরণীরে।

যেমনি কাছে দাঁড়াব গিয়ে আর কি হবে কথা?
ক্ষণেক শুধু অবশ কায় থমকি' রবে ছবির প্রায়
মুখের পানে চাহিয়া শুধু সুখের আকুলতা।

দোঁহার মাঝে ঘুচিয়া যাবে আলোর ব্যবধান।
আঁধারতলে গুপ্ত হয়ে' বিশ্ব যাবে লুপ্ত হয়ে,'
আসিবে মুদে' লক্ষ কোটি জাগ্রত নয়ান।

অন্ধকারে নিকট করে আলোতে করে দূর,
যেমন, দুটি ব্যথিত প্রাণে দুঃখনিশি নিকটে টানে,
সুখের প্রাতে যাহারা রহে আপনা-ভরপূর।

আঁধারে যেন দুজনে আর দুজন নাহি থাকে।
হৃদয়মাঝে যতটা চাই ততটা যেন পূরিয়া পাই,
প্রলয়ে যেন সকল যায় হৃদয় বাকি রাখে।

দুদিক হতে দুজনে যেন বহিয়া খরধারে
আসিতেছিল দোঁহার পানে ব্যাকুলগতি ব্যগ্র প্রাণে,
সহসা এসে মিশিয়া গেল নিশীথ-পারাবারে!

থামিয়া গেল অধীর স্রোত থামিল কলতান,
মৌন এক মিলনরাশি তিমিরে সব ফেলিল গ্রাসি,
প্রলয়তলে দোঁহার মাঝে দোঁহার অবসান।

আঁখির অপরাধ।

পবিত্র তুমি, নির্ম্মল তুমি, তুমি দেবী, তুমি সতী,
কুৎসিত দীন অধম পামর পঙ্কিল আমি অতি!
তোমারে কহিব লজ্জা-কাহিনী লজ্জা নাহিক তায়।
তোমার আভায় মলিন লজ্জা পলকে মিলায়ে যায়!
যেমন রয়েছ তেমনি দাঁড়াও,
আঁখি নত করি' আমা-পানে চাও

খুলে' দাও মুখ আনন্দময়ি, আবরণে নাহি কাজ!
নিরখি তোমারে ভীষণ মধুর,
আছ কাছে তবু আছ অতি দূর,
উজ্জ্বল যেন দেব-রোষানল, উদ্যত যেন বাজ!

জান কি আমি এ পাপ আঁখি মেলি' তোমারে দেখেছি চেয়ে,
গিয়েছিল মোর বিভোর বাসনা ওই মুখপানে ধেয়ে।
তুমি কি তখন্ পেরেছ জানিতে?
বিমল হৃদয়-আরশিখানিতে
চিহ্ন কিছু কি পড়েছিল এসে নিঃশ্বাস-রেখা-ছায়া?
ধরার কুয়াশা ম্লান করে যথা আকাশ-উষার কায়া।
লজ্জা সহসা আসি অকারণে
বসনের মত রাঙা আবরণে
চাহিয়াছিল কি ঢাকিতে তোমায় লুব্ধ নয়ন হ'তে?
মোহ-চঞ্চল সে লালসা মম
কৃষ্ণবরণ ভ্রমরের সম
ফিরিতেছিল কি গুন্ গুন্ কেঁদে তোমার দৃষ্টিপথে?

আনিয়াছ ছুরি তীক্ষ্ণ দীপ্ত প্রভাত-রশ্মি সম;
দাও, বিঁধে দাও বাসনা-সঘন এ কালো নয়ন মম!

এ আঁখি আমার শরীরে ত নাই ফুটেছে মর্ম্মতলে ;
নির্ব্বাণহীন অঙ্গারসম নিশিদিন শুধু জ্বলে।
সেথা হতে তারে উপাড়িয়া লও জ্বালাময় দুটো চোখ !
তোমার লাগিয়া তিয়াষ যাহার সে আঁখি তোমারি হোক্ !

অপার ভুবন, উদার গগন, শ্যামল কাননতল,
বসন্ত অতি মুগ্ধ মূরতি, স্বচ্ছ নদীর জল,
বিবিধবরণ সন্ধ্যানীরদ, গ্রহতারাময়ী নিশি,
বিচিত্রশোভা শস্যক্ষেত্র প্রসারিত দূর দিশি,
সুনীল গগনে ঘনতর নীল অতি দূর গিরিমালা,
তারি পরপারে রবির উদয় কনক কিরণ-জ্বালা,'
চকিত-তড়িত সঘন বরষা পূর্ণ ইন্দ্রধনু,
শরত-আকাশে অসীম বিকাশ জ্যোৎস্না শুভ্রতনু
লও, সব লও, তুমি কেড়ে লও, মাগিতেছি অকপটে,
তিমির-তুলিকা দাও বুলাইয়া আকাশ-চিত্রপটে !

ইহারা আমারে ভুলায় সতত কোথা নিয়ে যায় টেনে !
মাধুরী-মদিরা পান করে' শেষে প্রাণ পথ নাহি চেনে !
সবে মিলে যেন বাজাইতে চায় আমার বাঁশরী কাড়ি,'
পাগলের মত রচি নব গান, নব নব তান ছাড়ি।

আপন ললিত রাগিণী শুনিয়া আপনি অবশ মন,
ডুবাইতে থাকে কুসুমগন্ধ বসন্ত সমীরণ।
আকাশ আমারে আকুলিয়া ধরে, ফুল মোরে ঘিরে বসে,
কেমনে না জানি জ্যোৎস্নাপ্রবাহ সর্ব্ব শরীরে পশে !
ভুবন হইতে বাহিরিয়া আসে ভুবনমোহিনী মায়া,
যৌবনভরা বাহুপাশে তার বেষ্টন করে কায়া।
চারিদিকে ঘিরি' করে আনাগোনা কল্পমুরতি কত,
কুসুমকাননে বেড়াই ফিরিয়া যেন বিভোরের মত !
শ্লথ হয়ে' আসে হৃদয়তন্ত্রী বীণা খসে' যায় পড়ে'।
নাহি বাজে আর হরিনামগান বরষ বরষ ধরি'।
হরিহীন সেই অনাথ বাসনা পিয়াসে জগতে ফিরে।
বাড়ে তৃষা,—কোথা পিপাসার জল অকূল লবণ-নীরে !
গিয়েছিল, দেবি, সেই ঘোর তৃষা তোমার রূপের ধারে,
আঁখির সহিতে আঁখির পিপাসা লোপ কর একেবারে !

ইন্দ্রিয় দিয়ে তোমার মূর্ত্তি পশেছে জীবনমূলে,
এই ছুরি দিয়ে সে মুরতিখানি কেটে কেটে লও তুলে' !
তারি সাথে হায় আঁধারে মিশাবে নিখিলের শোভা যত,
লক্ষ্মী যাবেন, তারি সাথে যাবে জগৎ ছায়ার মত।

যাক্, তাই যাক্! পারিনে ভাসিতে কেবলি মূরতিস্রোতে!
লহ মোরে তুলে' আলোক-মগন মূরতি-ভুবন হ'তে!
আঁখি গেলে মোর সীমা চলে' যাবে, একাকী অসীম-ভরা,
আমারি আঁধারে মিলাবে গগন মিলাবে সকল ধরা।
আলোহীন সেই বিশাল হৃদয়ে আমার বিজন বাস,
প্রলয়আসন জুড়িয়া বসিয়া র'ব আমি বারো মাস।

থাম একটুকু! বুঝিতে পারিনে, ভাল করে' ভেবে দেখি!
বিশ্ব-বিলোপ বিমল আঁধার চিরকাল র'বে সে কি?
ক্রমে ধীরে ধীরে নিবিড় তিমিরে ফুটিয়া উঠিবে না কি
পবিত্র মুখ, মধুর মূর্ত্তি, স্নিগ্ধ আনত আঁখি?
এখন যেমন রয়েছ দাঁড়ায়ে দেবীর প্রতিমাসম,
স্থির গম্ভীর করুণ নয়নে চাহিছ হৃদয়ে মম,
বাতায়ন হতে সন্ধ্যা-কিরণ পড়েছে ললাটে এসে,
মেঘের আলোক লভিছে বিরাম নিবিড় তিমিরকেশে,
শান্তিরূপিণী এ মূরতি তব অতি অপূর্ব্ব সাজে
অনলরেখায় ফুটিয়া উঠিবে অনন্ত নিশিমাঝে।
চৌদিকে তব নূতন জগৎ আপনি সৃজিত হবে,
এ সন্ধ্যা-শোভা তোমারে ঘিরিয়া চিরকাল জেগে র'বে।

এই বাতায়ন ওই চাঁপা গাছ, দূর সরযুর রেখা
নিশিদিনহীন অন্ধ হৃদয়ে চিরদিন যাবে দেখা!
সে নব জগতে কালস্রোত নাই, পরিবর্ত্তন নাহি,
আজি এই দিন অনন্ত হয়ে চিরদিন র'বে চাহি।
তবে তাই হোক্, হোয়ো না বিমুখ, দেবি, তাহে কিবা ক্ষতি!
হৃদয়-আকাশে থাক্‌না জাগিয়া দেহহীন তব জ্যোতি!
বাসনা-মলিন আঁখি-কলঙ্ক ছায়া ফেলিবে না তায়,
আঁধার হৃদয় নীল-উৎপল চিরদিন র'বে পায়।
তোমাতে হেরিব আমার দেবতা, হেরিব আমার হরি,
তোমার আলোকে জাগিয়া রহিব অনন্ত বিভাবরী!

প্রকাশ-বেদনা।

আপন প্রাণের গোপন বাসনা
টুটিয়া দেখাতে চাহিরে,
হৃদয়-বেদনা হৃদয়েই থাকে,
ভাষা থেকে যায় বাহিরে।
শুধু কথার উপরে কথা,
নিষ্ফল ব্যাকুলতা!

বুঝিতে বোঝাতে দিন চলে' যায়
ব্যথা থেকে যায় ব্যথা।

মর্ম্মবেদন আপন আবেগে
স্বর হয়ে' কেন ফোটে না?
দীর্ণ হৃদয় আপনি কেনরে
বাঁশি হয়ে বেজে ওঠে না?
আমি চেয়ে থাকি শুধু মুখে.
ক্রন্দনহারা দুখে.
শিরায় শিরায় হাহাকার কেন
ধ্বনিয়া উঠে না বুকে?

অরণ্য যথা চির নিশিদিন
শুধু মর্ম্মর স্বনিছে,
অনাদি কালের বিজন বিরহ
সিন্ধুমাঝারে ধ্বনিছে,
যদি ব্যাকুল ব্যথিত প্রাণ
তেমনি গাহিত গান,
চিরজীবনের বাসনা তাহার
হইত মূর্ত্তিমান!

তীরের মতন পিপাসিত বেগে
ক্রন্দনধ্বনি ছুটিয়া
হৃদয় হইতে হৃদয়ে পশিত
মর্ম্মে রহিত ফুটিয়া।
আজ মিছে এ কথার মালা,
মিছে এ অশ্রু ঢালা'!
কিছু নেই পোড়া ধরণীমাঝারে
বোঝাতে মর্ম্মজ্বালা!

বর্ষার দিনে।

এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘনঘোর বরিষায়!
এমন মেঘস্বরে বাদল ঝরঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়!

সে কথা শুনিবে না কেহ আর.
নিভৃত নির্জ্জন চারিধার।
দুজনে মুখোমুখী গভীর দুখে দুখী;

আকাশে জল ঝরে অনিবার ;
জগতে কেহ যেন নাহি আর।

সমাজ সংসার মিছে সব.
মিছে এ জীবনের কলরব !
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে'
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব,
আঁধারে মিশে' গেছে আর সব !

বলিতে বাজিবে না নিজ কানে,
চমক লাগিবেনা নিজ প্রাণে।
সে কথা আঁখিনীরে মিশিয়া যাবে ধীরে
এ ভরা বাদলের মাঝখানে।
সে কথা মিশে যাবে দুটি প্রাণে।

তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কা'র,
নামাতে পারি যদি মনোভার !
শ্রাবণ-বরিষণে একদা গৃহকোণে
দু' কথা বলি যদি কাছে তার
তাহাতে আসে যাবে কিবা কার ?

আছে ত তার পরে বারো মাস,
উঠিবে কত কথা কত হাস !
আসিবে কত লোক কত না দুখশোক,
সে কথা কোন্‌খানে পাবে নাশ !
জগৎ চলে' যাবে বারো মাস।

ব্যাকুল বেগে আজি বহে বায়,
বিজুলি থেকে থেকে চমকায়।
যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে
সে কথা আজি যেন বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায় !

ধ্যান।

নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি,
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া বরণ করি ;
তুমি আছ মোর জীবন মরণ হরণ করি।

তোমার পাইনে কূল,
আপনামাঝারে আপনার প্রেম তাহারো পাইনে তুল !

উদয়শিখরে সূর্য্যের মত সমস্ত প্রাণ মম
চাহিয়া রয়েছে নিমেষ-নিহত একটি নয়নসম ;
অগাধ অপার উদাস দৃষ্টি নাহিক তাহার সীমা।
তুমি যেন ওই আকাশ উদার,
আমি যেন এই অসীম পাথার,
আকুল করেছে মাঝখানে তার আনন্দ পূর্ণিমা !
তুমি প্রশান্ত চির নিশিদিন,
আমি অশান্ত বিরাম বিহীন
চঞ্চল অনিবার,
যতদূর হেরি দিক্‌দিগন্তে তুমি আমি একাকার !

পূর্ব্বকালে।

প্রাণমন দিয়ে ভাল বাসিয়াছে
এত দিন এত লোক,
এত কবি এত গেঁথেছে প্রেমের শ্লোক ;
তবু তুমি ভবে চির-গৌরবে
ছিলে না কি একেবারে
হৃদয় সবার করি অধিকার ?

তোমা-ছাড়া কেহ কারে
বুঝিতে পারিনে ভাল কি বাসিতে পারে ?

গিয়েছে এসেছে কেঁদেছে হেসেছে
ভাল ত বেসেছে তা'রা,
আমি ততদিন কোথা ছিনু দল-ছাড়া ?
ছিনু বুঝি বসে' কোন্ এক পাশে
পথ-পাদপের ছায়
সৃষ্টিকালের প্রত্যুষ হ'তে
তোমারি প্রতীক্ষায় ;
চেয়ে দেখি কত পথিক চলিয়া যায় !

অনাদি-বিরহ-বেদনা ভেদিয়া
ফুটেছে প্রেমের সুখ
যেমনি আজিকে দেখেছি তোমার মুখ !
সে অসীম ব্যথা অসীম সুখের
হৃদয়ে হৃদয়ে রহে,
তাইত আমার মিলনের মাঝে
নয়নে সলিল বহে।
এ প্রেম আমার সুখ নহে, দুখ নহে!

———

অনন্তপ্রেম।

তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি
শত রূপে শতবার
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার!
চিরকাল ধরে' মুগ্ধ হৃদয়
গাঁথিয়াছে গীতহার;
কত রূপ ধরে' পরেছ গলায়
নিয়েছ সে উপহার,
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।

যত শুনি সেই অতীত কাহিনী,
প্রাচীন প্রেমের ব্যথা,
অতি পুরাতন বিরহ-মিলন-কথা,
অসীম অতীতে চাহিতে চাহিতে
দেখা দেয় অবশেষে
কালের তিমির-রজনী ভেদিয়া
তোমারি মূরতি এসে,
চির স্মৃতিময়ী ধ্রুবতারকার বেশে।

আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদি কালের হৃদয় উৎস হ'তে।
আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা
কোটি প্রেমিকের মাঝে
বিরহবিধুর নয়ন সলিলে
মিলন-মধুর লাজে।
পুরাতন প্রেম নিত্য-নূতন সাজে।

আজি সেই চির দিবসের প্রেম
অবসান লভিয়াছে
রাশি রাশি হয়ে' তোমার পায়ের কাছে।
নিখিলের সুখ নিখিলের দুখ
নিখিল প্রাণের প্রীতি,
একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে
সকল প্রেমের স্মৃতি,
সকল কালের সকল কবির গীতি।

———

আশঙ্কা।

কে জানে এ কি ভালো?
আকাশভরা কিরণধারা আছিল মোর তপন তারা,
আজিকে শুধু একেলা তুমি আমার আঁখি-আলো,
কে জানে এ কি ভালো?
কত না শোভা, কত না সুখ, কত না ছিল অমিয়-মুখ,
নিত্য-নব পুষ্পরাশি ফুটিত মোর দ্বারে;
ক্ষুদ্র আশা, ক্ষুদ্র স্নেহ, মনের ছিল শতেক গেহ,
আকাশ ছিল, ধরণী ছিল আমার চারিধারে;
কোথায় তারা, সকলে আজি তোমাতেই লুকালো।
কে জানে এ কি ভালো?

কম্পিত এ হৃদয়খানি তোমার কাছে তাই।
দিবস নিশি জাগিয়া আছি নয়নে ঘুম নাই।
সকল গান, সকল প্রাণ তোমারে আমি করেছি দান,
তোমারে ছেড়ে বিশ্বে মোর তিলেক নাহি ঠাঁই।
সকল পেয়ে তবুও যদি তৃপ্তি নাহি মেলে,
তবুও যদি চলিয়া যাও আমারে পাছে ফেলে,
নিমেষে সব শূন্য হ'বে তোমারি এই আসন ভবে,

চিহ্নসম কেবল র’বে মৃত্যু-রেখা কালো।
কে জানে এ কি ভালো?

ভাল করে’ বলে’ যাও!

ওগো—ভাল করে’ বলে’ যাও!
বাঁশরী বাজায়ে যে কথা জানাতে
সে কথা বুঝায়ে দাও!
যদি না বলিবে কিছু, তবে কেন এসে
মুখপানে শুধু চাও!

আজি অন্ধ-তামসী নিশি।
মেঘের আড়ালে গগনের তারা
সবগুলি গেছে মিশি’।
শুধু বাদলের বায় করি’ হায় হায়
আকুলিছে দশ দিশি।

আমি কুন্তল দিব খুলে’।
অঞ্চল মাঝে ঢাকিব তোমায়
নিশীথ-নিবিড় চুলে!

দুটি বাহুপাশে বাঁধি নত মুখখানি
বক্ষে লইব তুলে'।

সেথা নিভৃত নিলয়-সুখে
আপনার মনে বলে' যেয়ো কথা
মিলন-মুদিত বুকে।
আমি নয়ন মুদিয়া শুনিব কেবল,
চাহিব না মুখে মুখে।

যবে ফুরাবে তোমার কথা,
যে যেমন আছি রহিব বসিয়া
চিত্রপুতলী যথা!
শুধু শিয়রে দাঁড়ায়ে করে কানাকানি
মর্ম্মর তরুলতা।

শেষে রজনীর অবসানে
অরুণ উদিলে, ক্ষণেকের তরে
চাব দুঁহু দোঁহা পানে।
ধীরে ঘরে যাব ফিরে দোঁহে দুই পথে
জলভরা দু'নয়ানে।

তবে ভাল করে' বলে যাও,
আঁখিতে বাঁশিতে যে কথা ভাষিতে
সে কথা বুঝায়ে দাও!
শুধু কম্পিত সুরে আধ ভাষা পুরে
কেন এসে গান গাও!

সন্ধ্যায়।

ওগো তুমি, অমনি সন্ধ্যার মত হও!
সুদূর পশ্চিমাচলে কনক আকাশতলে
অমনি নিস্তব্ধ চেয়ে রও!
অমনি সুন্দর শান্ত, অমনি করুণ কান্ত
অমনি নীরব উদাসিনী,
ওই মত ধীরে ধীরে আমার জীবনতীরে
বারেক দাঁড়াও একাকিনী!
জগতের পরপারে নিয়ে যাও আপনারে,
দিবসনিশার প্রান্তদেশে!
থাক্ হাস্য-উৎসব, না আসুক্ কলরব
সংসারের জনহীন শেষে!

এস তুমি চুপে চুপে শ্রান্তিরূপে নিদ্রারূপে,
এস তুমি নয়ন আনত,
এস তুমি ম্লান হেসে দিবাদগ্ধ আয়ুশেষে
মরণের আশ্বাসের মত।
আমি শুধু চেয়ে থাকি অশ্রুহীন শ্রান্তআঁখি,
পড়ে' থাকি পৃথিবীর পরে ;
খুলে' দাও কেশভার, ঘনস্নিগ্ধ অন্ধকার
মোরে ঢেকে দিক্ স্তরে স্তরে!
রাখ এ কপালে মম নিদ্রার আবেশসম
হিমস্নিগ্ধ করতলখানি!
বাক্যহীন স্নেহভরে অবশ দেহের পরে
অঞ্চলের প্রান্ত দাও টানি'!
তার পরে পলে পলে করুণার অশ্রুজলে
ভরে' যাক্ নয়ন-পল্লব!
সেই স্তব্ধ আকুলতা গভীর বিদায়ব্যথা
কায়মনে করি অনুভব!

শেষ উপহার।

আমি রাত্রি, তুমি ফুল। যতক্ষণ ছিলে কুঁড়ি
জাগিয়া চাহিয়া ছিনু আঁধার আকাশ জুড়ি'
সমস্ত নক্ষত্র নিয়ে, তোমারে লুকায়ে বুকে ;
যখন ফুটিলে তুমি সুন্দর তরুণ মুখে
তখনি প্রভাত এল ; ফুরাল আমার কাল ;
আলোকে ভাঙিয়া গেল রজনীর অন্তরাল।
এখন বিশ্বের তুমি ; গুন্ গুন্ মধুকর
চারিদিকে তুলিয়াছে বিস্ময়ব্যাকুল স্বর ;
গাহে পাখী, বহে বায়ু ; প্রমোদ হিল্লোলধারা
নবস্ফুট জীবনেরে করিতেছে দিশাহারা।
এত আলো, এত সুখ, এত গান, এত প্রাণ
ছিল না আমার কাছে ; আমি করেছিনু দান
শুধু নিদ্রা, শুধু শান্তি, সযতন নীরবতা,
শুধু চেয়ে-থাকা আঁখি, শুধু মনে মনে কথা।

আর কি দিইনি কিছু ? প্রলুব্ধ প্রভাত যবে
চাহিল তোমার পানে, শত পাখী শত রবে
ডাকিল তোমার নাম, তখন পড়িল ঝরে'
আমার নয়ন হ'তে তোমার নয়ন পরে

একটি শিশির কণা।   চলে' গেনু পরপার।
সেই বিষাদের বিন্দু, বিদায়ের উপহার
প্রখর প্রমোদ হ'তে রাখিবে শীতল করে'
তোমার তরুণ মুখ; রজনীর অশ্রুপরে
পড়ি' প্রভাতের হাসি দিবে শোভা অনুপম,
বিকচ সৌন্দর্য্য তব করিবে সুন্দরতম।

মৌন ভাষা।

থাক্ থাক্ কাজ নাই, বলিয়োনা কোন কথা।
চেয়ে দেখি, চলে' যাই, মনে মনে গান গাই,
মনে মনে রচি বসে' কত সুখ কত ব্যথা।
বিরহী পাখীর প্রায়   অজানা কানন-ছায়
উড়িয়া বেড়াক্ সদা হৃদয়ের কাতরতা;
তারে বাঁধিয়োনা ধরে', বলিয়োনা কোন কথা!

আঁখি দিয়ে যাহা বল সহসা আসিয়া কাছে
সেই ভাল, থাক্ তাই, তার বেশি কাজ নাই,
কথা দিয়ে বল যদি মোহ ভেঙে যায় পাছে!
এত মৃদু, এত আধো,   অশ্রুজলে বাধো-বাধো

সরমে সভয়ে ম্লান এমন কি ভাষা আছে ?
কথায় বোলোনা তাহা আঁখি যাহা বলিয়াছে !

তুমি হয়ত বা পার আপনারে বুঝাইতে ;
মনের সকল ভাষা, প্রাণের সকল আশা,
পার তুমি গেঁথে গেঁথে রচিতে মধুর গীতে ;
আমিত জানিনে মোরে, দেখি নাই ভাল করে'
মনের সকল কথা পশিয়া আপন চিতে।
কি বুঝিতে কি বুঝেছি, কি বলিব কি বলিতে !

তবে থাক্ ! ওই শোন, অন্ধকারে শোনা যায়
জলের কল্লোলস্বর পল্লবের মরমর,
বাতাসের দীর্ঘশ্বাস শুনিয়া শিহরে কায় !
আরো ঊর্দ্ধে দেখ চেয়ে—অনন্ত আকাশ ছেয়ে
কোটি কোটি মৌন দৃষ্টি তারকায় তারকায় ;
প্রাণপণ দীপ্তভাষা জ্বলিয়া ফুটিতে চায়।

এস চুপ করে' শুনি এই বাণী স্তব্ধতার ;
এই অরণ্যের তলে' কানাকানি জলে-স্থলে ;
মনে করি হ'ল বলা ছিল যাহা বলিবার।
হয়ত তোমার ভাবে তুমি এক বুঝে যাবে,

আমার মনের মত আমি বুঝে যাব আর ;
নিশীথের কণ্ঠ দিয়ে কথা হ'বে দু'জনার !

মনে করি দুটি তারা জগতের এক ধারে
পাশাপাশি কাছাকাছি তৃষাতুর চেয়ে আছি,
চিনিতেছি চিরযুগ, চিনিনাক কেহ কারে।
দিবসের কোলাহলে প্রতিদিন যাই চলে'
ফিরে আসি রজনীর ভাষাহীন অন্ধকারে ;
বুঝিবার নহে যাহা, চাই তাহা বুঝিবারে !

তোমার সাহস আছে, আমার সাহস নাই।
এই যে শঙ্কিত আলো অন্ধকারে জ্বলে ভালো
কে বলিতে পারে বল যাহা চাই একি তাই !
তবে ইহা থাক্ দূরে কল্পনার স্বপ্নপুরে,
যার যাহা মনে লয় তাই মনে করে' যাই ;
এই চির-আবরণ খুলে' ফেলে' কাজ নাই !

এস তবে বসি হেথা, বলিয়ো না কোন কথা !
নিশীথের অন্ধকারে ঘিরে' দিক্ দুজনারে
আমাদের দুজনের জীবনের নীরবতা।
দুজনের কোলে বুকে আঁধারে বাড়ুক্ সুখে

দুজনের এক শিশু জনমের মনোব্যথা !
তবে আর কাজ নাই !　বলিয়ো না কোন কথা!

আমার সুখ।

ভালবাসা-ঘেরা ঘরে কোমল শয়নে, তুমি
　　যে সুখেই থাক
যে মাধুরী এ জীবনে আমি পাইয়াছি, তাহা
　　তুমি পেলেনাক !
এই যে অলস বেলা,　অলস মেঘের মেলা,
　জলেতে আলোতে খেলা সারা দিনমান,
এরি মাঝে চারিপাশে কোথা হ'তে ভেসে' আসে
　ওই মুখ, ওই হাসি, ওই দুনয়ান।
সদা শুনি কাছে দূরে　মধুর কোমল সুরে
　　তুমি মোরে ডাক ;
তাই ভাবি, এ জীবনে আমি যাহা পাইয়াছি
　　তুমি পেলেনাক !

কোন দিন একদিন আপনার মনে, শুধু
　　এক সন্ধেবেলা

আমারে এমনি করে’ ভাবিতে পারিতে যদি
বসিয়া একেলা !
এমনি সুদূর বাঁশি শ্রবণে পশিত আসি
বিষাদ-কোমল হাসি ভাসিত অধরে।
নয়নে জলের রেখা এক বিন্দু দিত দেখা,
তা’রি পরে সন্ধ্যালোক কাঁপিত কাতরে।
ভেসে যেত মনখানি কনক তরণীসম
গৃহহীন স্রোতে,
শুধু একদিন তরে আমি ধন্য হইতাম,
তুমি ধন্য হ’তে !

তুমি কি করেছ মনে দেখেছ, পেয়েছ তুমি
সীমারেখা মম ?
ফেলিয়া দিয়াছ মোরে আদি অন্ত শেষ করে’
পড়া পুঁথি সম ?
নাই সীমা আগে পাছে, যত চাও তত আছে,
যতই আসিবে কাছে তত পাবে মোরে।
আমারেও দিয়ে তুমি এ বিপুল বিশ্বভূমি
এ আকাশ এ বাতাস দিতে পার ভরে’।

আমাতেও স্থান পেত অবাধে, সমস্ত তব
জীবনের আশা।
একবার ভেবে দেখ এ পরাণে ধরিয়াছে
কত ভালবাসা!

সহসা কি শুভক্ষণে অসীম হৃদয়রাশি
দৈবে পড়ে চোখে।
দেখিতে পাওনি যদি, দেখিতে পাবে না আর,
মিছে মরি বকে'!
আমি যা পেয়েছি, তাই সাথে নিয়ে ভেসে যাই,
কোনখানে সীমা নাই ও মধু মুখের।
শুধু স্বপ্ন, শুধু স্মৃতি, তাই নিয়ে থাকি নিতি
আর আশা নাহি রাখি সুখের দুখের।
আমি যাহা দেখিয়াছি, আমি যাহা পাইয়াছি
এ জনম-সই
জীবনের সব শূন্য আমি যাহে ভরিয়াছি
তোমার তা' কই!

———

গান।

তুমি পড়িতেছ হেসে তরঙ্গের মত এসে
হৃদয়ে আমার!
যৌবন সমুদ্রমাঝে কোন্ পূর্ণিমায় আজি
এসেছে জোয়ার!
উচ্ছল পাগল নীরে তালে তালে ফিরে ফিরে
এ মোর নির্জ্জন তীরে কি খেলা তোমার!
মোর সর্ব্ব বক্ষ জুড়ে কত নৃত্যে কত সুরে
এস কাছে যাও দূরে শত লক্ষবার!
তুমি পড়িতেছ হেসে তরঙ্গের মত এসে
হৃদয়ে আমার!

জাগরণসম তুমি আমার ললাট চুমি'
উদিছ নয়নে!
সুষুপ্তির প্রান্ত তীরে দেখা দেও ধীরে ধীরে
নবীন কিরণে!
দেখিতে দেখিতে শেষে সকল হৃদয়ে এসে
দাঁড়াও আকুল কেশে রাতুল চরণে,—
সকল আকাশ টুটে' তোমাতে ভরিয়া উঠে;
সকল কানন ফুটে জীবনে যৌবনে।

জাগরণসম তুমি আমার ললাট চুমি'
উদিছ নয়নে।

কুসুমের মত শ্বসি' পড়িতেছে খসি খসি
মোর বক্ষপরে।
গোপন শিশিরছলে বিন্দু বিন্দু অশ্রুজলে
প্রাণ সিক্ত করে।
নিঃশব্দ সৌরভরাশি পরাণে পশিছে আসি,
সুখস্বপ্ন পরকাশি' নিভৃত অন্তরে।
পরশ-পুলকে ভোর চোখে আসে ঘুমঘোর,
তোমার চুম্বন, মোর সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চরে।
কুসুমের মত শ্বসি' পড়িতেছ খসি খসি
মোর বক্ষপরে।

প্রত্যাখ্যান।

অমন দীন-নয়নে তুমি চেয়ো না!
অমন সুধা-করুণ সুরে গেয়ো না!
সকাল বেলা সকল কাজে
আসিতে যেতে পথের মাঝে

আমারি এই আঙিনা দিয়ে যেয়ো না!
অমন দীন-নয়নে তুমি চেয়ো না!

মনের কথা রেখেছি মনে যতনে;
ফিরিছ মিছে মাগিয়া সেই রতনে!
তুচ্ছ অতি, কিছু সে নয়
দু চারি ফোঁটা অশ্রুময়
একটি শুধু শোণিত-রাঙা বেদনা!
অমন দীন-নয়নে তুমি চেয়ো না!

কাহার আশে দুয়ারে কর হানিছ?
না জানি তুমি কি মোরে মনে মানিছ?
রয়েছি হেথা লুকাতে লাজ,
নাহিক মোর রাণীর সাজ,
পরিয়া আছি জীর্ণচীর বাসনা।
অমন দীন-নয়নে তুমি চেয়ো না!

যে সুর তুমি ভরেছ তব বাঁশিতে
উহার সাথে আমি কি পারি গাহিতে?
গাহিতে গেলে ভাঙিয়া গান
উছলি উঠে সকল প্রাণ,

না মানে রোধ অতি অবোধ রোদনা!
অমন দীন-নয়নে তুমি চেয়ো না!

এসেছ তুমি গলায় মালা ধরিয়া,
নবীন বেশ, শোভন ভূষা পরিয়া!
হেথায় কোথা কনক থালা,
কোথায় ফুল, কোথায় মালা,
বাসর-সেবা করিবে কেবা রচনা?
অমন দীন-নয়নে তুমি চেয়ো না!

ভুলিয়া পথ এসেছ সখা এ ঘরে!
অন্ধকারে মালা-বদল কে করে!
সন্ধ্যা হতে কঠিন ভুঁয়ে
একাকী আমি রয়েছি শুয়ে,
নিবায়ে দীপ জীবন-নিশি-যাপনা!
অমন দীন-নয়নে আর চেয়ো না!

আশার সীমা।

সকল আকাশ সকল বাতাস
সকল শ্যামল ধরা

সকল কান্তি, সকল শান্তি
সন্ধ্যাগগন-ভরা,
যত কিছু সুখ, যত সুধামুখ,
যত মধুমাখা হাসি,
যত নব নব বিলাস-বিভব,
প্রমোদ মদিররাশি,
সকল পৃথ্বী সকল কীর্ত্তি,
সকল অর্ঘ্যভার,
বিশ্ব-মথন সকল যতন,
সকল রতন হার,—
সব পাই যদি তবু নিরবধি
আরো পেতে চায় মন।—
যদি তারে পাই তবে শুধু চাই
একখানি গৃহকোণ্।

পল্লিগ্রামে।

হেথায় তাহারে পাই কাছে,
যত কাছে ধরাতল, যত কাছে ফুলফল,
যত কাছে বায়ু জল আছে।

যেমন পাখীর গান যেমন জলের তান,
যেমনি এ প্রভাতের আলো,
যেমনি এ কোমলতা, অরণ্যের শ্যামলতা,
তেমনি তাহারে বাসি ভালো।
যেমন সুন্দর সন্ধ্যা, যেমন রজনীগন্ধা,
শুকতারা আকাশের ধারে,
যেমন সে অকলুষা শিশির-নির্ম্মলা ঊষা
তেমনি সুন্দর হেরি তারে।
যেমন বৃষ্টির জল, যেমন আকাশতল,
সুখসুপ্তি যেমন নিশার,
যেমন তটিনীনীর, বটচ্ছায়া অটবীর
তেমনি সে মোর আপনার।
যেমন নয়ন ভরি অশ্রুজল পড়ে ঝরি
তেমনি সহজ মোর গীতি,
যেমন রয়েছে প্রাণ ব্যাপ্ত করি মর্ম্মস্থান
যেমনি রয়েছে তার প্রীতি।

গৃহ-শত্রু।

আমি একাকিনী যবে চলি রাজপথে
নব-অভিসার সাজে,
নিশীথে নীরব নিখিল ভুবন,
না গাহে বিহগ, না চলে পবন,
মৌন সকল পৌর ভবন
সুপ্ত নগর মাঝে,
শুধু আমার নূপুর আমারি চরণে
বিমরি বিমরি বাজে ;
অধীর মুখর শুনিয়া সে স্বর
পদে পদে মরি লাজে !

আমি চরণশব্দ শুনিব বলিয়া
বসি বাতায়ন কাছে,—
অনিমেষ তারা নিবিড় নিশায়,
লহরীর লেশ নাহি যমুনায়,
জনহীন পথ আঁধারে মিশায়,
পাতাটি কাঁপে না গাছে ;
শুধু আমারি উরসে আমারি হৃদয়
উলসি বিলসি নাচে,

উতলা পাগল করে কলরোল
বাঁধন টুটিলে বাঁচে।

আমি কুসুমশয়নে মিলাই সরমে,—
মধুর মিলনরাতি ;
স্তব্ধ যামিনী ঢাকে চারিধার,
নির্ব্বাণ দীপ, রুদ্ধ দুয়ার,
শ্রাবণ গগন করে হাহাকার
তিমির শয়ন পাতি' ;
শুধু আমার মাণিক আমারি বক্ষে
জ্বালায়ে রেখেছে বাতি ;
কোথায় লুকাই, কেমনে নিবাই
নিলাজ ভূষণভাতি।

আমি আমার গোপন মরমের কথা
রেখেছি মরমতলে।
মলয় কহিছে আপন কাহিনী,
কোকিল গাহিছে আপন রাগিণী,
নদী বহি চলে কাঁদি একাকিনী
আপনার কলকলে।

শুধু আমার কোলের আমারি বীণাটি
গীতঝঙ্কারছলে
যে কথা যখন করিব গোপন
সে কথা তখনি বলে।

রাত্রে ও প্রভাতে।

কালি মধু যামিনীতে জ্যোৎস্না নিশীথে
কুঞ্জকাননে সুখে
ফেনিলোচ্ছ্বল যৌবন সুরা
ধরেছি তোমার মুখে।
তুমি চেয়ে মোর আঁখি পরে
ধীরে পাত্র লয়েছ করে,
হেসে করিয়াছ পান চুম্বনভরা
সরস বিম্বাধরে,
কালি মধু যামিনীতে জ্যোৎস্না নিশীথে
মধুর আবেশ ভরে।
তব অবগুণ্ঠন খানি
আমি খুলে ফেলেছিনু টানি',

আমি কেড়ে রেখেছিনু বক্ষে, তোমার
কমল-কোমল পাণি।
ভাবে নিমীলিত তব যুগল নয়ন
মুখে নাহি ছিল বাণী !
আমি শিথিল করিয়া পাশ
খুলে দিয়েছিনু কেশরাশ,
তব আনমিত মুখখানি
সুখে থুয়েছিনু বুকে আনি,
তুমি সকল সোহাগ সয়েছিলে, সখি,
হাসি-মুকুলিত মুখে,
কালি মধু যামিনীতে জ্যোৎস্না নিশীথে
নবীন মিলনসুখে !

আজি নির্ম্মলবায় শান্ত উষায়
নির্জ্জন নদীতীরে
স্নানঅবসানে শুভ্রবসনা
চলিয়াছ ধীরে ধীরে !
তুমি বামকরে লয়ে সাজি
কত তুলিছ পুষ্পরাজি,

দূরে দেবালয়তলে উষার রাগিণী
বাঁশিতে উঠিছে বাজি,
এই নির্ম্মলবায় শান্ত উষায়
জাহ্নবীতীরে আজি !
দেবি, তব সীঁথিমূলে লেখা
নব অরুণসিঁদুররেখা
তব বাম বাহু বেড়ি শঙ্খবলয়
তরুণ ইন্দুলেখা।
এ কি মঙ্গলময়ী মূরতি বিকাশি'
প্রভাতে দিয়েছ দেখা।
রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি
তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরি,
প্রাতে কখন্ দেবীর বেশে
তুমি সমুখে উদিলে হেসে !
আমি সম্ভ্রমভরে রয়েছি দাঁড়ায়ে
দূরে অবনত শিরে
আজি নির্ম্মলবায় শান্ত উষায়
নির্জ্জন নদীতীরে !

ভিখারী।

ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ,
আরো কি তোমার চাই ?
ওগো ভিখারী, আমার ভিখারী, চলেছ
কি কাতর গান গাই।
প্রতিদিন প্রাতে নব নব ধনে
তুষিব তোমারে সাধ ছিল মনে
ভিখারী, আমার ভিখারী !
হায় পলকে সকলি সঁপেছি চরণে,
আর ত কিছুই নাই !
ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ
আরো কি তোমার চাই !
আমি আমার বুকের আঁচল ঘেরিয়া
তোমারে পরা'নু বাস ;
আমি আমার ভুবন শূন্য করেছি
তোমার পূরাতে আশ !
মম প্রাণ মন যৌবন নব
করপুটতলে পড়ে আছে তব,
ভিখারী, আমার ভিখারী !

হায় আরো যদি চাও, মোরে কিছু দাও,
ফিরে আমি দিব তাই!
ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ,
আরো কি তোমার চাই!

যাচনা।

ভালবেসে সখি নিভৃতে যতনে
আমার নামটি লিখিয়ো—তোমার
মনের মন্দিরে!
আমার পরাণে যে গান বাজিছে
তাহারি তালটি শিখিয়ো—তোমার
চরণ-মঞ্জীরে!

ধরিয়া রাখিয়ো সোহাগে আদরে
আমার মুখর পাখীটি—তোমার
প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে!
মনে করে সখি বাঁধিয়া রাখিয়ো
আমার হাতের রাখীটি—তোমার
কনক কঙ্কণে!

আমার লতার একটি মুকুল
ভুলিয়া তুলিয়া রাখিয়ো—তোমার
অলক-বন্ধনে !
আমার স্মরণ-শুভ-সিন্দূরে
একটি বিন্দু আঁকিয়ো—তোমার
ললাট চন্দনে !

আমার মনের মোহের মাধুরী
মাখিয়া রাখিয়া দিয়োগো—তোমার
অঙ্গ সৌরভে !
আমার আকুল জীবন মরণ
টুটিয়া লুটিয়া নিয়োগো—তোমার
অতুল গৌরবে !

প্রণয় প্রশ্ন।

এ কি তবে সবি সত্য
হে আমার চিরভক্ত ?
আমার চোখের বিজুলি-উজল আলোকে
হৃদয়ে তোমার ঝঞ্ঝার মেঘ ঝলকে,
এ কি সত্য ?

আমার মধুর অধর, বধূর
নব লাজসম রক্ত,
হে আমার চিরভক্ত
এ কি সত্য ?

চির-মন্দার ফুটেছে আমার মাঝে কি ?
চরণে আমার বীণা-ঝঙ্কার বাজে কি ?
এ কি সত্য ?
নিশির শিশির ঝরে কি আমারে হেরিয়া ?
প্রভাত-আলোকে পুলক আমারে ঘেরিয়া
এ কি সত্য ?
তপ্ত কপোলপরশে অধীর
সমীর মদিরমত্ত,
হে আমার চিরভক্ত
এ কি সত্য ?

কালো কেশপাশে দিবস লুকায় আঁধারে,
মরণ-বাঁধন মোর দুই-ভুজে বাঁধারে
এ কি সত্য ?

ভুবন মিলায় মোর অঞ্চলখানিতে,
বিশ্ব নীরব মোর কণ্ঠের বাণীতে
এ কি সত্য ?
ত্রিভুবন লয়ে শুধু আমি আছি,
আছে মোর অনুরক্ত,
হে আমার চিরভক্ত
এ কি সত্য ?

তোমার প্রণয় যুগে যুগে মোর লাগিয়া
জগতে জগতে ফিরিতেছিল কি জাগিয়া ?
এ কি সত্য ?
আমার বচনে নয়নে অধরে অলকে
চির জনমের বিরাম লভিলে পলকে
এ কি সত্য !
মোর সুকুমার ললাট-ফলকে
লেখা অসীমের তত্ত্ব,
হে আমার চিরভক্ত
এ কি সত্য ?

মার্জ্জনা।

ওগো প্রিয়তম, আমি তোমারে যে ভাল বেসেছি
মোরে দয়া করে কোরো মার্জ্জনা, কোরো মার্জ্জনা!
ভীরু পাখীর মতন তব পিঞ্জরে এসেছি
ওগো তাই বলে দ্বার কোরোনা রুদ্ধ কোরোনা!
মোর যাহা কিছু ছিল কিছুই পারিনি রাখিতে,
মোর উতলা হৃদয় তিলেক পারিনি ঢাকিতে,
সখা, তুমি রাখ তুমি ঢাক তুমি কর করুণা
ওগো আপনার গুণে অবলারে কোরো মার্জ্জনা
কোরো মার্জ্জনা!

ওগো প্রিয়তম, যদি নাহি পার ভালবাসিতে
তবু ভালবাসা কোরো মার্জ্জনা, কোরো মার্জ্জনা!
তব দুটি আঁখিকোণ ভরি দুটি কণা হাসিতে
এই অসহায়া পানে চেয়োনা বন্ধু চেয়োনা!
আমি সম্বরি বাস ফিরে যাব দ্রুতচরণে,
আমি চকিত সরমে লুকাব আঁধার মরণে,
আমি দু'হাতে ঢাকিব নগ্ন হৃদয়-বেদনা,
ওগো প্রিয়তম তুমি অভাগীরে কোরো মার্জ্জনা
কোরো মার্জ্জনা!

ওগো প্রিয়তম যদি চাহ মোরে ভাল বাসিয়া
মোর সুখরাশি কোরো মার্জ্জনা কোরো মার্জ্জনা !
যবে সোহাগের স্রোতে যাব নিরুপায় ভাসিয়া
তুমি দূর হতে বসি হেসোনাগো সখা হেসোনা !
যবে রাণীর মতন বসিব রতন আসনে,
যবে বাঁধিব তোমারে নিবিড় প্রণয়শাসনে,
যবে দেবীর মতন পুরাব তোমার বাসনা,
ওগো তখন হে নাথ ! গরবীরে কোরো মার্জ্জনা
কোরো মার্জ্জনা !

অবিনয়।

হে নিরুপমা
চপলতা আজ যদি কিছু ঘটে
করিয়ো ক্ষমা !
এল আষাঢ়ের প্রথম দিবস,
বনরাজি আজি ব্যাকুল বিবশ,
বকুলবীথিকা মুকুলে মত্ত
কাননপরে ;
নব কদম্ব মদিরগন্ধে
আকুল করে।

হে নিরুপমা,
আঁখি যদি আজ করে অপরাধ,
করিয়ো ক্ষমা !
হের আকাশের দূর কোণে কোণে
বিজুলি চমকি ওঠে খণে খণে,
বাতায়নে তব দ্রুত কৌতুকে
মারিছে উঁকি !
বাতাস করিছে দুরন্তপনা
ঘরেতে ঢুকি !

হে নিরুপমা,
গানে যদি লাগে বিহ্বল তান
করিয়ো ক্ষমা !
ঝরঝর ধারা আজি উতরোল,
নদী কূলে কূলে উঠে কল্লোল,
বনে বনে গাহে মর্ম্মরস্বরে
নবীন পাতা ;
সজল পবন দিশে দিশে তুলে
বাদলগাথা !

হে নিরুপমা,
আজিকে আচারে ত্রুটি হ'তে পারে,
করিয়ো ক্ষমা!
দিবালোকহারা সংসারে আজ
কোনখানে কারো নাহি কোন কাজ,
জনহীন পথ ধেনুহীন মাঠ
যেন সে আঁকা।
বর্ষণ-ঘন শীতল আঁধারে
জগৎ ঢাকা!

হে নিরুপমা,
চপলতা আজি যদি ঘটে তবে
করিয়ো ক্ষমা!
তোমার দু'খানি কালো আঁখি পরে
শ্যাম আষাঢ়ের ছায়াখানি পড়ে,
ঘনকালো তব কুঞ্চিত কেশে
যূথীর মালা!
তোমারি ললাটে নববরষার
বরণডালা!

———

বিরহ।

তুমি যখন চলে' গেলে
তখন দুই পহর।
সূর্য্য তখন মাঝ গগনে
রৌদ্র খরতর।
ঘরের কর্ম্ম সাঙ্গ করে'
ছিলেম তখন একলা ঘরে,
আপন মনে বসে' ছিলেম
বাতায়নের পর!
তুমি যখন চলে' গেলে
তখন দুই পহর।

২

চৈত্র মাসের নানা ক্ষেতের
নানা গন্ধ নিয়ে
আস্‌তেছিল তপ্ত হাওয়া
মুক্ত দুয়ার দিয়ে।
দুটি ঘুঘু সারাটা দিন
ডাকতেছিল শ্রান্তি-বিহীন,

একটি ভ্রমর ফিরতেছিল
কেবল গুন্‌গুনিয়ে
চৈত্র মাসের নানা ক্ষেতের
নানা বার্ত্তা নিয়ে।

৩

তখন পথে লোক ছিল না,
ক্লান্ত কাতর গ্রাম।
ঝাউ শাখাতে উঠ্‌তেছিল
শব্দ অবিশ্রাম।
আমি শুধু একলা প্রাণে
অতি সুদূর বাঁশির তানে
গেঁথেছিলেম আকাশ ভরে'
একটি কাহার নাম!
তখন পথে লোক ছিলনা
ক্লান্ত কাতর গ্রাম।

৪

ঘরে ঘরে দুয়ার দেওয়া,
আমি ছিলাম জেগে।

আবাঁধা চুল উড়তেছিল,
উদাস হাওয়া লেগে।
তটতরুর ছায়ার তলে
ঢেউ ছিলনা নদীর জলে,
তপ্ত আকাশ এলিয়ে ছিল
শুভ্র অলস মেঘে!
ঘরে ঘরে দুয়ার দেওয়া,
আমি ছিলাম জেগে।

৫

তুমি যখন চলে' গেলে
তখন দুই পহর।
শুষ্ক পথে দগ্ধ মাঠে
রৌদ্র খরতর।
নিবিড় ছায়া বটের শাখে
কপোত দুটি কেবল ডাকে,
একলা আমি বাতায়নে,
শূন্য শয়ন ঘর।
তুমি যখন গেলে তখন
বেলা দুই প্রহর।

গ্রাম।

আমি যারে ভালবাসি সে ছিল এই গাঁয়ে.
বাঁকা পথের ডাহিন পাশে, ভাঙা ঘাটের বাঁয়ে।
কে জানে এই গ্রাম,
কে জানে এর নাম,
ক্ষেতের ধারে মাঠের পারে বনের ঘন ছায়ে !
শুধু আমার হৃদয় জানে সে ছিল এই গাঁয়ে !

বেণুশাখার আড়াল দিয়ে চেয়ে আকাশপানে
কত সাঁঝের চাঁদ-ওঠা সে দেখেছে এইখানে !
কত আষাঢ়মাসে
ভিজে মাটির বাসে
বাদ্‌লা হাওয়া বয়ে গেছে তাদের কাঁচা ধানে।
সে সব ঘনঘটার দিনে সে ছিল এইখানে।

এই দীঘি, ঐ আমের বাগান, ঐ যে শিবালয়,
এই আঙিনা ডাক্‌-নামে তার জানে পরিচয়।
এই পুকুরে তারি
সাঁতার-কাটা বারি ;
ঘাটের পথ-রেখা তারি চরণ-লেখাময় !
এই গাঁয়ে সে ছিল কে সেই জানে পরিচয় !

এই যাহারা কলস নিয়ে দাঁড়ায় ঘাটে আসি'
এরা সবাই দেখেছিল তারি মুখের হাসি।
কুশল পুছি তারে
দাঁড়াত তার দ্বারে
লাঙল কাঁধে চল্‌চে মাঠে ঐ যে প্রাচীন চাষী।
সে ছিল এই গাঁয়ে আমি যারে ভালবাসি।

পালের তরী কত যে যায় বহি' দখিন বায়ে,
দূরপ্রবাসের পথিক এসে বসে বকুলছায়ে,
পারের যাত্রিদলে
খেয়ার ঘাটে চলে,
কেউ গো চেয়ে দেখে না ঐ ভাঙাঘাটের বাঁয়ে!
আমি যারে ভালবাসি সে ছিল এই গাঁয়ে!

প্রথম চুম্বন।

স্তব্ধ হল দশদিক্ নত করি আঁখি,—
বন্ধ করি দিল গান যত ছিল পাখী।
শান্ত হয়ে গেল বায়ু,—জলকলস্বর
মুহূর্ত্তে থামিয়া গেল,—বনের মর্ম্মর

বনের মর্ম্মের মাঝে মিলাইল ধীরে।
নিস্তরঙ্গ তটিনীর জনশূন্য তীরে
নিঃশব্দে নামিল আসি সায়াহ্নচ্ছায়ায়
নিস্তব্ধ গগনপ্রান্ত নির্ব্বাক ধরায়।
সেইক্ষণে বাতায়নে নীরব নির্জ্জন
আমাদের দুজনের প্রথম চুম্বন।
দিক্ দিগন্তরে বাজি উঠিল তখনি
দেবালয়ে আরতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি।
অনন্ত নক্ষত্রলোক উঠিল শিহরি',
আমাদের চক্ষে এল অশ্রুজল ভরি'।

শেষ চুম্বন।

দূর স্বর্গে বাজে যেন নীরব ভৈরবী।
উষার করুণ চাঁদ শীর্ণ মুখচ্ছবি।
ম্লান হয়ে এল তারা ;—পূর্ব্ব দিগ্বধূর
কপোল শিশিরসিক্ত, পাণ্ডুর বিধুর।
ধীরে ধীরে নিবে গেল শেষ দীপশিখা,
খসে গেল যামিনীর স্বপ্ন যবনিকা।

প্রবেশিল বাতায়নে পরিতাপসম
রক্তরশ্মি প্রভাতের আঘাত নির্ম্মম।
সেইক্ষণে গৃহদ্বারে সত্বর সঘন
আমাদের সর্ব্বশেষ বিদায়চুম্বন।
মুহূর্ত্তে উঠিল বাজি চারিদিক্ হতে
কর্ম্মের ঘর্ঘরমন্দ্র সংসারের পথে।
মহারবে সিংহদ্বার খুলে বিশ্বপুরে ;
অশ্রুজল মুছে ফেলি চলি গেনু দূরে।

দুর্ব্বোধ।

তুমি মোরে পার না বুঝিতে ?
প্রশান্ত বিষাদভরে দুটি আঁখি প্রশ্ন করে'
অর্থ মোর চাহিছে খুঁজিতে,
চন্দ্রমা যেমন ভাবে স্থির নত মুখে
চেয়ে দেখে সমুদ্রের বুকে।

কিছু আমি করিনি গোপন।
যাহা আছে, সব আছে তোমার আঁখির কাছে
প্রসারিত অবারিত মন।

দিয়েছি সমস্ত মোর করিতে ধারণা,
তাই মোরে বুঝিতে পার না?

এ যদি হইত শুধু মণি,
শত খণ্ড করি তারে　সযত্নে বিবিধাকারে,
একটি একটি করি' গণি'
একখানি সূত্রে গাঁথি একখানি হার
পরাতেম গলায় তোমার!

এ যদি হইত শুধু ফুল,
সুগোল সুন্দর ছোটো,　উষালোকে ফোটো-ফোটো,
বসন্তের পবনে দোদুল,
বৃন্ত হতে সযতনে আনিতাম তুলে,
পরায়ে দিতেম কালো চুলে!

এ যে সখি সমস্ত হৃদয়!
কোথা জল, কোথা কূল,　দিক হয়ে যায় ভুল,
অন্তহীন রহস্য-নিলয়।
এ রাজ্যের আদি অন্ত নাহি জান রাণী,
এ তবু তোমার রাজধানী!

কি তোমারে চাহি বুঝাইতে ?
গভীর হৃদয়মাঝে নাহি জানি কি যে বাজে
নিশিদিন নীরব সঙ্গীতে !
শব্দহীন স্তব্ধতায় ব্যাপিয়া গগন
রজনীর ধ্বনির মতন।

এ যদি হইত শুধু সুখ,
কেবল একটি হাসি অধরের প্রান্তে আসি
আনন্দ করিত জাগরূক।
মুহূর্ত্তে বুঝিয়া নিতে হৃদয়-বারতা
বলিতে হত না কোন কথা !

এ যদি হইত শুধু দুখ,
দুটি বিন্দু অশ্রুজল দুই চক্ষে ছলছল,
বিষন্ন অধর ম্লান মুখ,
প্রত্যক্ষ দেখিতে পেতে অন্তরের ব্যথা,
নীরবে প্রকাশ হত কথা !

এ যে সখি হৃদয়ের প্রেম !
সুখ দুঃখ বেদনার আদি অন্ত নাহি যার
চির দৈন্য চির পূর্ণ হেম !

নব নব ব্যাকুলতা জাগে দিবা রাতে
তাই আমি না পারি বুঝাতে!

নাই বা বুঝিলে তুমি মোরে!
চিরকাল চোখে চোখে নূতন নূতনালোকে
পাঠ কর রাত্রিদিন ধরে।
বুঝা যায় আধ প্রেম, আধখানা মন,
সমস্ত কে বুঝেছ কখন্!

সান্ত্বনা।

কোথা হতে দুই চক্ষে ভরে' নিয়ে এলে জল
হে প্রিয় আমার!
হে ব্যথিত, হে অশান্ত, বল আজি গাব গান
কোন্ সান্ত্বনার?
হেথায় প্রান্তর পারে নগরীর এক ধারে
সায়াহ্নের অন্ধকারে জ্বালি দীপখানি
শূন্য গৃহে অন্য মনে একাকিনী বাতায়নে
বসে আছি পুষ্পাসনে বাসরের রাণী;—

কোথা বক্ষে বিঁধি কাঁটা ফিরিলে আপন নীড়ে
হে আমার পাখী !
ওরে ক্লিষ্ট, ওরে ক্লান্ত, কোথা তোর বাজে ব্যথা,
কোথা তোরে রাখি ?

চারিদিকে তমস্বিনী রজনী দিয়েছে টানি
মায়ামন্ত্র-ঘের ;
দুয়ার রেখেছি রুধি, চেয়ে দেখ কিছু হেথা
নাহি বাহিরের।
এ যে দুজনের দেশ, নিখিলের সব শেষ,
মিলনের রসাবেশ অনন্ত ভবন ;
শুধু এই এক ঘরে দুখানি হৃদয় ধরে,
দুজনে সৃজন করে নূতন ভুবন।
একটি প্রদীপ শুধু এ আঁধারে যতটুকু
আলো করে রাখে
সেই আমাদের বিশ্ব, তাহার বাহিরে আর
চিনি না কাহাকে !

একখানি বীণা আছে, কভু বাজে মোর বুকে
কভু তব কোরে,

একটি রেখেছি মালা, তোমারে পরায়ে দিলে
তুমি দিবে মোরে।
এই শয্যা রাজধানী, আধেক আঁচলখানি
বক্ষ হতে লয়ে টানি পাতিব শয়ন,
একটি চুম্বন গড়ি দোঁহে লব ভাগ করি,
এ রাজত্বে, মরি মরি, এত আয়োজন!
একটি গোলাপ ফুল রেখেছি বক্ষের মাঝে,—
তব ঘ্রাণশেষে
আমারে ফিরায়ে দিলে অধরে পরশি' তাহা
পরি লব কেশে!

আজ করেছিনু মনে তোমারে করিব রাজা
এই রাজ্যপাটে,
এ অমর বরমাল্য আপনি যতনে তব
জড়াব ললাটে।
মঙ্গলপ্রদীপ ধরে' লইব বরণ করে,'
পুষ্প-সিংহাসন পরে বসাব তোমায়,
তাই গাঁথিয়াছি হার, আনিয়াছি ফুলভার,
দিয়েছি নূতন তার, কনক বীণায়;

আকাশে নক্ষত্রসভা নীরবে বসিয়া আছে
শান্ত কৌতূহলে—
আজি কি এ মালাখানি সিক্ত হবে, হে রাজন,
নয়নের জলে?

রুদ্ধকণ্ঠ, গীতহারা! কহিয়োনা কোনো কথা,
কিছু সুধাবনা!
নীরবে লইব প্রাণে তোমার হৃদয় হতে
নীরব বেদনা!
প্রদীপ নিবায়ে দিব, বক্ষে মাথা তুলি নিব,
স্নিগ্ধ করে পরশিব সজল কপোল,—
বেণীমুক্ত কেশজাল স্পর্শিবে তাপিত ভাল
কোমল বক্ষের তাল দিবে মন্দ দোল!
নিশ্বাস বীজনে মোর কাঁপিবে কুন্তল তব,
মুদিবে নয়ন—
অর্দ্ধরাতে শান্তবায়ে নিদ্রিত ললাটে দিব
একটি চুম্বন।

প্রেমের অভিষেক।

তুমি মোরে করেছ সম্রাট্‌! তুমি মোরে
পরায়েছ গৌরব-মুকুট! পুষ্পডোরে
সাজায়েছ কণ্ঠ মোর; তব রাজটীকা
দীপিছে ললাটমাঝে মহিমার শিখা
অহর্নিশি! আমার সকল দৈন্য লাজ,
আমার ক্ষুদ্রতা যত, ঢাকিয়াছ আজ
তব রাজ-আস্তরণে! হৃদিশয্যাতল
শুভ্র দুগ্ধফেননিভ, কোমল শীতল,
তারি মাঝে বসায়েছ; সমস্ত জগৎ
বাহিরে দাঁড়ায়ে আছে, নাহি পায় পথ
সে অন্তর-অন্তঃপুরে। নিভৃত সভায়
আমারে চৌদিকে ঘিরি সদা গান গায়
বিশ্বের কবিরা মিলি; অমর বীণায়
উঠিয়াছে কি ঝঙ্কার! নিত্য শুনা যায়
দূর দূরান্তর হতে দেশবিদেশের
ভাষা, যুগযুগান্তের কথা, দিবসের
নিশীথের গান, মিলনের বিরহের

গাথা, তৃপ্তিহীন শ্রান্তিহীন আগ্রহের
উৎকণ্ঠিত তান!

প্রেমের অমরাবতী,
প্রদোষ-আলোকে যেথা দময়ন্তী সতী
বিচরে নলের সনে, দীর্ঘ-নিশ্বসিত
অরণ্যের বিষাদ-মর্ম্মরে; বিকশিত
পুষ্পবীথিতলে, শকুন্তলা আছে বসি
কর-পদ্মতল-লীন ম্লান মুখশশি
ধ্যানরতা; পুরুরবা ফিরে অহরহ
বনে বনে, গীতস্বরে দুঃসহ বিরহ
বিস্তারিয়া বিশ্বমাঝে; মহারণ্যে যেথা,
বীণা হস্তে লয়ে, তপস্বিনী মহাশ্বেতা
মহেশ-মন্দিরতলে বসি একাকিনী
অন্তরবেদনা দিয়ে গড়িছে রাগিণী
সান্ত্বনা-সিঞ্চিত; গিরিতটে শিলাতলে
কানে কানে প্রেমবার্ত্তা কহিবার ছলে
সুভদ্রার লজ্জারুণ কুসুমকপোল
চুম্বিছে ফাল্গুনী; হাত ধরে' মোরে তুমি
লয়ে গেছ সৌন্দর্য্যের সে নন্দনভূমি
অমৃত-আলয়ে! সেথা আমি-জ্যোতিষ্মান'

অক্ষয় যৌবনময় দেবতাসমান,
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা,
সেথা মোরে অর্পিয়াছে আপন মহিমা
নিখিল প্রণয়ী ; সেথা মোর সভাসদ্
রবিচন্দ্রতারা, পরি' নব পরিচ্ছদ
শুনায় আমারে তারা নব নব গান
নব অর্থভরা ; চির-সুহৃদ্সমান
সর্ব্ব চরাচর ! হেথা আমি কেহ নহি,
সহস্রের মাঝে একজন,—সদা বহি
সংসারের ক্ষুদ্র ভার,—কত অনুগ্রহ
কত অবহেলা সহিতেছি অহরহ ;
সেই শত সহস্রের পরিচয়হীন
প্রবাহ হইতে, এই তুচ্ছ কর্ম্মাধীন
মোরে তুমি লয়েছ তুলিয়া, নাহি জানি
কি কারণে ! অয়ি মহীয়সী মহারাণী
তুমি মোরে করিয়াছ মহীয়ান্ ! আজি
এই যে আমারে ঠেলি চলে জনরাজি
না তাকায়ে মোর মুখে, তাহারা কি জানে
নিশিদিন তোমার সোহাগসুধাপানে
অঙ্গ মোর হয়েছে অমর ? তাহারা কি

পায় দেখিবারে—নিত্য মোরে আছে ঢাকি
মন তব অভিনব লাবণ্যবসনে ?
তব স্পর্শ তব প্রেম রেখেছি যতনে,
তব সুধাকণ্ঠবাণী, তোমার চুম্বন,
তোমার আঁখির দৃষ্টি, সর্ব্ব দেহ মন
পূর্ণ করি ; রেখেছে যেমন সুধাকর
দেবতার গুপ্ত সুধা যুগ যুগান্তর
আপনারে সুধাপাত্র করি ; বিধাতার
পুণ্য অগ্নি জ্বালায়ে রেখেছে অনিবার
সবিতা যেমন সযতনে ; কমলার
চরণকিরণে যথা পরিয়াছে হার
সুনির্ম্মল গগনের অনন্ত ললাট !
হে মহিমাময়ী মোরে করেছ সম্রাট ।

অচল স্মৃতি ।

আমার হৃদয়-ভূমি-মাঝখানে জাগিয়া রয়েছে নিতি
অচল ধবল শৈলসমান একটি অচল স্মৃতি ।

প্রতিদিন ঘিরি ঘিরি
সে নীরব হিমগিরি
আমার দিবস আমার রজনী আসিছে যেতেছে ফিরি।

যেখানে চরণ রেখেছে, সে মোর মর্ম্ম গভীরতম,
উন্নত শির রয়েছে তুলিয়া সকল উচ্চে মম।
মোর কল্পনা শত
রঙীন মেঘের মত
তাহারে ঘেরিয়া হাসিছে কাঁদিছে সোহাগে হতেছে নত।

আমার শ্যামল তরুলতাগুলি ফুলপল্লবভারে
সরস কোমল বাহু-বেষ্টনে বাঁধিতে চাহিছে তারে।
শিখর গগন-লীন
দুর্গম জনহীন,
বাসনা-বিহগ একেলা সেথায় ধাইতেছে নিশিদিন।

চারিদিকে তার কত আসা যাওয়া কত গীত কত কথা,
মাঝখানে শুধু ধ্যানের মতন নিশ্চল নীরবতা।
দূরে গেলে তবু, একা
সে শিখর যায় দেখা,
চিত্ত-গগনে আঁকা থাকে তার নিত্য-নীহার-রেখা!

সম্পূর্ণ।

২য় ভাগ ২য় খণ্ড।

বর্ণানুক্রম সূচী।